এপ্রিল ২০২৬। বর্ষ ৩১। সংখ্যা ৩৫৬

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা

ফ্যামিলি কার্ড। খাল খনন কর্মসূচি। কৃষক কার্ড। ই-হেলথ কার্ড

ইরানে যৌথ হামলা
সর্বোচ্চ নেতা খামেনি নিহত

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস
নেপালে ক্ষমতার পালাবদল
ইসলামের মূলভিত্তি হজ

চাকরি প্রস্তুতি

৫০তম বিসিএস লিখিত। ব্যাংক মডেল টেস্ট। NTRCA প্রতিষ্ঠান প্রধান
পুলিশ সার্জেন্ট ও সাব-ইন্সপেক্টর। প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য

প্রশ্ন সমাধান। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি। জেলা, সংস্থা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিচিতি

সূচিপত্র

এপ্রিল ২০২৬

সাম্প্রতিক

০৪ • তথ্যপ্রবাহ
০৬ • সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ
০৮ • Recent Info Inquiry
০৯ • সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর
১০ • দশ দিগন্ত
১৩ • রিপোর্ট-সমীক্ষা
১৪ • পদক-পুরস্কার ও বিনোদন
১৬ • দেশ পরিক্রমা
ইন্দুরকানী ফিরে পেলো জিয়ানগর
স্মারক বৃক্ষ ■ পবিত্র বৃক্ষ ■ কুঞ্জবন
UNGA'র সভাপতি পদে বাংলাদেশ
মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টন
১৮ • ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা
২০ • GDP'র চূড়ান্ত হিসাব
২১ • LDC উত্তরণ : সময় বাড়াতে বাংলাদেশের আবেদন
২২ • বিশ্ব পরিক্রমা
প্রথম বাণিজ্যিক মহাকাশ স্টেশন
পাকিস্তানের অপারেশন গজব লিল হক
কাগজের মুদ্রায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষর
যুক্তরাষ্ট্র-ভেনিজুয়েলার কূটনৈতিক সম্পর্ক
২৪ • একই পরিবারে ৩ রাষ্ট্রনেতা : শেষ পর্ব
২৫ • নেপালে ক্ষমতার পালাবদল
২৬ • ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান
২৭ • ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি যৌথ হামলা
৩২ • তথ্যকোষ
৩৩ • আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি
৪০ • অ্যাপল প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর
৪১ • টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬
৪২ • খেলাধুলা

প্রশ্ন সমাধান

৫৬ • বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন
৫৭ • বিএসসি ইন নার্সিং
৫৯ • ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
৬১ • বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পূর্বাঞ্চল)
৬৩ • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

চাকরি প্রস্তুতি

৫৪ • English in the Contemporary World Context
৫৫ • বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি
৬৫ • ভাইভায় বসার আগে এড়িয়ে চলুন ৫টি ভুল
৬৬ • Bank Model Test
৭০ • ৫০তম বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি
৭৪ • প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক ও ১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন
৭৮ • ৮ম NTRCA টেকনিক্যাল প্রস্তুতি
৮০ • বিষয়ভিত্তিক নিয়োগ টিপস
৮৮ • পুলিশ সার্জেন্ট ও সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ

ভর্তি প্রস্তুতি

৮১ • গুচ্ছ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ-ফিচার

৪৫ • Short Notes
৪৬ • Corruption, Politics & Democracy
৪৮ • পারিবারিক বন্ধন ও আধুনিকতা

অন্যান্য আয়োজন

৩৬ • পার্লামেন্টারি কোষ : পর্ব-২
৩৭ • ইসলামের মূলভিত্তি হজ : পর্ব-১
৩৮ • সংস্থা : সিরডাপ ও অক্সফাম
৪৪ • লাইব্রেরি জ্ঞানের মহাসমুদ্র
৫০ • বাংলা নববর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য
৫১ • বাংলাদেশের প্রথম সরকার
৫২ • বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট
৯০ • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী : বর্মণ, বাগদী ও ভূমিজ
৯২ • জেলা পরিচিতি : ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরা
৯৪ • স্বাস্থ্য বার্তা : হিমোফিলিয়া
৯৫ • আবিষ্কার : জাহাজ জলপথের জয়গান
৯৬ • বিচিত্র বিশ্ব
পাদটীকা : সুদান, দক্ষিণ সুদান, জিম্বাবুয়ে ও জাম্বিয়া

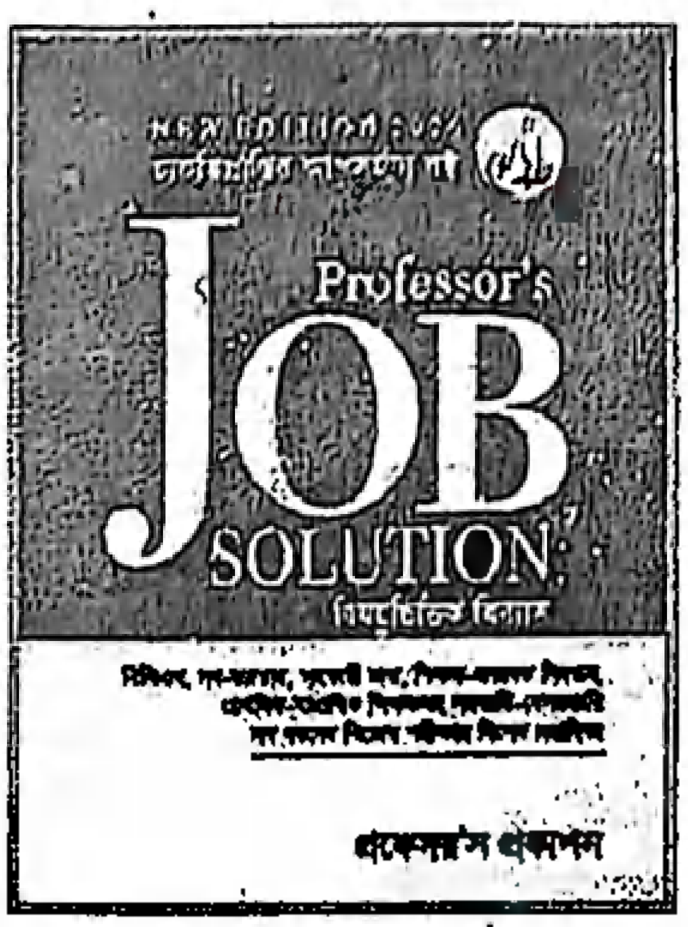

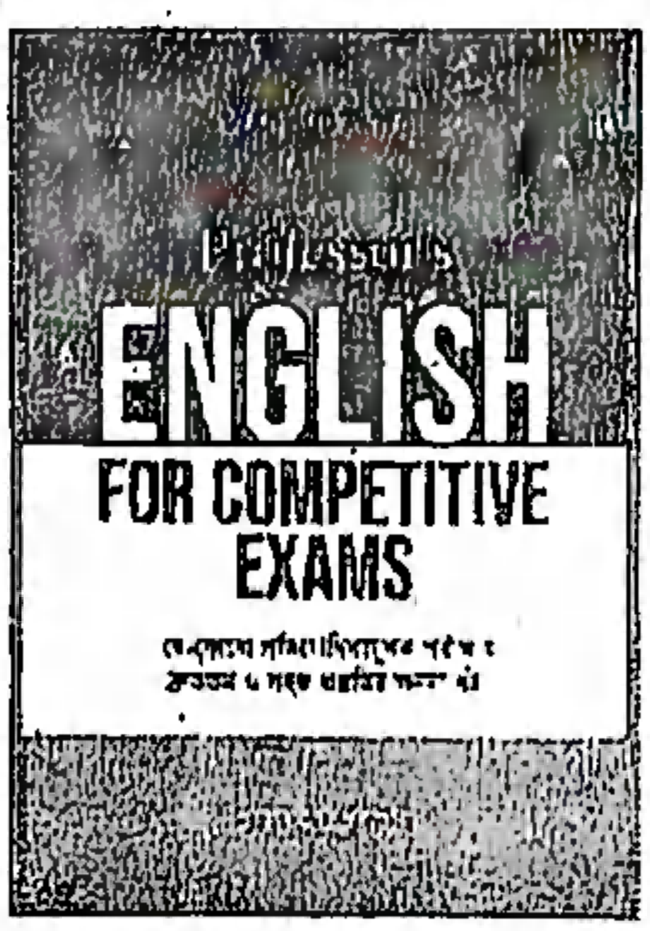

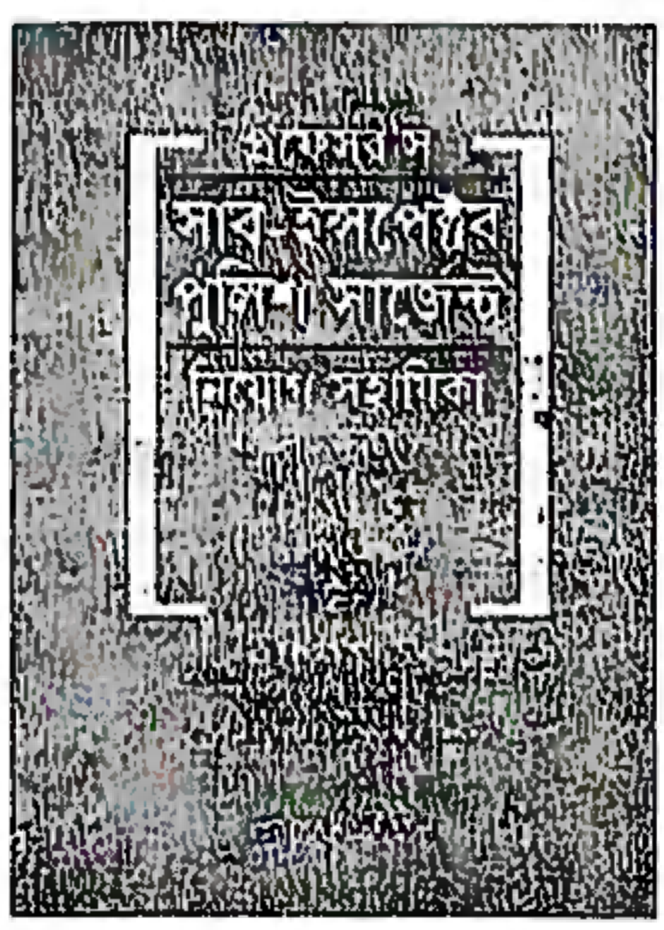
পাওয়া যাচ্ছে জেলা-উপজেলার
লাইব্রেরি ও পত্রিকার স্টলে

তথ্য প্রবাহ

ফেব্রুয়ারি মাসের বাকি অংশ

বাংলাদেশ ● ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

—সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

বাংলাদেশ ● ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

—পিরোজপুর জেলার 'ইন্দুরকানী' উপজেলার নাম পরিবর্তন করে 'জিয়ানগর' নামকরণের প্রজ্ঞাপন জারি।

আন্তর্জাতিক

—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন বৈশ্বিক শুল্ক কার্যকর হয় ১০% হারে।

আন্তর্জাতিক ● ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

—দু'দিনের সফরে ইসরায়েলে যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বাংলাদেশ ● ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

—মন্ত্রিসভার বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক ● ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

—জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থিতার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায় সৌদি আরব, পাকিস্তান, তুরস্ক ও ফিলিস্তিন।

—মদ বিক্রির নতুন নীতিমালা তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তার সাবেক ডেপুটি মণীশ সিসোদিয়াকে খালাস দেয় দিল্লির একটি আদালত।

—সৌদি আরবের জেদ্দায় ওআইসির জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত।

আন্তর্জাতিক ● ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

—ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হন। হামলার জবাবে ইরান Operation True Promise IV নামে পাল্টা হামলা চালায়।

মার্চ

আন্তর্জাতিক ● ০১ মার্চ ২০২৬

—অস্ট্রেলিয়ায় ২১তম এএফসি নারী এশিয়া কাপ শুরু।

বাংলাদেশ ● ০২ মার্চ ২০২৬

—রাজধানীতে নারীদের জন্য আলাদা বাস সার্ভিস চালু করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আন্তর্জাতিক

—ভারত ও কানাডার মধ্যে ইউরেনিয়াম সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ ● ০৩ মার্চ ২০২৬

—এএফসি নারী এশিয়ান কাপে প্রথমবার অংশ নেয় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।

—জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথের চিঠি এবং গণভোট অধ্যাদেশের ৩ ধারা ও তফসিল প্রশ্নে রুল দেন হাইকোর্ট।

বাংলাদেশ ● ০৪ মার্চ ২০২৬

—নতুন মন্ত্রিসভার ৮ প্রতিমন্ত্রীর ও প্রধানমন্ত্রীর ২ রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব/দপ্তর পুনর্বণ্টন।

—জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে 'ই-হেলথ' কার্ড চালুর নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মো. নূরুল ইসলাম।

—প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) গঠন।

—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।

আন্তর্জাতিক

—ভারত মহাসাগরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম কোনো মার্কিন নৌবাহিনীর সাবমেরিন থেকে ছোড়া টর্পেডোর আঘাতে ইরানি যুদ্ধজাহাজ IRIS Dena তলিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক ● ০৫ মার্চ ২০২৬

—নেপালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

—দীর্ঘদিনের উত্তেজনা ও বৈরী সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ভেনিজুয়েলায় পুনরায় কনস্যুলেট চালুর ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক ● ০৬ মার্চ ২০২৬

—ইরানের রাজধানী তেহরানসহ বিভিন্ন শহরে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র বি২ বিমান থেকে বোমা হামলা চালায়।

বাংলাদেশ ● ০৮ মার্চ ২০২৬

—বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলাসমূহ প্রত্যাহার কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন।

—'আন্তর্জাতিক নারী-দিবস ২০২৬' উদ্‌যাপন ও 'শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী' সম্মাননা প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

—আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (NCP) নারী সংগঠন 'জাতীয় নারীশক্তি'।

আন্তর্জাতিক

—টি-২০ বিশ্বকাপে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

—লন্ডনে ২৬তম কমনওয়েলথ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

—ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দেশটির প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছেলে মোজতবা খামেনির নাম ঘোষণা করা হয়।

আন্তর্জাতিক ● ০৯ মার্চ ২০২৬

—ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাবে লেবাননে চরম অস্থিরতা ও ইসরায়েলি বিমান হামলা অব্যাহত থাকায় দেশটির পার্লামেন্টের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ● ১০ মার্চ ২০২৬

—পিরোজপুর জেলার 'ইন্দুরকানী' উপজেলার নাম পরিবর্তন করে 'জিয়ানগর' উপজেলা নামকরণের গেজেট জারি।

সুদান যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ১ জানুয়ারি ১৯৫৬

বাংলাদেশ ● ১১ মার্চ ২০২৬

—রেশনিং পদ্ধতির আওতায় ডিপো থেকে পেট্রোল পাম্পগুলোতে জ্বালানি তেল সরবরাহ বাড়ায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।

বাংলাদেশ ● ১২ মার্চ ২০২৬

—স্পিকার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের 'বিরোধীদলের উপনেতা' হিসেবে সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহেরকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

—আহমেদ আযম খানকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

বাংলাদেশ ● ১৩ মার্চ ২০২৬

—দেশে প্রথমবারের মতো চলন্ত ট্রেনে পরীক্ষামূলকভাবে 'স্টারলিংক' ইন্টারনেট-সেবা চালু করে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (BSCL)।

আন্তর্জাতিক

—ইরানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলে পরিচিত খার্গ দ্বীপে বিমান হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ ● ১৪ মার্চ ২০২৬

—ইমাম-মুয়াজ্জিন-পুরোহিতদের সম্মানী প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন।

আন্তর্জাতিক

—জ্বালানি খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জাপানের টোকিওতে শুরু হয় দুই দিনব্যাপী ইন্দো-প্যাসিফিক এনার্জি সিকিউরিটি মিনিস্টিরিয়াল অ্যান্ড বিজনেস ফোরাম।

বাংলাদেশ ● ১৫ মার্চ ২০২৬

—সংবিধানে বহুল আলোচিত নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল করে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ।

—জ্বালানি তেল বিক্রির ক্ষেত্রে চালু থাকা রেশনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।

আন্তর্জাতিক

—ইসরায়েলে প্রথমবার 'সেজ্জিল' ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়ে ইরান।

বাংলাদেশ ● ১৬ মার্চ ২০২৬

—পবিত্র লাইলাতুল কদর পালিত।

—দেশের সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যমান লটারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি-পদ্ধতি বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি।

আন্তর্জাতিক ● ১৭ মার্চ ২০২৬

—আর্জেন্টিনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

বাংলাদেশ ● ১৮ মার্চ ২০২৬

—জাতীয় সংসদের বিরোধীদলের নেতা হিসেবে মো. শফিকুর রহমান এবং বিরোধীদলের উপনেতা হিসেবে সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক

—ইরানের সবচেয়ে বড় সাউথ পার্স গ্যাসক্ষেত্রে হামলা চালায় ইসরায়েল।

আন্তর্জাতিক ● ২০ মার্চ ২০২৬

—১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতির দাবিতে মার্কিন প্রতিনিধি সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন পরিষদের সদস্য গ্রেগ ল্যান্ডসম্যান।

আন্তর্জাতিক ● ২১ মার্চ ২০২৬

—কলম্বিয়ার বোগোটায় লাতিন আমেরিকান ও ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রগোষ্ঠীর (CELAC) দশম শীর্ষ বৈঠক শুরু।

আন্তর্জাতিক ● ২২ মার্চ ২০২৬

—ইতালিতে বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য দু'দিনব্যাপী গণভোট শুরু।

আন্তর্জাতিক ● ২৩ মার্চ ২০২৬

—কলম্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ১২৫ আরোহী নিয়ে লকহিড মার্টিনের তৈরি হারকিউলিস সি-১৩০ মডেলের উড়োজাহাজ বিধ্বস্তে ৭০ জন নিহত হয়।

বাংলাদেশ ● ২৪ মার্চ ২০২৬

—প্রজ্ঞাপন জারি করে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (FPMC) গঠন।

বাংলাদেশ ● ২৫ মার্চ ২০২৬

—দুই জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পুনর্বণ্টন।

আন্তর্জাতিক

—চার্চ অব ইংল্যান্ডের ইতিহাসে প্রথম নারী আর্চবিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন সারা মুলালি।

—ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন রাজার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

বাংলাদেশ ● ২৬ মার্চ ২০২৬

—৫৬তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত।

আন্তর্জাতিক

—যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় নতুন কাগজের নোটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষর রাখার ঘোষণা দেয়।

—প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ফিলিপাইন ও ফ্রান্স চুক্তি স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশ ● ২৭ মার্চ ২০২৬

—বাংলাদেশ ভিয়েতনামের বাজারে আলু রপ্তানির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়।

আন্তর্জাতিক

—ইউক্রেন ও সৌদি আরব প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করে।

আন্তর্জাতিক ● ২৮ মার্চ ২০২৬

—জেন-জি আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি গ্রেপ্তার।

বাংলাদেশ ● ৩০ মার্চ ২০২৬

—দেশের ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সুরক্ষা ও সম্মাননা নিশ্চিত করতে 'স্পোর্টস কার্ড' ও ক্রীড়া ভাতা কর্মসূচির উদ্বোধন।

টপ নিউজ

২৬ ফেব্রু.	: বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন মো. মোস্তাকুর রহমান।
	: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন গজব লিল হক' নামের সামরিক অভিযান শুরু করে পাকিস্তান।
২৮ ফেব্রু.	: যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা করে।
১০ মার্চ	: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।
১২ মার্চ	: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু।
	: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম।
১৬ মার্চ	: দেশব্যাপী 'খাল খনন' কর্মসূচির উদ্বোধন।
২৬ মার্চ	: ক্যামেরুনের ইয়াউন্দে WTO'র ১৪তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন শুরু।
২৭ মার্চ	: নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বালেন্দ্র শাহ।

সুদানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক অব সুদান (প্রতিষ্ঠা ১৯৬০)

www.boimate.com

সাম্প্রতিক বিষয়ের MCQ

বাংলাদেশ

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর কে?
(ক) মো. মোস্তাকুর রহমান (খ) দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
(গ) মোস্তাফিজুর রহমান (ঘ) আনু মুহাম্মদ

২. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার কে?
(ক) ড. মঈন খান (খ) জয়নুল আবদিন
(গ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ (ঘ) কমান্ডার মোশাররফ হোসেন

৩. ১৬ মার্চ ২০২৬ দেশজুড়ে কোন কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়?
(ক) ফ্যামিলি কার্ড (খ) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
(গ) কৃষক কার্ড (ঘ) খাল খনন কর্মসূচি

৪. বর্তমানে মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য সংখ্যা কত?
(ক) ৪৭ জন (খ) ৪৮ জন
(গ) ৪৯ জন (ঘ) ৫০ জন

৫. বর্তমানে মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী কতজন?
(ক) ২২ জন (খ) ২৩ জন
(গ) ২৪ জন (ঘ) ২৫ জন

৬. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি এলএনজি আমদানি করে কোন দেশ থেকে?
(ক) রাশিয়া (খ) ভারত
(গ) যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) কাতার

৭. দেশের প্রথম ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী উচ্চফলনশীল আমন ধানের জাত কোনটি?
(ক) বিনা ধান-২৭ (খ) ব্রি ধান-২৭
(গ) বারি ধান-২৭ (ঘ) জিএইউ ধান-২৭

GDP'র চূড়ান্ত হিসাব ২০২৪-২৫

৮. মাথাপিছু GDP কত মা.ড.?
(ক) ২,৬৪৩ মা.ড. (খ) ২,৬৬২ মা.ড.
(গ) ২,৬২৫ মা.ড. (ঘ) ২,৭৬৯ মা.ড.

৯. মাথাপিছু আয় কত মা.ড.?
(ক) ২,৫৯১ মা.ড. (খ) ২,৭৯৩ মা.ড.
(গ) ২,৭৬৯ মা.ড. (ঘ) ২,৮২০ মা.ড.

১০. GDP প্রবৃদ্ধির হার কত?
(ক) ৩.৪৯% (খ) ৪.৯০%
(গ) ৫.০০% (ঘ) ৬.১০%

১১. কৃষি খাতের অবদানের হার কত?
(ক) ১০.৯৪% (খ) ১১.০৩%
(গ) ১২.৪৭% (ঘ) ১৩.৪৭%

১২. শিল্প খাতের অবদানের হার কত?
(ক) ৩২.৩০% (খ) ৩৪.৭৯%
(গ) ৩৫.৫৫% (ঘ) ৩৭.৩০%

১৩. সেবা খাতের অবদানের হার কত?
(ক) ৫১.০৪% (খ) ৫১.৬৭%
(গ) ৫২.৭৪% (ঘ) ৫৩.০৭%

১৪. কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার কত?
(ক) ২.৪২% (খ) ৩.২১%
(গ) ৪.৭৫% (ঘ) ৫.১৫%

১৫. শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার কত?
(ক) ৩.৬৬% (খ) ৩.৭১%
(গ) ৫.৮৬% (ঘ) ৬.৮৬%

১৬. সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার কত?
(ক) ৪.৫১% (খ) ৪.৩৫%
(গ) ৬.২৬% (ঘ) ৭.৮৬%

আন্তর্জাতিক

১৭. Démarche শব্দটির অর্থ কী?
(ক) বিচার বিভাগীয় রায় (খ) বাণিজ্যিক চুক্তি
(গ) সামরিক অভিযান (ঘ) আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক বার্তা

১৮. কৌশলগত ও সামরিক জোট Hexagon of Alliances গঠনের প্রস্তাবক কে?
(ক) নরেন্দ্র মোদি (খ) ভ্লাদিমির পুতিন
(গ) রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান (ঘ) বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

১৯. ইরানিদের কাছে 'নিষিদ্ধ দ্বীপ' নামে পরিচিত কোনটি?
(ক) তুম্ব দ্বীপ (খ) খারগ দ্বীপ
(গ) আবু মুসা দ্বীপ (ঘ) কিশ দ্বীপ

২০. ৫ মার্চ ২০২৬ নেপালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী দল কোনটি?
(ক) রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (খ) নেপালি কংগ্রেস
(গ) রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি (ঘ) শ্রম সংস্কৃতি পার্টি

২১. নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী কে ?
(ক) রামচন্দ্র পৌডেল (খ) গগন থাপা
(গ) বালেন্দ্র শাহ (ঘ) কেপি শর্মা ওলি

২২. আন্তর্জাতিক আইনি সাক্ষরতা বর্ষ কোন সাল?
(ক) ২০২৬ (খ) ২০২৭ (গ) ২০২৮ (ঘ) ২০২৯

ইরান যুদ্ধ

২৩. ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র ইরানে কী নামে সামরিক অভিযান শুরু করে?
(ক) Operation Desert Fox
(খ) Operation Eagle Claw
(গ) Operation Midnight Hammer
(ঘ) Operation Epic Fury

২৪. ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইসরায়েল ইরানে কী নামে সামরিক অভিযান শুরু করে?
(ক) Operation Yoram (খ) Operation Balak
(গ) Operation Roaring Lion
(ঘ) Operation Rising Lion

২৫. ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হন কবে?
(ক) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (খ) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
(গ) ১ মার্চ ২০২৬ (ঘ) ২ মার্চ ২০২৬

MCQ উত্তর

১. ক
২. গ
৩. ঘ
৪. গ
৫. খ
৬. ঘ
৭. ক
৮. গ
৯. গ
১০. ক
১১. খ
১২. ঘ
১৩. খ
১৪. ক
১৫. খ
১৬. খ
১৭. ঘ
১৮. ঘ
১৯. খ
২০. ক
২১. গ
২২. খ
২৩. ঘ
২৪. গ
২৫. খ

সুদানের মুদ্রা সুদানিজ পাউন্ড (SDG)

২৬. ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা কে?
(ক) হাসান রুহানি
(খ) মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ
(গ) ইউসুফ পেজেশকিয়ান
(ঘ) মোজতবা হোসেইনি খামেনি

সদস্য

২৭. আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের (ISA) বর্তমান সদস্য কতটি?
(ক) ১৬৯টি (খ) ১৭০টি (গ) ১৭১টি (ঘ) ১৭২টি

২৮. ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কোন দেশ ISA'র ১৭২ তম সদস্য লাভ করে?
(ক) কিরগিজস্তান (খ) কম্বোডিয়া
(গ) রুয়ান্ডা (ঘ) আর্মেনিয়া

২৯. আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার (IHO) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
(ক) ১০১টি (খ) ১০২টি (গ) ১০৩টি (ঘ) ১০৪টি

৩০. ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ কোন দেশ IHO'র ১০৪তম সদস্য পদ লাভ করে?
(ক) পানামা (খ) লিথুয়ানিয়া
(গ) আলবেনিয়া (ঘ) কিরিবাতি

সম্মেলন

৩১. ২৮তম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) ১-৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (খ) ১-৪ অক্টোবর ২০২৬
(গ) ১-৪ নভেম্বর ২০২৬ (ঘ) ১-৪ ডিসেম্বর ২০২৬

৩২. ২৮তম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) মাল্টা (খ) অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডা
(গ) সাইপ্রাস (ঘ) জাম্বিয়া

৩৩. ২১তম G20 শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (খ) ১৪-১৫ অক্টোবর ২০২৬
(গ) ১৪-১৫ নভেম্বর ২০২৬ (ঘ) ১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০২৬

৩৪. ২১তম G20 শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) মিয়ামি, যুক্তরাষ্ট্র (খ) ওসাকা, জাপান
(গ) হামবুর্গ, জার্মানি (ঘ) সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া

৩৫. ২৬তম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) ২৬-৩১ জুলাই ২০২৬ (খ) ২৬-৩১ আগস্ট ২০২৬
(গ) ২৬-৩১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (ঘ) ২৬-৩১ অক্টোবর ২০২৬

৩৬. ২৬তম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
(ক) লন্ডন, যুক্তরাজ্য (খ) বেইজিং, চীন
(গ) বন, জার্মানি (ঘ) রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল

রিপোর্ট সমীক্ষা

৩৭. ২০২৬ সালের বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) বুরকিনা ফাসো (খ) সিরিয়া
(গ) পাকিস্তান (ঘ) মালি

৩৮. ২০২৬ সালের বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
(ক) ৩২তম (খ) ৩৫তম (গ) ৪২তম (ঘ) ৪৮তম

৩৯. ২০২৬ সালের বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে শীর্ষ সুখী দেশ কোনটি?
(ক) ফিনল্যান্ড (খ) ডেনমার্ক
(গ) আইসল্যান্ড (ঘ) সুইডেন

৪০. ২০২৬ সালের বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
(ক) সিয়েরা লিয়ন (খ) লেসোথো
(গ) লেবানন (ঘ) আফগানিস্তান

৪১. ২০২৬ সালের বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
(ক) ১০১তম (খ) ১২৭তম
(গ) ১২৯তম (ঘ) ১৩৮তম

৪২. বৈশ্বিক অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) ফ্রান্স (গ) রাশিয়া (ঘ) জার্মানী

৪৩. বৈশ্বিক অস্ত্র ক্রয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
(ক) ইউক্রেন (খ) ভারত
(গ) সৌদি আরব (ঘ) কাতার

৪৪. বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ধনী কে?
(ক) ইলন মাস্ক (খ) সের্জেই ব্রিন
(গ) ল্যারি পেইজ (ঘ) জেফ বেজোস

পুরস্কার

৪৫. প্রথম ও একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে কে দুইবার স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন?
(ক) ডা. মো. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (খ) কবি জসীম উদ্‌দীন
(গ) এম এ জি ওসমানী (ঘ) ড. মুহাম্মদ ইউনূস

৪৬. একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কত বছর পর পুনরায় স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া যাবে?
(ক) ১০ (খ) ১৫ (গ) ২০ (ঘ) ২৫

৪৭. নিচের কোন ব্যক্তি ২০২৬ সালের স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন?
(ক) তাজউদ্দীন আহমদ (খ) ড. মুহাম্মদ ইউনূস
(গ) বেগম খালেদা জিয়া (ঘ) জিয়াউর রহমান

৪৮. ২০২৬ সালের অস্কারে সেরা চলচ্চিত্র কোনটি?
(ক) One Battle After Another
(খ) A Complete Unknown
(গ) The Britalist (ঘ) Anora

ক্রীড়াঙ্গন

৪৯. ২০২৬ সালের নবম টি-২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
(ক) অস্ট্রেলিয়া (খ) ইংল্যান্ড
(গ) নিউজিল্যান্ড (ঘ) ভারত

৫০. ২০২৬ সালের নবম টি-২০ বিশ্বকাপে টুর্নামেন্ট সেরা হন কে?
(ক) সঞ্জু স্যামসন (খ) জাসপ্রিত বুমরাহ
(গ) আদিল রশিদ (ঘ) সাহেবজাদা ফারহান

MCQ উত্তর

২৬. ঘ
২৭. ঘ
২৮. খ
২৯. ঘ
৩০. ক
৩১. গ
৩২. খ
৩৩. ঘ
৩৪. ক
৩৫. ক
৩৬. ঘ
৩৭. গ
৩৮. গ
৩৯. ক
৪০. ঘ
৪১. খ
৪২. ক
৪৩. ক
৪৪. ক
৪৫. ক
৪৬. ঘ
৪৭. গ
৪৮. ক
৪৯. ঘ
৫০. ক

সুদানের প্রধান ভাষা আরবি

www.boimate.com

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : When was the first session of the 13th National Parliament held?
Ans : 12 March 2026.
Ques : Who was appointed Chief Whip of the 13th National Parliament?
Ans : Md. Nurul Islam. (Barguna-2)
Ques : Who became the Speaker and Deputy Speaker of the 13th National Parliament of Bangladesh?
Ans : Hafiz Uddin Ahmed (Speaker) and Kaiser Kamal (Deputy Speaker).
Ques : When did Prime Minister Tarique Rahman inaugurate the Family Card Programme?
Ans : 10 March 2026.
Ques : Which Bangladeshi brand owns the world's largest craft store recognized by Guinness World Records?
Ans : Aarong (Dhanmondi, Dhaka).
Ques : Who received the 'Best Indomitable Woman' honour in 2026 for contributions to women's education and democracy?
Ans : Khaleda Zia.
Ques : What is Bangladesh's position in handicrafts exports worldwide?
Ans : 11th.
Ques : When will fuel loading for Unit-1 of the Rooppur Nuclear Power Plant begin?
Ans : 7 April 2026.
Ques : Who has been appointed as the new chairman of the University Grants Commission (UGC)?
Ans : Professor Mamun Ahmed.
Ques : Who is the new Minister of the Ministry of Liberation War Affairs?
Ans : Ahmed Azam Khan.
Ques : What is the name of the pipeline that comes to Bangladesh from Siliguri, India?
Ans : India–Bangladesh Friendship Pipeline (approximately 130 km long).
Ques : What is the name of the current Governor of the Bangladesh Bank?
Ans : Md. Mostakur Rahman (14th).
Ques : Who has been appointed as the country's 18th Attorney General?
Ans : Md. Ruhul Quddus Kazal.

International

Ques : On which date was Iran's leader Khamenei killed in a massive US–Israeli attack?
Ans : 28 February 2026.
Ques : On 8 March 2026, what is the name of the new Supreme Leader announced by Iran?
Ans : Mojtaba Khamenei.
Ques : On 27 March 2026, which ex-rapper became the Prime Minister of Nepal after his party's landslide election victory?
Ans : Balendra Shah (Rastriya Swatantra Party).
Ques : On 26 February 2026, what is the name of the recent military operation conducted by Pakistan against Afghanistan?
Ans : Operation Ghazab-lil-Haq.
Ques : What is the main state news agency of Iran?
Ans : Islamic Republic News Agency (IRNA).
Ques : In which country was the international naval exercise MILAN 2026 held?
Ans : India.

Reports

Ques : What is Bangladesh's position in the 2026 Global Firepower military strength ranking?
Ans : 37th (Top: United States).
Ques : According to SIPRI, which country is the top arms exporter in the world?
Ans : United States.
Ques : According to SIPRI, which country is currently the largest arms importer in the world?
Ans : Ukraine.
Ques : According to the IQ AIR report, which country is ranked at the top?
Ans : Pakistan; Bangladesh is in second place.
Ques : According to the World Happiness Report 2026, which country is ranked at the top?
Ans : Finland; Afghanistan is the lowest-ranked country.

Sports

Ques : Which country became the champion of the ICC Men's T20 World Cup 2026?
Ans : India. (Runners-up: New Zealand)
Ques : Who was named Player of the Tournament in the T20 World Cup 2026?
Ans : Sanju Samson.
Ques : Who scored the fastest century in ICC Men's T20 World Cup history?
Ans : Finn Allen — 100* off 33 balls.
Ques : Which team won the ACC Women's Asia Cup 2026 title?
Ans : India A. (Runners-up : Bangladesh A)
Ques : Which Bangladeshi batter was named ICC Women's player of the month for January in the ICC T20 Qualifier?
Ans : Sobhana Mostary.
Ques : Who becomes the first player to reach the milestone of 700 wickets in the T20 World Cup?
Ans : Rashid Khan

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন : দেশের ১৮তম অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম কী?
উত্তর : ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস (কাজল)।
প্রশ্ন : ১৬ মার্চ ২০২৬ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দিনাজপুরের কোন গ্রাম থেকে খাল খনন ও পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন?
উত্তর : কাহারোল উপজেলার বলরামপুরের সাহাপাড়া গ্রাম থেকে।
প্রশ্ন : ১০ মার্চ ২০২৬ উদ্বোধন করা সর্বপ্রথম ফ্যামিলি কার্ড পাওয়া নারীর নাম কী?
উত্তর : পারভিন বেগম।
প্রশ্ন : জঙ্গল সলিমপুর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : চট্টগ্রাম।
প্রশ্ন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশের প্রার্থী হন কে?
উত্তর : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান।
প্রশ্ন : 'ক্রীড়া হলে পেশা পরিবার পাবে ভরসা' স্লোগানে সরকার দেশের ক্রীড়াবিদদের জন্যে ক্রীড়া কার্ড কবে উদ্বোধন করে?
উত্তর : ৩০ মার্চ ২০২৬।
প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)-এর নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান কে?
উত্তর : অধ্যাপক মামুন আহমেদ।

জাতীয় সংসদ

প্রশ্ন : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কে?
উত্তর : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
প্রশ্ন : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কে?
উত্তর : মো. শফিকুর রহমান।
প্রশ্ন : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নিযুক্ত হন কে?
উত্তর : মো. নূরুল ইসলাম (বরগুনা-২)।
প্রশ্ন : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন কে?
উত্তর : ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন : ২৭ মার্চ ২০২৬ নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কে?
উত্তর : বালেন্দ্র শাহ।
প্রশ্ন : সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন কে?
উত্তর : বালেন্দ্র শাহ।
প্রশ্ন : নেপালের নতুন অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন কোন অর্থনীতিবিদ?
উত্তর : ড. স্বর্নিম ওয়াগলে।
প্রশ্ন : উভচর যুদ্ধজাহাজ 'ইউএসএস ত্রিপোলি' কোন দেশের?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : ৮ মার্চ ২০২৬ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয় কাকে?
উত্তর : মোজতবা খামেনিকে।
প্রশ্ন : ইরানে চলমান মার্কিন অভিযান Operation Epic Fury শুরু হয় কবে?
উত্তর : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের সাম্প্রতিক অভিযান কী নামে পরিচিত?
উত্তর : অপারেশন ট্রু প্রমিস ৪।
প্রশ্ন : বহুজাতিক নৌমহড়া MILAN 2026 কোন দেশ আয়োজন করে?
উত্তর : ভারত।
প্রশ্ন : শ্রীলংকার উপকূলে মার্কিন সাবমেরিন হামলার শিকার ইরানের জাহাজ—
উত্তর : IRIS Dena।
প্রশ্ন : ইসরায়েলের সঙ্গে 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস' (Abraham Accords)-এ স্বাক্ষরকারী সর্বশেষ দেশ—
উত্তর : কাজাখস্তান।
প্রশ্ন : সম্প্রতি ন্যাটো (NATO) জোটভুক্ত কোন দুটি দেশ গ্রিনল্যান্ডে দূতাবাস উদ্বোধন করেছে?
উত্তর : ফ্রান্স ও কানাডা।
প্রশ্ন : ২ মার্চ ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হিসেবে প্রথমবারের মতো নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করেন কে?
উত্তর : মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প।
প্রশ্ন : জিপিএসের বিকল্প হিসেবে চীনের নিজস্ব স্যাটেলাইট নেভিগেশন ব্যবস্থার নাম কী?
উত্তর : বেইডো।
প্রশ্ন : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য 'কেরালা'র নাম পরিবর্তন করে কী নাম রাখা হয়?
উত্তর : কেরালাম।
প্রশ্ন : ৪ মার্চ ২০২৬ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে নতুন কোন দল গঠন করেন?
উত্তর : আম-জনতা উন্নয়ন পার্টি।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের বিকল্প হিসেবে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক মহাকাশ স্টেশন তৈরি করছে কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর : মার্কিন প্রতিষ্ঠান ভাস্ট।
প্রশ্ন : সম্প্রতি আলোচিত বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র সাউথ পার্স/নর্থ ডোম কোন দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত?
উত্তর : ইরান ও কাতার।
প্রশ্ন : পারস্য উপসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
উত্তর : কেশম দ্বীপ।

রিপোর্ট

প্রশ্ন : সুইজারল্যান্ডভিত্তিক IQ Air-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী শীর্ষ দেশ—
উত্তর : পাকিস্তান; দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ।
প্রশ্ন : IQ Air-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী শীর্ষ দূষিত রাজধানী কোনটি?
উত্তর : নয়াদিল্লি; দ্বিতীয় ঢাকা।
প্রশ্ন : নোম্যাড পাসপোর্ট সূচক ২০২৬ অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট কোন দেশের?
উত্তর : মাল্টার।
প্রশ্ন : নোম্যাড পাসপোর্ট সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান—
উত্তর : ১৮৪তম।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৮ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড।
প্রশ্ন : টি-২০ বিশ্বকাপের দশম আসরে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড গড়েন কে?
উত্তর : ফিন অ্যালেন (নিউজিল্যান্ড)।

www.boimate.com

দশদিগন্ত

নব-নিযুক্ত

বাংলাদেশ

সচিব *নিয়োগ ১ মার্চ ২০২৬*
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় : মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ।

নিয়োগ ৩ মার্চ ২০২৬
- কৃষি মন্ত্রণালয় : রফিকুল ই মোহামেদ।
- স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ : মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ : মো. শহীদুল হাসান।
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ : আবদুল খালেক।

নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২৬
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় : মো. গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া।
- মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়: ইয়াসমিন পারভীন।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় : মোঃ মোখতার আহমেদ।
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় : মোহাঃ রায়হান কাওছার।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ : কাজী আনোয়ার হোসেন।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় : ফাহমিদা আখতার।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় : দেলোয়ার হোসেন।
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ : এস এম এবাদুর রহমান।

নিয়োগ ২৯ মার্চ ২০২৬
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় : মো. আশরাফুল ইসলাম।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় : কানিজ মওলা।

উপাচার্য *নিয়োগ ৯ মার্চ ২০২৬*
- বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক এফ এম সিদ্দিকী।

নিয়োগ ১৬ মার্চ ২০২৬
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) : অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) : অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন।
- ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় : ড. মোহাম্মদ আবু জাফর খান।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মো. ফরিদুল ইসলাম।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল ফোরকান।
- বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান।
- খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) : অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাছুদ।
- ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি : অধ্যাপক নূরুল ইসলাম।

মহাপরিচালক
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS) : অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস; নিয়োগ ১০ মার্চ ২০২৬।
- জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট : মো. ইসমাইল হোসেন; নিয়োগ ১৫ মার্চ ২০২৬।
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (NPO) : মো. নায়েব আলী; নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২৬।

পুলিশের ইউনিট প্রধান *নিয়োগ ১৬ মার্চ ২০২৬*
- মহাপরিচালক, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB) : মো. আহসান হাবীব পলাশ।
- প্রধান, বিশেষ শাখা SB : সরদার নুরুল আমিন।
- প্রধান, অপরাধ তদন্ত বিভাগ CID : মোসলেহ উদ্দিন আহমদ।

সিটি কর্পোরেশন প্রশাসক *নিয়োগ ১৪ মার্চ ২০২৬*
- বরিশাল : বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন।
- রাজশাহী : মাহফুজুর রহমান।
- ময়মনসিংহ : রুকুনোজ্জামান রোকন।
- রংপুর : মাহফুজ উন নবী চৌধুরী।
- কুমিল্লা : মো. ইউসুফ মোল্লা।

বিবিধ
- অ্যাটর্নি জেনারেল : রুহুল কুদ্দুস কাজল; ২৫ মার্চ ২০২৬ তিনি বাংলাদেশের ১৮তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা : আমিনুল ইসলাম; নিয়োগ ১০ মার্চ ২০২৬।
- চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) : অধ্যাপক মামুন আহমেদ; নিয়োগ ১৬ মার্চ ২০২৬।
- পরিচালক, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার : মোহাম্মদ শফিউর রহমান; নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২৬।
- সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (সচিব মর্যাদা) : ড. মো. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া, নাসরীন জাহান ও জাকারিয়া; নিয়োগ ২৫ মার্চ ২০২৬।

আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট
- চিলি : হোসে আন্তোনিও কাস্ট; দায়িত্ব গ্রহণ ১১ মার্চ ২০২৬।
- কোস্টারিকা : লরা ফার্নান্দেজ; দায়িত্ব গ্রহণ ৮ মে ২০২৬। তিনি দেশটির দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট।

প্রধানমন্ত্রী
- মাদাগাস্কার : মামিতিয়ানা রাজাওনারিসন; দায়িত্ব গ্রহণ ১৫ মার্চ ২০২৬।
- পেরু : লুইস অ্যারোয়ো সানচেজ; দায়িত্ব গ্রহণ ১৭ মার্চ ২০২৬।

বিবিধ
- চেয়ারপার্সন, সার্ক : বালেন্দ্র শাহ (নেপাল); দায়িত্ব গ্রহণ ২৭ মার্চ ২০২৬।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মো. মোস্তাকুর রহমান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) থেকে Cost Management বিষয়ে Fellow Certified Management Accountant (FCMA) ডিগ্রি লাভ করেন।

অনন্তলোকে

- **সুতোমু শিবায়ামা (৯ মার্চ ১৯৪১-৬ মার্চ ২০২৬) :** বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় কার্টুন 'ডোরেমন'-এর পরিচালক। তিনি ১৯৮৪-২০০৫ সাল পর্যন্ত টানা দুই দশকেরও বেশি সময় 'ডোরেমন' টিভি সিরিজের প্রধান পরিচালক হিসেবে কাজ করেন।
- **শামস সুমন (২ মার্চ ১৯৬৭-১৭ মার্চ ২০২৬) :** চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও মঞ্চ অভিনেতা। তিনি রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। ২০০৮ সালে 'স্বপ্নপূরণ' চলচ্চিত্রে পার্শ্বচরিত্রে অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন।
- **মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯-২১ মার্চ ২০২৬) :** উয়ারী-বটেশ্বরখ্যাত প্রত্নসম্পদ ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক এবং লেখক-গবেষক। তিনি নরসিংদীর বেলাব উপজেলার বটেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা হানিফ পাঠান ছিলেন একজন লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ও গবেষক। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রবাদ সংগ্রহকারী হানিফ পাঠানই প্রথম প্রত্নস্থান উয়ারী-বটেশ্বরকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। ২০১৩ সালে সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান লিখিত উয়ারী-বটেশ্বর: শেকড়ের সন্ধানে নামক গবেষণাগ্রন্থটি প্রথম আলো বর্ষসেরা বইয়ের পুরস্কার লাভ করে। ২০২০ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান।
- **দিলারা হাফিজ (২ জানুয়ারি ১৯৪৯-২৮ মার্চ ২০২৬) :** মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সাবেক মহাপরিচালক ও ইডেন মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ। সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। দিলারা হাফিজের স্বামী জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ।
- **শামীমা সাত্তার মিমু (১ নভেম্বর, ১৯৫৯-১৩ মার্চ ২০২৬) :** সাবেক অ্যাথলেট ও সংগঠক। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোচ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার খালাতো বোন। মিমু সব মিলিয়ে জাতীয় পর্যায়ে ২৭টি সোনা জিতেন। তিনি ২০০০ সালে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার লাভ করেন।
- **লিওনেল জোস্পাঁ (১২ জুলাই ১৯৩৭-২২ মার্চ ২০২৬) :** ফ্রান্সের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। সমাজতান্ত্রিক নেতা জোস্পাঁ ২ জুন ১৯৯৭-৬ মে ২০০২ পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- **কবি মাহামুদুল হাসান নিজামী (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-৪ মার্চ ২০২৬) :** কবি, সাংবাদিক, গীতিকার ও সুরকার। তিনি চট্টগ্রামের সন্দীপ উপজেলার কালাপানিয়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বসাহিত্যের ধ্রুপদী কবি শেখ সাদী, ফরিদ উদ্দিন আত্তার ও ইমরুল কায়েসের কবিতার প্রথম বাংলা কাব্যানুবাদ করেন তিনি। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৪০টি।
- **মাহবুবা রহমান (৩ মার্চ ১৯৩৫-২৬ মার্চ ২০২৬) :** বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর গায়িকা। তার জন্ম চট্টগ্রামে। তিনি মূলত পল্লিগীতি ও আধুনিক গানের শিল্পী। ১৯৪৭ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম তার গান প্রচার হয়। মমতাজ আলী খানের সঙ্গে তার গাওয়া গান 'যাইয়ো না যাইয়ো না বন্ধুরে' এবং 'ও বৈদেশী নাগর' গান এক সময় ছিল মানুষের মুখে মুখে। তার গাওয়া উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে খান আতাউর রহমানের সুরে জহির রায়হানের 'কখনো আসেনি' ছবির 'নিরালা রাতের প্রথম প্রহরে', 'তোমাকে ভালোবেসে অবশেষে কী পেলাম'। সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে একুশে পদক পান।

- **আমেনা আহমেদ (১৯৩৬-২৮ মার্চ ২০২৬) :** ভাষাসৈনিক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। তিনি কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার এলাহাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার স্বামী অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ২০০৯ ও ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

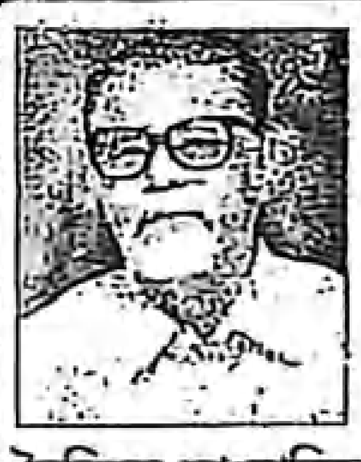

অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান
(১৯৪১-৮ মার্চ ২০২৬)

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষকতা পেশায় আসার আগে প্রায় এক দশক তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সাংবাদিকতা করেন। তিনি ২০০৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে অবসরে যান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে কাজ করেন। দেশি-বিদেশি জার্নালে তার ৩০টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার গবেষণার প্রিয় বিষয় ছিল 'সাংবাদিকতা ও রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া'।

জাহানারা আরজু
(১৭ নভেম্বর ১৯৩২-২ মার্চ ২০২৬)

কবি এবং সাহিত্য সম্পাদক। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মহিলা সাপ্তাহিক সুলতানা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক। তিনি মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তার স্বামী এ কে এম নূরুল ইসলাম সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। জাহানারা আরজুর প্রথম কবিতা ১৯৪৫ সালে অভিভক্ত বাংলায় আজাদ পত্রিকায় মুকুলের মাহফিলে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৮৭ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

www.boimate.com

দিবস-প্রতিপাদ্য : মার্চ

জাতীয়

১ : জাতীয় বীমা দিবস।
২ : জাতীয় ভোটার দিবস। প্রতিপাদ্য— ভোটারদের শক্তি গণতন্ত্রের মুক্তি।
: জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস।
৫ : ইউরোলজি দিবস। প্রতিপাদ্য— আধুনিক ইউরোলজি সেবা: সবার জন্য প্রাপ্যতা।
৬ : জাতীয় পাট দিবস। প্রতিপাদ্য— পাট শিল্প গড়ে তুলুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুন।
১০ : জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। প্রতিপাদ্য— দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়ব, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়ব।
২৫ : গণহত্যা দিবস।
২৬ : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।

আন্তর্জাতিক

১ : বৈষম্যহীন দিবস।
: বিশ্ব সমুদ্র ঘাস দিবস।
৩ : বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস। প্রতিপাদ্য— ঔষধি ও সুগন্ধি উদ্ভিদ স্বাস্থ্য, ঐতিহ্য ও জীবিকার সংরক্ষণ।
: বিশ্ব শ্রবণ দিবস। প্রতিপাদ্য— কমিউনিটি থেকে শ্রেণিকক্ষ : সকল শিশুর জন্য শ্রবণের যত্ন।
: বিশ্ব জন্মগত ত্রুটি দিবস।
৪ : বিশ্ব যৌন নিপীড়ন বিরোধী দিবস।
৫ : আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র বিস্তার রোধ সচেতনতা দিবস।
৮ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রতিপাদ্য— অধিকার ন্যায়বিচার উদ্যোগ সব নারীর জন্য হোক।
৯ : কমনওয়েলথ দিবস (মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার)।
১০ : আন্তর্জাতিক নারী বিচারক দিবস।
১২ : বিশ্ব গ্লুকোমা দিবস।
: বিশ্ব কিডনি দিবস (মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার)। প্রতিপাদ্য— সুস্থ কিডনি সকলের তরে, মানুষের যত্নে বাঁচাও ধরণীরে।
১৪ : আন্তর্জাতিক নদী রক্ষা (কৃত্য) দিবস।
: আন্তর্জাতিক গণিত দিবস।
১৫ : ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক দিবস।
: বিশ্ব পঙ্গু দিবস।
: বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস। প্রতিপাদ্য— নিরাপদ পণ্য নিশ্চিত করি, ভোক্তার আস্থা গড়ে তুলি।
২০ : আন্তর্জাতিক সুখ দিবস।
: বিশ্ব শিশু-কিশোর ও যুব নাট্য দিবস।
: বিশ্ব নিদ্রা দিবস (মার্চ মাসের তৃতীয় শুক্রবার)।
: ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে।
: ফরাসি ভাষা দিবস।
২১ : বিশ্ব হিমবাহ দিবস।
: বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস।
: বিশ্ব বন দিবস। প্রতিপাদ্য— বন ও অর্থনীতি।
: বিশ্ব কবিতা দিবস।
: আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য বিলোপ দিবস।
: আন্তর্জাতিক নওরোজ দিবস।
: ওয়ার্ল্ড হোম ইকোনমিক্স ডে।
: বিশ্ব পুতুল নাট্য দিবস।
২২ : বিশ্ব পানি দিবস। প্রতিপাদ্য— পানি ও লিঙ্গ সমতা।
২৩ : বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। প্রতিপাদ্য— আজ পর্যবেক্ষণ করুন, আগামীকাল রক্ষা করুন।
২৪ : বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। প্রতিপাদ্য— হ্যাঁ! আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করতে পারি!
: মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং ভুক্তভোগীদের মর্যাদা সম্পর্কে সত্য জানার অধিকারের আন্তর্জাতিক দিবস।
২৫ : দাসত্ব এবং ট্রান্স-আটলান্টিক দাস বাণিজ্যের শিকারদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস।
: আটক ও নিখোঁজ কর্মীদের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস।
২৭ : বিশ্ব নাট্য দিবস। প্রতিপাদ্য— সহিংস বিশ্বের বিপরীতে মানবিক থিয়েটার।
২৮ : Earth Hour (মার্চ মাসের শেষ শনিবার)।
৩০ : বিশ্ব চিকিৎসক দিবস।
: আন্তর্জাতিক শূন্য বর্জ্য দিবস।

সপ্তাহ

৮-১৪ : বিশ্ব গ্লুকোমা সচেতনতা সপ্তাহ।

সম্মেলন-বৈঠক

- **বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়া (BFA)**
  সময়কাল : ২৪-২৭ মার্চ ২০২৬ ‖ স্থান : বোয়াও, চীন।
- **World Police Summit**
  আয়োজন : ৫ম ‖ সময়কাল : ২৩-২৫ জুন ২০২৬ ‖ স্থান : দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- **IPU অ্যাসেম্বলি**
  IPU-Inter-Parliamentary Union
  আয়োজন : ১৫২তম ‖ সময়কাল : ১৫-১৯ এপ্রিল ২০২৬ ‖ স্থান : ইস্তানবুল, তুরস্ক।
- **Fostering the Future Together Global Coalition**
  সময়কাল : ২৪ মার্চ ২০২৬ ‖ স্থান : ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র ‖ আয়োজক : যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প।
  - এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমানসহ ৪৫টি দেশের ফার্স্ট লেডি ও রাষ্ট্রনেতাদের স্ত্রীরা অংশ নেন।

WTO মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

২৬-২৯ মার্চ ২০২৬ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) ১৪তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন ক্যামেরুনের ইয়াউন্দেতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে WTO'র ১৬৬টি সদস্য দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও আলোচকরা অংশ নেন। এবারের সম্মেলনে আলোচনায় প্রাধান্য পায়— বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কার, বিনিয়োগ সহায়তা চুক্তিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য পাবলিক স্টকহোল্ডিংয়ের স্থায়ী সমাধান, অতিরিক্ত মাছ ধরার জন্য ভর্তুকি সীমিত করার চুক্তি এবং ই-কমার্স মোরাটোরিয়ামের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। এবারের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ক্যামেরুনের বাণিজ্যমন্ত্রী লুক-ম্যাগলোয়ার এমবার্গা আটাঙ্গানা।

14th WTO Ministerial Conference
Yaoundé - Cameroon
2026

রিপোর্ট-সমীক্ষা

বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচক

প্রকাশকাল : ১৯ মার্চ ২০২৬ ‖ প্রকাশক : অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক Institute for Economics & Peace (IEP) ‖ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৬৩টি।

- সূচক অনুযায়ী— শীর্ষ দেশ : পাকিস্তান ‖ বাংলাদেশের অবস্থান : ৪২তম।

বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন

প্রকাশকাল : ২৪ মার্চ ২০২৬ ‖ প্রকাশক : সুইজারল্যান্ড-ভিত্তিক সংস্থা IQ Air ‖ প্রতিবেদনের শিরোনাম : 2025 IQAir World Air Quality Report ‖ অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল : ১৪৩ এবং শহর ১২৪।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বায়ু দূষণে শীর্ষ দেশ : পাকিস্তান ‖ বাংলাদেশের অবস্থান : দ্বিতীয়।
- শীর্ষ দূষিত রাজধানী : নয়াদিল্লি, ভারত ‖ ঢাকার অবস্থান : দ্বিতীয়।

গত ৫ বছরে শীর্ষ দেশ ও বাংলাদেশের অবস্থান

সাল	শীর্ষ দেশ	বাংলাদেশ	শীর্ষ দূষিত রাজধানী	ঢাকা
২০২৫	পাকিস্তান	দ্বিতীয়	নয়াদিল্লি, ভারত	দ্বিতীয়
২০২৪	শাদ	দ্বিতীয়	নয়াদিল্লি, ভারত	তৃতীয়
২০২৩	বাংলাদেশ	প্রথম	নয়াদিল্লি, ভারত	দ্বিতীয়
২০২২	শাদ	পঞ্চম	এনজামেনা, শাদ	পঞ্চম
২০২১	বাংলাদেশ	প্রথম	নয়াদিল্লি, ভারত	দ্বিতীয়

বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন

প্রকাশকাল : ১৯ মার্চ ২০২৬ ‖ প্রকাশক : United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ‖ অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৪৭টি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- শীর্ষ দেশ : ফিনল্যান্ড ◆ সর্বনিম্ন দেশ : আফগানিস্তান
- সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান : ৯৯. নেপাল, ১০৪. পাকিস্তান, ১১৬. ভারত, ১২৭. বাংলাদেশ, ১৩৪. শ্রীলংকা ও ১৪৭. আফগানিস্তান।
  - ভুটান ও মালদ্বীপকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি

নোম্যাড পাসপোর্ট সূচক

প্রকাশকাল : ২০২৬ ‖ প্রকাশক : কর ও অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থা Nomad Capitalist ‖ অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল : ১৯৯টি।

সূচক অনুযায়ী—

- বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট মাল্টার।
- বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বল পাসপোর্ট আফগানিস্তানের।
- বাংলাদেশের অবস্থান : ১৮৪তম।

বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি

প্রকাশকাল : ৯ মার্চ ২০২৬ ‖ প্রকাশক : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), সুইডেন ‖ অন্তর্ভুক্ত দেশ : রপ্তানিতে ২৫টি এবং আমদানিতে ৪০টি ‖ প্রতিবেদনের শিরোনাম : Trends in International Arms Transfers, 2026। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

২০২১-২৫ সালে অস্ত্র রপ্তানি ও আমদানিতে শীর্ষ ১০ দেশ—

ক্রম	রপ্তানি		আমদানি	
	দেশ	বৈশ্বিক হিস্যা (%)	দেশ	বৈশ্বিক হিস্যা (%)
১	যুক্তরাষ্ট্র	৪২	ইউক্রেন	৯.৭
২	ফ্রান্স	৯.৮	ভারত	৮.২
৩	রাশিয়া	৬.৮	সৌদি আরব	৬.৮
৪	জার্মানি	৫.৭	কাতার	৬.৪
৫	চীন	৫.৬	পাকিস্তান	৪.২
৬	ইতালি	৫.১	জাপান	৩.৯
৭	ইসরায়েল	৪.৪	পোল্যান্ড	৩.৬
৮	যুক্তরাজ্য	৩.৪	যুক্তরাষ্ট্র	২.৯
৯	দক্ষিণ কোরিয়া	৩.০	কুয়েত	২.৮
১০	স্পেন	২.৩	অস্ট্রেলিয়া	২.৮

বিশ্বে শীর্ষ ধনী

প্রকাশকাল : মার্চ ২০২৬ ‖ প্রকাশক : যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিন ‖ প্রতিবেদনের শিরোনাম : Forbes World's Billionaires List 2026।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- বিশ্বের ৩,৪২৮ জন বিলিয়নিয়ার তথা শতকোটিপতি রয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৮১ জন নারী।
- বিশ্বে সর্বোচ্চ ৯৮৯ জন শতকোটিপতির বসবাস যুক্তরাষ্ট্রে। এছাড়া হংকংসহ চীনে বিলিয়নিয়ার ৬১০ জন ও ভারতে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২২৯ জন।

শীর্ষ ৫ ধনী [সম্পদ বি.মা.ড.]

নাম	পরিচিতি	সম্পদ
ইলন মাস্ক	SpaceX'র প্রতিষ্ঠাতা ও টেসলার প্রধান নির্বাহী	৮৩৯
ল্যারি পেজ	গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা	২৫৭
সের্গেই ব্রিন	গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা	২৩৭
জেফ বেজোস	ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান	২২৪
মার্ক জাকারবার্গ	সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা	২২২

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে হিস্যা (%)

দেশ	২০২৩	২০২৪	২০২৫
ভিয়েতনাম	১৮.২১	১৮.৯০	২১.৫০
চীন	২০.৯৬	২০.৮৩	১৩.৬৬
বাংলাদেশ	৯.৩৭	৯.২৬	১০.৫৩
ভারত	৫.৭৪	৫.৯২	৬.৩৫
কম্বোডিয়া	৪.২৭	৪.৮০	৬.২

[তথ্যসূত্র : অটেক্সা]

www.boimate.com

পদক-পুরস্কার ও বিনোদন

সাবিন অ্যাওয়ার্ডস

২০২৬ সালের সাবিন অ্যাওয়ার্ডসে ভূষিত হন বাংলাদেশের সেঁজুতি সাহাসহ তিন বিজ্ঞানী। এর মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারির গতিপথ বদলে দেওয়া ও বিশ্বজুড়ে নতুন ধরনের ওষুধের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য 'অ্যালবার্ট বি. সাবিন গোল্ড

মেডেল' পাচ্ছেন অধ্যাপক উগুর শাহিন ও অধ্যাপক ওজলেম ত্যুরেজি। বাংলাদেশের সেঁজুতি সাহা পাচ্ছেন '২০২৬ রাইজিং স্টার অ্যাওয়ার্ড'। তিনি জিনতত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টাইফয়েড টিকা কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা করেন। ১২ মে ২০২৬ ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস ভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই তিন বিজ্ঞানীর কাছে পদক তুলে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, অ্যালবার্ট বি. সাবিন গোল্ড মেডেল ১৯৯৩ সাল থেকে এবং রাইজিং স্টার অ্যাওয়ার্ড ২০২০ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে।

অদম্য নারী সম্মাননা

৮ মার্চ ২০০২৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ মোট ৬ জনকে 'অদম্য নারী পুরস্কার' সম্মাননা দেওয়া হয়। নারী শিক্ষা এবং গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় শ্রেষ্ঠ 'অদম্য নারী' হিসেবে খালেদা জিয়াকে এই মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়। বাকি পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন—

- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী : নুরুন নাহার আক্তার।
- শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী : মোছা. ববিতা খাতুন।
- সফল জননী নারী : নুরবানু কবীর।
- নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলে জীবন সংগ্রামে জয়ী নারী : মোছা. শয়লা বেগম।
- সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখা নারী : মোছা. আফরোজা ইয়াসমিন।

অ্যাবেল পুরস্কার

১৮৯৯ সালে হেনরিক অ্যাবেলের শততম জন্মদিন উপলক্ষে গণিতবিদ সোফাস লাই অ্যাবেল পুরস্কারের প্রস্তাব করেন। তবে প্রথম অ্যাবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ২০০৩ সালে, হেনরিক আবেলের ২০০তম জন্মদিনে। গণিতে বিশেষ অবদানের জন্য এক বা একাধিক গণিতবিদকে এ পুরস্কার প্রদান করা

হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৭.৫ মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনার। সংখ্যাসূচক জ্যামিতি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জার্মান গণিতবিদ গের্ড ফাল্টিংসকে ২০২৬ সালে গণিতে অ্যাবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি এর আগে ১৯৮৬ সালে ফিল্ডস মেডেল এবং ২০১৪ সালে কিং ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান।

৯৮তম অস্কার

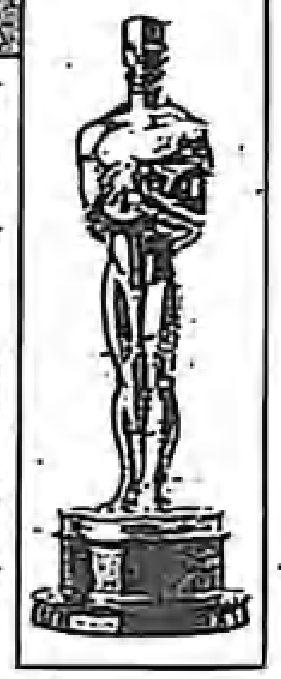

১৫ মার্চ ২০২৬ লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে বসে একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯৮তম আসর। এবারের অস্কারে সর্বোচ্চ ছয়টি পুরস্কার লাভ করে পল টমাস অ্যান্ডারসনের ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার।

একনজরে বিজয়ী—

- চলচ্চিত্র : ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
- পরিচালক : পল থমাস অ্যান্ডারসন [ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার]
- অভিনেতা : মাইকেল বি জর্ডান [সিনার্স]
- অভিনেত্রী : জেসি বাকলি [হ্যামনেট]
- সহ-অভিনেতা : শন পেন [ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার]
- সহ-অভিনেত্রী : অ্যামি ম্যাডিগন [উইপন্স]
- অ্যানিমেটেড ছবি : কেপপ ডেমন হান্টার্স
- অ্যানিমেটেড শর্ট : দ্য গার্ল হু ক্রায়েড পালস
- আন্তর্জাতিক ছবি : সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু [ব্রাজিল]
- তথ্যচিত্র (পূর্ণদৈর্ঘ্য) : মিস্টার নো বডি এগেইনস্ট পুতিন
- চিত্রনাট্য (মৌলিক) : রায়ান কুগলার [সিনার্স]
- চিত্রনাট্য (অ্যাডাপ্টেড) : পল থমাস অ্যান্ডারসন [ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার]
- গান (মৌলিক) : কেপপ ডিমন হান্টার্স [গোল্ডেন]
- সাউন্ড : এফ ওয়ান
- আবহসংগীত : লাডউইগ গোরানাসন [সিনার্স]
- সম্পাদনা : অ্যান্ডি জার্গেনসেন [ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার]
- তথ্যচিত্র (স্বল্পদৈর্ঘ্য) : অল দ্য এম্পটি রুমস
- প্রোডাকশন ডিজাইন : তামারা ডেভারেল ও শেন ভিও [ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন]
- ভিজ্যুয়াল এফেক্টস : অ্যাভাটার : ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ
- পোশাক : কেট হাওলি [ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন]।

▣ ওয়েপনস সিনেমার জন্য এবার পার্শ্ব চরিত্রে সেরা অভিনেত্রী হন অ্যামি ম্যাডিগান। ১৯৮৬ সালে প্রথম অস্কার মনোনয়নের ৪০ বছর পর পুনরায় পুরস্কার পেলেন ৭৫ বছর বয়সি এ অভিনেত্রী।

▣ সিনার্স-এর জন্য সেরা চিত্রগ্রাহকের পুরস্কার লাভ করেন অটাম ডুরাল্ড আর্কাপ। অস্কারের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নারী জিতলেন এই পুরস্কার। এই বিভাগে পুরস্কার পাওয়া প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারীও তিনি। অস্কারে ডুরাল্ডের আগে মাত্র তিন নারী চিত্রগ্রাহক মনোনয়ন পান।

▣ সেরা মৌলিক গান বিভাগে মনোনয়ন পান ডায়ান ওয়ারেন, কিন্তু এ নিয়ে ১৭ বার অস্কার মনোনয়ন পেয়েও পুরস্কার পাননি।

গুণীজন স্মৃতি পুরস্কার ২০২৬

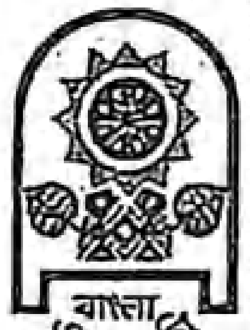

১৫ মার্চ ২০২৬ অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি পরিচালিত চিত্তরঞ্জন সাহা, মুনীর চৌধুরী, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, সরদার জয়েনউদ্দীন এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

- চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার : ২০২৫ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সৃজনশীল প্রকাশনা 'কথাপ্রকাশ'-কে চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার-২০২৬ প্রদান করা হয়।
- মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার : ২০২৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণমান ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থের জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্য (প্রকাশিত : কালি-কলম আর কাগজের অড রিসার্চ : ফাউন্টেন পেন-আমিন বাবু), প্রথমা প্রকাশন (শিলালিপি : বাংলার আরবি-ফারসি প্রত্নলেখমালা-মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক) এবং দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.-কে (BARISAL and BEYOND: Essays on Bangla Literature—Clinton B. Seely), মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২৬ প্রদান করা হয়।
- রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার : ২০২৫ সালে গুণমান বিচারে সর্বাধিক সংখ্যক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.-কে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার-২০২৬ প্রদান করা হয়।
- অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ উপলক্ষ্যে ২০২৪ বা ২০২৫ সালে মেলায় যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রথম অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্য থেকে গুণগতমান বিচারে সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সহজ প্রকাশকে সরদার জয়েনউদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার ২০২৬ প্রদান করা হয়।
- নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১. ক্রিয়েটিভ ঢাকা পাবলিকেশন্স (স্টল নম্বর-৫০৩, ৫০৪), ২. যাত্রা প্রকাশ (স্টল নম্বর-৮৭৩, ৮৭৪) ও ৩. বেঙ্গল বুকস (স্টল নম্বর ৬১৭-৬২১) কে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২৬ প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহিদদের স্মরণে ১৯৭৭ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ১৮ ক্যারেট মানের পঞ্চাশ গ্রাম স্বর্ণের পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, ৫ লাখ টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ ২০ হাজার ছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে ২০১৩ সালে ২ লাখ, ২০১৭ সালে ৩ লাখ এবং ২০১৯ সালে ৫ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০২৬ সালের বিজয়ী—

নাম	ক্ষেত্র
বেগম খালেদা জিয়া (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নারী শিক্ষাসহ দেশগঠনে সার্বিক অবদান
ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ	মুক্তিযুদ্ধ
মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল (মরণোত্তর)	
অধ্যাপক ড. জহিরুল করিম	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চিকিৎসাবিদ্যা
ড. আশরাফ সিদ্দিকী (মরণোত্তর)	সাহিত্য
এ.কে.এম. হানিফ (হানিফ সংকেত)	সংস্কৃতি
বশির আহমেদ (মরণোত্তর)	সংস্কৃতি
জোবেরা রহমান (লিনু)	ক্রীড়া
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)	পল্লী উন্নয়ন
ড. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী (মরণোত্তর)	সমাজসেবা/জনসেবা
এস ও এস চিলড্রেন্স ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ	
মো: সাইদুল হক	
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	
মাহেরীন চৌধুরী (মরণোত্তর)	
কাজী ফজলুর রহমান (মরণোত্তর)	জনপ্রশাসন
মোহাম্মদ আবদুল বাকী, পি এইচ ডি	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
অধ্যাপক ড. এম এ রহিম	
অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া	
আবদুল মুকিত মজুমদার (মুকিত মজুমদার বাবু)	পরিবেশ সংরক্ষণ

▣ দুবার স্বাধীনতা পুরস্কার

৫ মার্চ ২০২৬ স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত ১৫ জন ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করে সরকার। মনোনীতদের মধ্যে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীও (মরণোত্তর) রয়েছেন। কিন্তু তিনি ১৯৭৭ সালেও স্বাধীনতা পুরস্কার পান। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পুরস্কারে ভূষিত হন। একই ব্যক্তিকে সাধারণত দুবার স্বাধীনতা

পুরস্কার দেওয়া হয় না। এ প্রেক্ষাপটে ৮ মার্চ ২০২৬ সরকার স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি সংশোধন করে। সংশোধন অনুযায়ী, এখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একবার এই পুরস্কার পাওয়ার পর অন্য কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখলে কমপক্ষে ২৫ বছর পর পুনরায় স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে পারবেন।

www.boimate.com

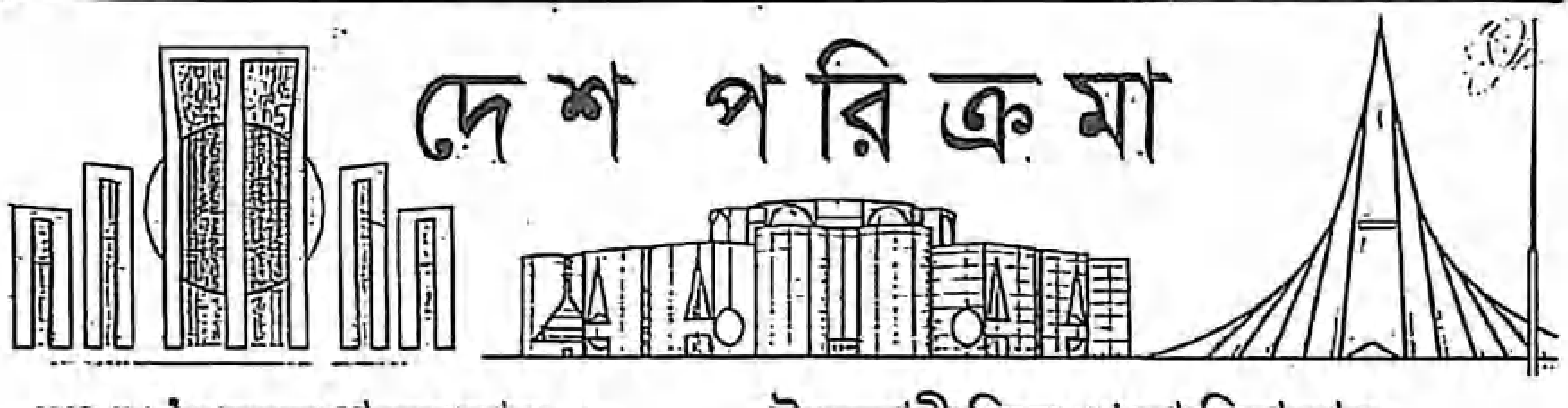

দেশ পরিক্রমা

BINA'র নতুন ধানের জাত

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) উচ্চফলনশীল, ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী এবং উচ্চ পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ আমন ধানের দুটি নতুন জাত উদ্ভাবন করে। জাত দুটি হচ্ছে— 'বিনা ধান ২৭' ও 'বিনা ধান ২৮'। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৫তম সভায় জাত দুটি সারা দেশে চাষাবাদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বিনার উদ্ভাবিত ধানের মোট জাতের সংখ্যা দাঁড়াল ২৮টি।

– 'বিনা ধান ২৭' দেশের প্রথম ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী উচ্চফলনশীল আমন ধান।
– 'বিনা ধান ২৮' দেশের সর্বোচ্চ উচ্চফলনশীল সুগন্ধি আমন ধান।

ইন্দুরকানী ফিরে পেলো জিয়ানগর

২৮ জুলাই ১৯৮০ ইন্দুরকানিকে থানায় রূপান্তর করা হয়। তখন ইন্দুরকানী পিরোজপুর সদর উপজেলার সাথে একীভূত ছিল। ২৭ মার্চ ২০০২ NICAR'র ৮৭তম বৈঠকে পিরোজপুরের ইন্দুরকানী থানাকে 'জিয়ানগর' উপজেলা নামে অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর ১৭ এপ্রিল ২০০২ পিরোজপুর সদর উপজেলার পত্তাশী, পাড়েরহাট ও বালিপাড়া এ ৩টি ইউনিয়নের ৯২.৫৫ বর্গ কিমি. আয়তন নিয়ে জিয়ানগর উপজেলার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ২১ এপ্রিল ২০০২ জিয়ানগর উপজেলার উদ্বোধন করা হয়। ৯ জানুয়ারি ২০১৭ তৎকালীন সরকার NICAR'র ১১৩তম বৈঠকে উপজেলার নাম পরিবর্তন করে পূর্বের ইন্দুরকানী থানার নামে নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ প্রজ্ঞাপন জারি করে যা কার্যকর করা হয়। ২০ জানুয়ারি ২০২৫ NICAR'র ১১৯তম বৈঠকে ইন্দুরকানী উপজেলার নাম পরিবর্তন করে পুনরায় 'জিয়ানগর উপজেলা' নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এরপর ১০ মার্চ ২০২৬ তা গেজেটে আকারে প্রকাশ করা হয়।

জিয়াউর রহমানের নামে আরও একটি উপজেলার নাম হলো লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর। তার ডাক নাম 'কমল' অনুসারে এ উপজেলার নামকরণ করা হয়।

স্মারক বৃক্ষ ■ পবিত্র বৃক্ষ ■ কুঞ্জবন

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২৩ (১) অনুযায়ী, সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারি বন, কোনো সংস্থার অধীন ভূমি, খাস জমি বা কমিউনিটির মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ বা কুঞ্জবনকে জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ বা ক্ষেত্রমত কুঞ্জবন হিসেবে ঘোষণা করতে পারে।

◈ স্মারক বৃক্ষ : সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত মূল্য রয়েছে এরূপ ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ বা পুরাতন বয়স্ক দেশিয় উদ্ভিদ বা শতবর্ষী বৃক্ষ।
– ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ : প্রজ্ঞাপন জারি করে রাঙ্গামাটি জেলার কোতয়ালী থানার রাঙ্গাপানি মৌজার চাপালিশ গাছকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে 'স্মারক বৃক্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গাছটির আনুমানিক উচ্চতা ৮০ ফুট এবং বয়স আনুমানিক ৩২৫ বছর।
– ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ : প্রজ্ঞাপন জারি করে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার পারাবর্তা মৌজার কাঁঠাল বৃক্ষকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে 'স্মারক বৃক্ষ/প্রাচীন বৃক্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গাছটির আনুমানিক উচ্চতা ২৫ ফুট এবং বয়স আনুমানিক ১০০ বছর।
– ৬ অক্টোবর ২০২৫ : প্রজ্ঞাপন জারি করে কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর মৌজার 'নূরার মা'র বটবৃক্ষ'কে ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে 'স্মারক বৃক্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গাছটির আনুমানিক উচ্চতা ৭০ ফুট এবং বয়স আনুমানিক ১৫০ বছর।

বন অধিদপ্তর

◈ কুঞ্জবন : কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মের সমাহার, যা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রথাগত মূল্যবোধ রয়েছে।
– ১০ আগস্ট ২০২৫ : প্রজ্ঞাপন জারি করে ঢাকার ওয়ারীর বলধা গার্ডেন-কে ২৫ আগস্ট ২০২৫ থেকে কুঞ্জবন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যার ভূমির পরিমাণ ৩.৩৮৮৪ একর।
◈ পবিত্র বৃক্ষ : কোনো ধর্ম ও গোত্রের জনগোষ্ঠীর নিকট ধর্মীয় পবিত্র উদ্ভিদ হিসেবে স্বীকৃত কোনো বৃক্ষ।

www.boimate.com

UNGA'র সভাপতি পদে বাংলাদেশ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (UNGA) সভাপতি পদটি বৈশ্বিক কূটনীতিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। UNGA'র সভাপতি পদটি প্রতিবছর আঞ্চলিক ভিত্তিতে ঘুরে আসে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্য থেকে ভোটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচিত হন। এবারের সভাপতি নির্বাচন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্য থেকে। ২ জুন ২০২৬ UNGA'র ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৬-২৭ মেয়াদে এ পদে বাংলাদেশ প্রায় চার বছর আগেই প্রার্থিতার ঘোষণা দেয়। শেষ মুহূর্তে ফিলিস্তিন প্রার্থিতা ঘোষণা করলেও পরবর্তীতে সরে দাঁড়ানোয় মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বাংলাদেশ ও সাইপ্রাসের মধ্যে। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান আর সাইপ্রাস থেকে আন্দ্রেয়াস এস. কাকোরিস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।

বিশ্বের বৃহত্তম কারুশিল্প বিপণনকেন্দ্র

বিশ্বের সর্ববৃহৎ কারুশিল্প বিপণনকেন্দ্র হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতি পায় আড়ং ধানমন্ডি ফ্ল্যাগশিপ আউটলেট। ১০ মার্চ ২০২৬ আড়ং আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে। এই সম্মান আউটলেটটির বিশাল পরিসর, বৈচিত্র্যময় কারুশিল্প এবং ক্রাফটবিষয়ক অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ২,৬৩৬ বর্গমিটার আয়তনের এই বৃহত্তম কারুশিল্প ও হস্তশিল্প দোকানটি ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ঢাকার ধানমন্ডিতে নির্মাণ করা হয়।

PRB-তে যুক্ত হলো সিটি ব্যাংক

৪ মার্চ ২০২৬ দেশের বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংক পিএলসি থেকে জানানো হয় ব্যাংকটি জাতিসংঘের প্রিন্সিপালস ফর রেসপনসিবল ব্যাংকিংয়ে (PRB) স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে সিটি ব্যাংক ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম ফাইন্যান্স ইনিশিয়েটিভের (UNEP FI) সদস্য হয়। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত UNEP FI সারা বিশ্বের ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীদের একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ককে একত্রিত করে, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে জাতিসংঘের সংযোগ স্থাপন করে টেকসই অর্থায়ন সংক্রান্ত এজেন্ডা প্রণয়নে কাজ করে।

NID-তে ডাক নাম

৮ মার্চ ২০২৬ নির্বাচন কমিশন জানায় নাম সংশোধন-সংক্রান্ত জটিলতা কমানোর জন্য এনআইডিতে ব্যক্তির মূল নামের পাশাপাশি 'ডাক নাম' যোগ করার সুযোগ রাখা হবে। ডাক নাম সংগ্রহ করা হলেও তা এনআইডিতে উল্লেখ করা থাকবে না। এটি শুধু সার্ভারে সংরক্ষণ করা থাকবে। যাতে আসলেই কোনো ব্যক্তি তার মাতা-পিতা বা স্বামী-স্ত্রীর অন্য কোনো ডাক নাম আছে কি না, যাচাই করে তা প্রমাণ করা যায়।

উপকূলে সুপেয় পানির ভান্ডার

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটির গভীরে বিশাল সুপেয় পানির ভান্ডার খুঁজে পাওয়া গেছে। মাটির নিচে অগভীর লবণাক্ত স্তরের নিচেই সুপেয় পানি রয়েছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের গবেষকদের একটি যৌথ দলের গবেষণা থেকে এ তথ্য জানা যায়। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৬৪০ কেজি যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে আনা হয়। সুন্দরবনের ভেতরে করা এই গবেষণাটি নেচারের আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত হয়। লবণাক্ত পানি সুপেয় পানির চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যুৎ পরিবাহী।

মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টন

বর্তমানে মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ ২৬ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ২৩ জন প্রতিমন্ত্রী।

নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
মন্ত্রী	
আহমেদ আযম খান	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মো. আমিন উর রশিদ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রতিমন্ত্রী	
মো. শরীফুল আলম	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সুলতান সালাউদ্দিন টুকু	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
হাবিবুর রশিদ	রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
মো. রাজিব আহসান	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগ
মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ফারজানা শারমীন	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
মো. নুরুল হক	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ববি হাজ্জাজ	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন	ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মো. আব্দুল বারী	জনপ্রশাসন এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়
উপদেষ্টা	
নজরুল ইসলাম খান	রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা, কৃষি মন্ত্রণালয়
রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ	রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা, শিল্প মন্ত্রণালয়
ডাঃ জাহেদ উর রহমান	পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি, তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

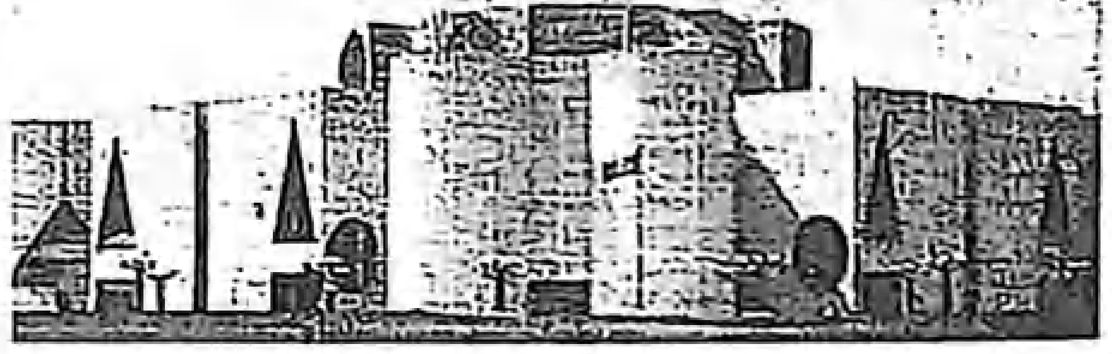

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ১২ মার্চ ২০২৬ আহ্বান করেন। স্পিকারের চেয়ার খালি রেখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। সাধারণত বিদায়ী সংসদের স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার নতুন সংসদের প্রথম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটি সম্ভব হয়নি। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দ্বাদশ সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী পদত্যাগ করেন এবং ১৪ আগস্ট ২০২৪ ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু

কারাগারে থাকায় দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এমন প্রেক্ষাপটে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য কুমিল্লা-১ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে আহ্বান জানান। তিনি স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সংসদের দায়িত্ব পালন করেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭৩ প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ওই সংসদের সদস্য মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের নাম প্রস্তাব করেন। তার সভাপতিত্বে দেশের প্রথম সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ৩০ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

১২ মার্চ ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন ভোলা-৩ আসনের সংসদ সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বীর বিক্রম) এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন নেত্রকোনা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। পরে সংসদের অধিবেশন ৩০ মিনিটের জন্য মুলতবি করে তাদের শপথ পড়ানো হয়। জাতীয় সংসদ ভবনে অবস্থিত রাষ্ট্রপতির কার্যালয়েই এই শপথ পড়ানো হয়। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাদের শপথ পড়ান। সংসদ সচিবালয়ের সচিব শপথ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। নতুন স্পিকার শপথ নেওয়ার পর তিনি সংসদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালীর অংশ হিসেবে প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতেই সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। এটি সংসদের কার্যক্রম সচল রাখার একটি নিয়মিত সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। ১২ মার্চ ২০২৬ স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ অধিবেশন পরিচালনার জন্য ৫ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী (প্যানেল স্পিকার) মনোনীত প্যানেল সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। সংসদীয় কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে এই প্যানেল স্পিকারগণ নামের ক্রমানুসারে সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। মনোনীত সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা হচ্ছেন, মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (ঢাকা-৮), গয়েশ্বর চন্দ্র রায় (ঢাকা-২), ড. আব্দুল মঈন খান (নরসিংদী-১), মোহাম্মদ মনিরুল হক চৌধুরী (কুমিল্লা-৬) এবং এটিএম আজহারুল ইসলাম (রংপুর-২)।

সংসদ অচল থাকার ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সংকটেও আন্দোলন বা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম দীর্ঘ সময় অচল বা স্থগিত থেকেছে। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর সংসদীয় ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। ২৪ মার্চ ১৯৮২ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ওই সময়ে সামরিক শাসনের অধীনে সংসদের কার্যক্রম কার্যত বন্ধ ছিল। ৭ মে ১৯৮৬ নির্বাচন হলে সংসদ পুনরায় চালু হয়। এরপর ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ১১ জানুয়ারি ২০০৭ জরুরি অবস্থা জারির সময় থেকে প্রায় দুই বছর সংসদ কার্যক্রম বন্ধ ছিল। পরে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নির্বাচনের মাধ্যমে নবম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। সর্বশেষ ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ৬ আগস্ট দ্বাদশ সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার ৫৮৩ দিন অর্থাৎ ১ বছর ৭ মাস ৬ দিন পর পুনরায় ১২ মার্চ ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।

১৩৩ অধ্যাদেশ উত্থাপন

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সাংবিধানিকভাবে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। সংবিধানের ৯৩-এর (২) উপধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই অধ্যাদেশগুলো পরবর্তী সংসদের প্রথম অধিবেশনে উপস্থাপন করতে হয়। ১২ মার্চ ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৩৩টি অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপন করেন। এই অধ্যাদেশগুলো পর্যালোচনার জন্য একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। ১৪ সদস্যের এ কমিটির সভাপতি সরকারি দলের সদস্য জয়নুল আবেদীন (বরিশাল-৩)।

- প্রথম অধ্যাদেশ Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance, 2024 : জারি ১৩ আগস্ট, ২০২৪
- সর্বশেষ অধ্যাদেশ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬ : জারি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

সংসদে কালেমা তাইয়্যিবা

১১ মার্চ ২০২৬ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষে স্পিকারের চেয়ার

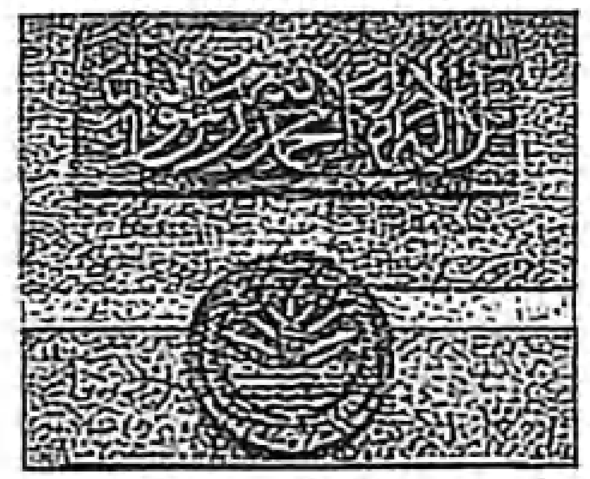

বরাবর পেছনের উঁচু দেয়ালে পবিত্র কালেমা তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) লেখা আরবি ক্যালিগ্রাফি স্থাপন করা হয়।

সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠক

২৮ মার্চ ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে জাতীয় সংসদ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ের ক্যাবিনেট কক্ষে (লেভেল-২) সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সরকারদলীয় চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম। বিরোধীদলীয় উপনেতা ডা. আবদুল্লাহ মো. তাহেরসহ কমিটির ১১ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সংসদ সদস্যদের আবাসন এবং চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও প্রথম দিনের সংসদ অধিবেশনে শব্দ বিভ্রাটের কারণ অনুসন্ধানে সার্জেন্ট অ্যাট আর্মসের নেতৃত্বে কমিটি হয় যা ৩ এপ্রিল ২০২৬ এর মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে।

সংসদ নেতা
তারেক রহমান

সংসদীয় আসন : ঢাকা-১৭

বিরোধীদলীয় নেতা
মো. শফিকুর রহমান

সংসদীয় আসন : ঢাকা-১৫

বিরোধীদলীয় উপনেতা
আবদুল্লাহ মো. তাহের

সংসদীয় আসন : কুমিল্লা-১১

চিফ হুইপ
মো. নূরুল ইসলাম

সংসদীয় আসন : বরগুনা-২

বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ
মো. নাহিদ ইসলাম

সংসদীয় আসন : ঢাকা-১১

এছাড়া ২ মার্চ ২০২৬ রাষ্ট্রপতি ৬ জন হুইপ নিয়োগ দেন। এরা হলেন— মো. জি কে গউছ (হবিগঞ্জ-৩), রকিবুল ইসলাম বকুল (খুলনা-৩), মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু (শরীয়তপুর-৩), এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (নাটোর-২), মো. আখতারুজ্জামান মিয়া (দিনাজপুর-৪) ও এ. বি. এম আশরাফ উদ্দিন নিজান (লক্ষ্মীপুর-৪)।

– রাষ্ট্রপতির আদেশ The Bangladesh (Whips) Order, 1972 অনুযায়ী, দেশের রাষ্ট্রপতি চিফ হুইপসহ অন্য ছয় জন হুইপ নিয়োগ দেন। আইনে হুইপ বলতে সরকারি দলের হুইপকেই বোঝানো হয়। চিফ হুইপ পূর্ণমন্ত্রীর পদমর্যাদাসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হন। আর হুইপরা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসহ সমপরিমাণ সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হন।

সংসদীয় কমিটি

নাম	সভাপতি	সংসদীয় আসন
কার্য উপদেষ্টা কমিটি	স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ	ভোলা-৩
বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব-সম্পর্কিত কমিটি	মো. শাহজাহান	নোয়াখালী-৪
বিশেষ অধিকার-সম্পর্কিত কমিটি	স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ	ভোলা-৩
সংসদ কমিটি	চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম	বরগুনা-২

www.boimate.com

GDP'র খাতওয়ারি অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার (%)
ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬

বৃহৎ খাত	খাত/উপখাত	অবদানের হার (%)		প্রবৃদ্ধির হার (%)	
		২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
কৃষি	১. কৃষি, বনজ ও মৎস্য	১১.১৯	১১.০৩	৩.৩০	২.৪২
	ক. শস্য ও শাকসবজি	৫.২৯	৫.১৮	৪.০০	১.৮৪
	খ. প্রাণিসম্পদ	১.৮৩	১.৮১	৩.০৭	৩.০৮
	গ. বনজ সম্পদ	১.৭১	১.৭৩	৪.৯৯	৪.৯১
	ঘ. মৎস্য সম্পদ	২.৩৬	২.৩১	০.৭৯	১.৪১
শিল্প	২. খনিজ ও খনন	১.৭৭	১.৭৩	– ১.১৫	১.৬৫
	ক. প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল	০.২৯	০.২৬	– ৫.৯৮	– ৬.৭২
	খ. অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা	১.৪৮	১.৪৭	– ০.১৪	৩.২৯
	৩. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	২৪.৬২	২৫.০৮	৩.১৬	৫.৮৩
	ক. বৃহৎ শিল্প	১২.৬০	১২.৮৫	১.০২	৫.৯৪
	খ. ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মাইক্রো শিল্প	৭.৫৬	৭.৭০	৪.৬৬	৫.৯২
	গ. কুটির শিল্প	৪.৪৬	৪.৫৩	৬.৯২	৫.৩৪
	৪. বিদ্যুৎ ও গ্যাস	১.১৫	১.১৭	০.৯৮	৫.২৬
	ক. বিদ্যুৎ	০.৯৬	০.৯৯	১.৫৫	৬.৮০
	খ. গ্যাস	০.১৯	০.১৮	– ১.৭৮	– ২.৪৪
	৫. পানি সম্পদ, নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	০.১০	০.১০	৩.৯৫	৩.৩৩
	৬. নির্মাণ	৯.৭৩	৯.২৩	৫.৬৩	– ১.৪৫
সেবা	৭. পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য এবং যানবাহন মেরামত	১৫.৪৮	১৫.৬১	৫.৭৭	৪.৭৭
	৮. পরিবহন ও সংরক্ষণ	৭.৩৫	৭.৩৮	৫.১৪	৪.৩৩
	ক. স্থলপথ পরিবহন	৬.৫৪	৬.৫৯	৫.২৯	৪.৬৬
	খ. জলপথ পরিবহন	০.৪৩	০.৪১	০.৫৯	– ০.২৪
	গ. আকাশপথ পরিবহন	০.০৮	০.০৮	৬.১৫	৬.৬৭
	ঘ. সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.২৬	০.২৬	৯.৪৩	৩.৩১
	ঙ. ডাক ও পরিবহন সেবা	০.০৪	০.০৪	২.৫৩	১.৭৫
	৯. বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম	১.০৯	১.০৯	৫.৬০	৪.৩৮
	১০. তথ্য ও যোগাযোগ	১.২৬	১.২৫	৪.০৬	২.৬৯
	১১. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	২.৯৮	২.৯২	১.২১	১.৬৪
	ক. ব্যাংক	২.৫৫	২.৫০	১.০৯	১.৬৪
	খ. বীমা	০.২৪	০.২৩	১.০৯	০.৮৯
	গ. অন্যান্য	০.১৯	০.১৯	২.৯১	২.৬৩
	১২. রিয়েল এস্টেট সেবা	৭.৮৬	৭.৮১	৩.৫০	৩.১৮
	১৩. পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেবা	০.১৮	০.১৮	৭.৬৪	৬.১০
	১৪. প্রশাসনিক ও সহযোগী সেবা কার্যক্রম	০.৭৬	০.৮১	৮.৮৬	৯.৬৭
	১৫. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৫২	৩.৫৮	৫.৫৮	৫.৭০
	১৬. শিক্ষা	২.৭৩	২.৭৬	৬.৫৬	৪.৭৫
	১৭. জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক সেবা	৩.৫৯	৩.৬৯	৯.২৭	৬.৫৯
	১৮. শিল্প, খেলাধুলা ও বিনোদন	০.১৪	০.১৫	৬.৪২	৬.৫৫
	১৯. অন্যান্য সেবা	৪.৪৯	৪.৪৫	৩.১৪	৩.০৭

GDP'তে খাতসমূহের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার

খাতসমূহ	অবদানের হার (%)		প্রবৃদ্ধির হার (%)	
	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
কৃষি	১১.১৯	১১.০৩	৩.৩০	২.৪২
শিল্প	৩৭.৩৭	৩৭.৩০	৩.৫১	৩.৭১
সেবা	৫১.৪৪	৫১.৬৭	৫.০৯	৪.৩৫
সার্বিক GDP (উৎপাদন মূল্যে)	১০০.০০	১০০.০০	৪.২২	৩.৪৯

GDP'র চূড়ান্ত হিসাব

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাময়িক GDP'র খাতওয়ারি অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার এবং মাথাপিছু আয় প্রকাশ করে। কৃষি, শিল্প ও সেবা— এ তিনটিকে প্রধান খাত ধরে গণনা করা হয় GDP।

জনসংখ্যা
১৭৩.৯২ মিলিয়ন

GDP
৫৫,১৫০,২৬২ মিলিয়ন টাকা

GNI
৫৮,১৭৮,৩৫৩ মিলিয়ন টাকা

মাথাপিছু GDP
৩১৭,১০০ টাকা
বা ২,৬২৫ মার্কিন ডলার

মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)
৩৩৪,৫১১ টাকা
বা ২,৭৬৯ মার্কিন ডলার

GDP'র প্রবৃদ্ধির হার
৩.৪৯%

■ মাথাপিছু আয় ➤ মাথাপিছু আয় কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত আয় নয়। একটি অর্থবছরে রাষ্ট্রের সার্বিক আয় অর্থাৎ GNI'কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে আয় পাওয়া যায়, সেটিই মাথাপিছু আয়।

■ GDP ➤ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবাসমূহের সমষ্টিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা মোট দেশজ উৎপাদন বলে। মোট দেশজ উৎপাদনকে ইংরেজিতে Gross Domestic Product বা GDP বলে। GDP হিসাব করার সময় দেশের মধ্যে উৎপাদিত পণ্য ও সেবাসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়। বিদেশে অবস্থানরত দেশের জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা GDP'র মধ্যে বিবেচনা করা হয় না।

LDC উত্তরণ
সময় বাড়াতে বাংলাদেশের আবেদন

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া তিন বছরের জন্য স্থগিতের আবেদন করে। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ নভেম্বর ২০২৬ বাংলাদেশের LDC থেকে বের হওয়ার কথা ছিল।

LDC

LDCs'র পূর্ণরূপ Least Developed Countries, যার অর্থ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ECOSOC) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে থাকে। এগুলো— স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ। এর মধ্যে সাধারণত যেসব দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবসম্পদ সূচকে ধীর গতি পরিলক্ষিত হয় সেসব দেশকে বলা হয় স্বল্পোন্নত দেশ (LDC)। স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি আসে ষাটের দশকে।

১৮ নভেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘের এক প্রস্তাবের মাধ্যমে LDC গ্রুপ গড়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে প্রথম ২৫টি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা তৈরি করা হয়। মূলত, এসব দেশ যাতে নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে, সেজন্য উন্নত দেশের পক্ষ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কিছু বাজার সুবিধা দেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্যতম শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা। সর্বশেষ ২০১২ সালে LDC-তে যুক্ত হয় দক্ষিণ সুদান। বর্তমানে বিশ্বে ৪৪টি স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে।

LDC-তে বাংলাদেশ

১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দর-কষাকষি শুরু করে। সেই সময়ে স্বল্পোন্নত দেশের যে সংজ্ঞা ছিল তাতে ১ কোটির বেশি জনসংখ্যার দেশ অন্তর্ভুক্ত হবে না। পরবর্তীতে এটা দুই কোটি করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সাড়ে ৭ কোটি মানুষ নিয়ে স্বাধীন হয়। ফলে এত বড় জনসংখ্যার দেশকে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেরই আপত্তি ছিল। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলাম খুব জোরালোভাবে বাংলাদেশের হয়ে দর-কষাকষিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় যুক্ত হয়।

উত্তরণ পরিক্রমা

স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে থাকা বাংলাদেশ ২০১৮ সালে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে সকল শর্ত পূরণ করে। এরপর ১২-১৬ মার্চ ২০১৮ জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি কমিটির ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে মানদণ্ড পূরণের স্বীকৃতি পায়। এরপর ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ CDP'র ত্রি-বার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করে। বাংলাদেশের ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করার কথা ছিল। কিন্তু করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে প্রস্তুতি নিতে ১৫ জানুয়ারি ২০২১ বাড়তি দুই বছর সময় চেয়ে আবেদন করে। সর্বশেষ ২৪ নভেম্বর ২০২১ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (UNGA) ৭৬তম বৈঠকের ৪০তম প্লেনারি সভায় ২০২৬ সালে বাংলাদেশের উত্তরণের সুপারিশ অনুমোদন

সময় বাড়ানোর আবেদন

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) ECOSOC'র Committee for Development Policy (CDP)-এর কাছে LDC উত্তরণ তিন বছরের জন্য স্থগিতের আবেদন করে। ২৪ নভেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত সময় বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়। পর্যালোচনা শেষে CDP তাদের সুপারিশ ECOSOC'র পাঠাবে। সেখান থেকে বিষয়টি যাবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য।

আবেদনের কারণ

- করোনা-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রাপ্ত প্রস্তুতিমূলক সময়টি কার্যকরভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা থাকলেও পরপর একাধিক বৈশ্বিক ধাক্কায় সেই লক্ষ্য পূরণ ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী কড়াকড়ি মুদ্রানীতি, সরবরাহ শৃঙ্খলে (সাপ্লাই চেইন) বিঘ্ন এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা দেশের অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করে।
- অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতেও বিনিয়োগ হ্রাস, রাজস্ব প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি এবং GDP প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় কাঠামোগত সংস্কারের গতি প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছায়নি।
- বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতিতে উচ্চমাত্রার অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। বিশেষ করে ইউরোপীয় বাজারে জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের নীতিগত পরিবর্তন বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

www.boimate.com

বিশ্ব পরিক্রমা

ভারতে চিপ অ্যাসেম্বলি সুবিধা

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ভারতে প্রথম সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি ও টেস্ট সুবিধা উদ্বোধন করা হয়। বিদেশি চিপ নির্মাতাদের ওপর নির্ভরতা কমানোর এবং চীনের দখলে থাকা সেক্টরে অংশ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার নিজের রাজ্য গুজরাটে মার্কিন প্রতিষ্ঠান মাইক্রন টেকনোলজি'র সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি, টেস্ট এবং প্যাকেজিং ইউনিট উদ্বোধন করেন এবং ভারতের প্রযুক্তিগত আকাঙ্ক্ষার 'নতুন যুগের সূচনা' হিসেবে একে বর্ণনা করেন। এই প্ল্যান্টটি মাইক্রনের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক থেকে উন্নত সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফারকে পরিপূর্ণ মেমোরি ও স্টোরেজ পণ্য হিসেবে রূপান্তর করবে। ভারতের সেমিকন্ডাক্টর বাজার ২০২৩ সালে ৩৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৪-২৫ সালে প্রায় ৪৫-৫০ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পায়। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ১১০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। ভারত বর্তমানে ১০টি চিপ প্রকল্প উন্নয়ন করছে, যার মোট মূল্য ১৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

কেরালা'র নতুন নাম কেরালাম

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য 'কেরালা'র নাম পরিবর্তন করে 'কেরালাম' করার প্রস্তাব অনুমোদন করে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। মূলত মালয়ালম ভাষায় রাজ্যের যে নাম ব্যবহার করা হয়, সেটিকে দাপ্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নতুন কমপ্লেক্স 'সেবা তীর্থ'-তে অনুষ্ঠিত প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর ভারতের কেরালা (নাম পরিবর্তন) বিল, ২০২৬ এখন সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেরালা বিধানসভায় পাঠাবেন রাষ্ট্রপতি। যাতে রাজ্য আইনসভা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। বিধানসভার মতামত পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত এই বিল পেশ করার জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করবে। সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে যেকোনো রাজ্যের নাম পরিবর্তন বা সীমানা পুনর্নির্ধারণ করবে। তবে তার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভার মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক। কেরালার নামবদলের জন্য দুইবার (২০২৩ ও ২০২৪ সালে) প্রস্তাব পাস করা হয় রাজ্য বিধানসভায়।

হুমায়ুন কবীরের নবগঠিত দল

৪ মার্চ ২০২৬ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল 'আম-জনতা উন্নয়ন পার্টি' গড়ে তার নিবন্ধন পান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এরআগে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ পশ্চিমবঙ্গে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। দলটির নাম রাখেন 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'। ঘোষণা দেন দলটি হবে ধর্মনিরপেক্ষ। সেই নামের নিবন্ধন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন হুমায়ুন কবীর। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, ওই একই নামে এই রাজ্যে আরেকটি দল রয়েছে। এরপর হুমায়ুন কবীর দলের নাম বদলে 'আম' কথাটি যোগ করে নতুন করে নাম রাখেন 'আম-জনতা উন্নয়ন পার্টি'। উল্লেখ্য, ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বাবরি মসজিদ তৈরির জন্য মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রথম বাণিজ্যিক মহাকাশ স্টেশন

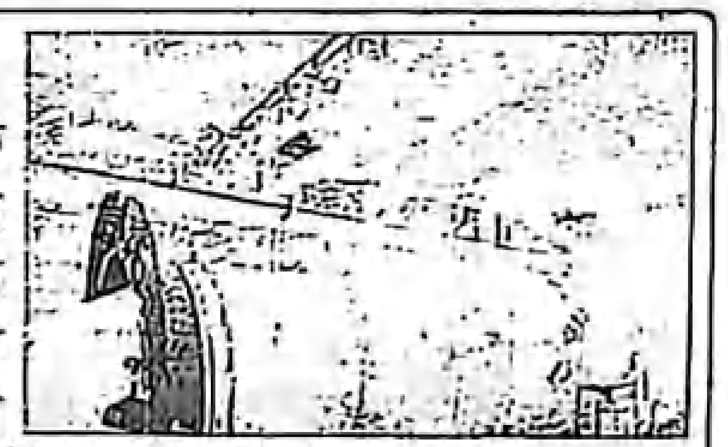

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের বিকল্প হিসেবে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক মহাকাশ স্টেশন তৈরি করছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান ভাস্ট। হেভেন-১ নামের বাণিজ্যিক মহাকাশ স্টেশনটি ২০২৭ সালের প্রথম প্রান্তিকে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে স্পেসএক্স ফ্যালকন-৯ রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপণ করা হবে। বর্তমানে হেভেন-১ বাণিজ্যিক স্টেশনের যন্ত্রাংশ সংযোজনের প্রথম ধাপ শুরু হয়। প্রাথমিক কাজের অংশ হিসেবে প্রেশারাইজড ফ্লুইড সিস্টেম বা চাপযুক্ত তরল সঞ্চালন ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ চলছে। এ জন্য থার্মাল কন্ট্রোল লাইন (তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ), লাইফ সাপোর্ট টিউব এবং প্রপালশন সিস্টেমের (চালিকা শক্তি) পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। পরবর্তী ধাপে যাওয়ার আগে প্রকৌশলীরা প্রতিটি পাইপ এবং ট্যাংকের প্রেশার ও লিক (ছিদ্র) পরীক্ষা করে এভিয়নিক্স, নেভিগেশন সিস্টেম এবং বায়ু শোধনাগার বা এয়ার রিভাইটালাইজেশন হার্ডওয়্যার যুক্ত করবেন। হেভেন-১ মূলত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রুড স্টেশন হিসেবে কাজ করবে। তবে এটি ভাস্টের বৃহত্তর লক্ষ্য হেভেন-২ স্টেশনের পূর্বসূরি মাত্র।

পাকিস্তানের অপারেশন গজব লিল হক

সীমান্তে হামলা চালিয়ে সেনাদের হত্যা এবং কয়েক জন সেনাকে অপহরণের জবাবে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন গজব লিল হক' শুরু করে পাকিস্তান। 'গজব লিল হক' শব্দটির অর্থ 'ন্যায়ের প্রতিশোধ' বা 'ন্যায়ের ক্রোধ'। পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি অনুযায়ী, চিত্রাল, খাইবার ও বাজাউরসহ একাধিক সীমান্ত এলাকায় তালেবান হামলার প্রেক্ষিতেই এ অভিযান শুরু করা হয়। এ অভিযানে তালেবানের ৭৩টি সামরিক পোস্ট ধ্বংস করার পাশাপাশি ১৮টি দখলে নেয় পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী। তাছাড়াও প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, আফগান তালেবানের ১১৫টি ট্যাংক, সাঁজোয়া যান (আরমর্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার) ও আর্টিলারি অস্ত্র ধ্বংস করা হয়।

কাগজের মুদ্রায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষর

যুক্তরাষ্ট্রের ১৬৫ বছরের দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে এই প্রথমবারের মতো দেশটির কাগজের মুদ্রায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষর যুক্ত হবে। ২৬ মার্চ ২০২৬ মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এক ঘোষণায় জানায়,

৪ জুলাই ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী বা 'সেমিকুইনসেন্টেনিয়াল' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাধারণত মার্কিন নোটে অর্থমন্ত্রী ও ট্রেজারারের স্বাক্ষর থাকে। ২০২৫ সালের জুন থেকে নতুন নকশার ১০০ ডলারের নোট ছাপানো শুরু হবে এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা বাজারে ছাড়া হবে। এই নতুন মুদ্রায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষরের পাশাপাশি ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের স্বাক্ষরও থাকবে। উল্লেখ্য, ১৮৬১ সালে ফেডারেল কারেন্সি বা মার্কিন ডলার প্রবর্তনের পর ট্রাম্পই প্রথম প্রেসিডেন্ট যার স্বাক্ষর সরাসরি নোটের ওপর স্থান পাবে।

UNSC'র সভাপতি মার্কিন ফার্স্ট লেডি

২ মার্চ ২০২৬ মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের (UNSC) এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হিসেবে

তিনিই প্রথম এই পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকটিতে সংঘাত পরিস্থিতিতে শিশু, প্রযুক্তি ও শিক্ষার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে নিরাপত্তা পরিষদের ঘূর্ণমান সভাপতির দায়িত্বে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই দায়িত্বের অংশ হিসেবেই ১৫ সদস্যের এই সংস্থার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে হয়। সাধারণত জাতিসংঘে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বা জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তারাই এসব বৈঠকে নেতৃত্ব দেন।

যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত তেল অবরোধে কিউবা চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় বসে দেশটি। ১৩ মার্চ ২০২৬ কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ ক্যানেল এ তথ্য নিশ্চিত করেন। ৩ জানুয়ারি ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটক করার পর কিউবার সবচেয়ে বড় বিদেশি পৃষ্ঠপোষক দেশটি ক্ষমতা হারায়। এর পর থেকেই ট্রাম্প কিউবায় ভেনিজুয়েলার তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেন এবং কিউবার কাছে তেল বিক্রি করা যেকোনো দেশের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দেন। ৯ মার্চ ২০২৬ তিনি মন্তব্য করেন, কিউবা হয়তো একটি 'বন্ধুত্বপূর্ণ দখলের' শিকার হতে পারে। পরে তিনি যোগ করেন, এটি বন্ধুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে। ১৯৬১ সালে কিউবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এরপর ২০ জুলাই ২০১৫ কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় চালু হয়। ১৬ জুন ২০১৭ ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে কিউবার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র-ভেনিজুয়েলার কূটনৈতিক সম্পর্ক

৫ মার্চ ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানায় দেশটি ভেনিজুয়েলার সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয়। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটকের পর মার্কিন সেক্রেটারি অব ইন্টেরিয়র ডাগ বারগাম ভেনিজুয়েলা সফর করেন। সেখানে তিনি দেশটির খনিজ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ হুগো শ্যাভেজ ক্ষমতায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

ট্রাম্পের উপদেষ্টার পদত্যাগ

১২ মার্চ ২০২৬ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশনের উপদেষ্টা বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন একমাত্র মুসলিম নারী সদস্য সামিরা মুনশি। ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন মুনশি।

পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করা হয়, হোয়াইট হাউস কমিশন থেকে ক্যাথলিক কমিশনার ক্যারি প্রেজিন বোলারকে অপসারণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে ২০২৬ কমিশনের এক বৈঠকে উত্তপ্ত বিতর্কের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন গঠন করেন।

যুদ্ধ কবলিত 'দারফুর' অঞ্চলটি সুদানে অবস্থিত

দারফুর শান্তি চুক্তি হয় ৫ মে ২০০৬

www.boimate.com

একই পরিবারে ৩ রাষ্ট্রনেতা — শেষ পর্ব

কিম পরিবার

বাবা, ছেলে ও নাতি—একই পরিবারের তিন প্রজন্মের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার উদাহরণ রয়েছে উত্তর কোরিয়ায়। কিম পরিবার ১৯৪৮ সাল থেকে উত্তর কোরিয়া শাসন করে আসছে। কিম ইল-সাং ছিলেন বর্তমান উত্তর কোরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টি অব কোরিয়ার নেতা হিসেবে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তিনি সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেন। ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭২ দেশের প্রেসিডেন্ট হন এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন ৮ জুলাই ১৯৯৪ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। বাবার মৃত্যুর পর ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক এবং উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা (প্রেসিডেন্ট) হন কিম ইল-সাংয়ের ছেলে কিম জং-ইল। ১৭ ডিসেম্বর ২০১১ মারা যান তিনি। তিনি আমৃত্যু এ পদে ছিলেন। কিম জং-ইলের উত্তরসূরি হন তারই ছেলে কিম জং-উন।

পাপানড্রেউ পরিবার

গ্রিসের প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবার পাপানড্রেউ পরিবার। এই পরিবার থেকে তিন প্রজন্মের তিনজন ব্যক্তি দেশটির সরকার প্রধান হন। জর্জিয়াস পাপানড্রেউ তিন দফায় গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২৬ এপ্রিল ১৯৪৪ প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন। জর্জিয়াস পাপানড্রেউয়ের দুই ছেলের একজন আন্দ্রেজ পাপানড্রেউ যিনি দুই মেয়াদে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২১ অক্টোবর ১৯৮১ প্রথম ক্ষমতায় আসেন। ৬ অক্টোবর ২০০৯ গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী হন আন্দ্রেজ পাপানড্রেউ'র সন্তান জর্জ পাপানড্রেউ। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে একই পরিবারের তিন প্রজন্মের তিনজনের সরকার প্রধান হওয়ার বিরল রেকর্ড হয়।

সামোজা পরিবার

একই পরিবারের তিনজনের দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার নজির রয়েছে নিকারাগুয়ায়। ১ জানুয়ারি ১৯৩৭ দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন আনাস্তাসিও সামোজা গার্সিয়া এবং তিনি দুই মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ বাবার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন লুইস সামোজা দেবাইলি। এরপর ১ মে ১৯৬৭-১ মে ১৯৭২ পর্যন্ত নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আনাস্তাসিও সামোজা দেবায়লি। তিনি দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট লুইস সামোজা দেবাইলির ভাই। ১ ডিসেম্বর ১৯৭৪ আনাস্তাসিও সামোজা দেবায়লি আবারও নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট হন। ১৭ জুলাই ১৯৭৯ নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে ছিলেন।

প্রাদো পরিবার

দুই মেয়াদে পেরুর প্রেসিডেন্ট ছিলেন মারিয়ানো ইগনাসিও প্রাদো। প্রথমবার ২ আগস্ট ১৮৭৬-২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৯ ও দ্বিতীয় বার ২৮ নভেম্বর ১৮৬৫-৭ জানুয়ারি ১৮৬৮। মারিয়ানো ইগনাসিও প্রাদোর ছেলে ম্যানুয়েল প্রাদো উগারতেছে দুই মেয়াদে পেরুর প্রেসিডেন্ট হন। প্রথমবার ৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯-২৮ জুলাই ১৯৪৫ ও দ্বিতীয়বার ২৮ জুলাই ১৯৫৬-১৮ জুলাই ১৯৬২। এই পরিবার থেকে পেরুর প্রধানমন্ত্রী হন হাভিয়ের প্রোদো উগারতেছে। ১৯১০ সালের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদে সরকার প্রধান ছিলেন তিনি। হাভিয়ের দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মারিয়ানো ইগনাসিও প্রাদোর ছেলে এবং ম্যানুয়েল প্রাদো উগারতেছের ভাই।

আবদুল্লাহ পরিবার

বাবা, ছেলে ও নাতি— একই পরিবারের তিন প্রজন্মের তিনজন মুখ্যমন্ত্রীর উদাহরণ রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। শেখ আবদুল্লাহ ৩১ অক্টোবর ১৯৫১–৯ আগস্ট ১৯৫৩ মেয়াদে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে ৫ মার্চ ১৯৪৮–৩১ অক্টোবর ১৯৫১ মেয়াদে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। ৯ জুলাই ১৯৭৭ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি দুই মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তার ছেলে ফারুক আবদুল্লাহ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি তিন মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ফারুক আবদুল্লাহর ছেলে ওমর আবদুল্লাহ ৫ জানুয়ারি ২০০৯-৮ জানুয়ারি ২০১৫ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৬ অক্টোবর ২০২৪ থেকে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন।

নেপালে ক্ষমতার পালাবদল

৫ মার্চ ২০২৬ নেপালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোকে হারিয়ে ক্ষমতায় যায় রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (RSP)। নেপালের এই নির্বাচনের জয়কে জেন-জি প্রজন্মের জয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নির্বাচন পদ্ধতি

নেপালে ২০১৫ সালের সংবিধানে একটি মিশ্র নির্বাচনি ব্যবস্থা চালু করা হয়। নেপালের দু'টি সংসদ কক্ষের মধ্যে নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ। প্রথম পদ্ধতিটি ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (FPTP) নামে পরিচিত, যার অর্থ যে সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে সে আসনটি জিতবে। দ্বিতীয়টি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR) নামে পরিচিত, যা একটি রাজনৈতিক দলের ভোটের অনুপাত বিবেচনা করে। সংসদে নিম্নকক্ষের ২৭৫ আসনের মধ্যে ১৬৫টি আসন FPTP পদ্ধতিতে পূরণ করা হয়, বাকি ১১০টি আসন PR পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এ পদ্ধতিতে একটি দলের সরাসরি জয়লাভ করা কঠিন, তাই নির্বাচনে যে শীর্ষে আসবে তাকে সম্ভবত একটি জোট সরকার পরিচালনা করতে হয়। ২৭৫ আসনের পার্লামেন্টে সরকার গঠনে প্রয়োজন হয় ১৩৮ আসন।

সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিচারপতি সুশিলা কার্কি দেশটির প্রথম নারী অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম এবং একমাত্র নারী প্রধান বিচারপতি ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি ৫ মার্চ ২০২৬ নেপালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নেপালের প্রায় ১.৯০ কোটি ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ ভোটার প্রথমবার ভোট দেন। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৬০%। জেন-জি বা নতুন প্রজন্মের ভোটারদের সমর্থনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বালেন্দ্র শাহের দল RSP।

নির্বাচনি ফলাফল

দল	প্রাপ্ত আসন		মোট
	সরাসরি	আনুপাতিক	
রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি	১২৫	৫৭	১৮২
নেপালি কংগ্রেস	১৮	২০	৩৮
কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল	৯	১৬	২৫
নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি	৮	৯	১৭
শ্রম সংস্কৃতি পার্টি	৩	৪	৭
রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি	১	৪	৫
স্বতন্ত্র	১	—	১
মোট	১৬৫	১১০	২৭৫

নেপালের নতুন শেরপা

নেপালে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগের পর নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন ৩৫ বছর বয়সি কাঠমান্ডুর সাবেক মেয়র বালেন্দ্র শাহ, যিনি 'বালেন' নামেই পরিচিত। ২৭ এপ্রিল ১৯৯০ কাঠমান্ডুতে জন্মগ্রহণ করেন বালেন্দ্র শাহ। বালেন্দ্র পেশায় একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, একই সঙ্গে র‍্যাপার, গীতিকার, কবি ও রাজনীতিক। ২৭ মার্চ ২০২৬ বালেন্দ্র শাহ ৪৭তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, এবং তিনি হন নেপালের ইতিহাসের কনিষ্ঠতম একই সঙ্গে মাধেসি নৃ-গোষ্ঠী থেকে প্রথম সরকার প্রধান।

রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (RSP)

রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি নেপালের একটি রাজনৈতিক দল। দেশটিতে অনুষ্ঠিত এবারের নির্বাচনে বালেন্দ্র শাহের নেতৃত্বাধীন দল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (RSP) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। দলটি ৬ মার্চ ২০২৪-১২ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত প্রচণ্ড নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের অংশীদার ছিল ও দলের ৪ জন মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী ছিল। ১ জুলাই ২০২২ দলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। RSP চেয়ারম্যান রবি লামিছানে।

জেন-জি বিপ্লব

২০২৪-২৫ সালে নেপালের অর্থনৈতিক সংকট, ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ধীরগতি, মূল্যস্ফীতি এবং জলবিদ্যুতের জন্য ভারতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলির নেতৃত্বাধীন নেপাল সরকার নতুন নিয়মনীতি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ দেখিয়ে ২৬টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মেসেজিং অ্যাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিয়ম মানায় টিকটকসহ শুধু পাঁচটি প্রতিষ্ঠান বিধিনিষেধের আওতার বাইরে রাখা হয়। এর প্রতিবাদে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাজধানী কাঠমান্ডুর রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন তরুণেরা। এ বিক্ষোভে ৭৭ জন নিহত হয়। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নেপালে জেন-জি'দের বিক্ষোভে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগে পদত্যাগ করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। সর্বশেষ ২৮ মার্চ ২০২৬ সাবেক প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলিকে ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখককে আটক করে পুলিশ।

www.boimate.com

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবসান

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং প্রথম কর্পোরেশন কোম্পানি। প্রায় দেড় শতাব্দী আগে এই কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ২০১০ সালে একই নাম ব্যবহার করে গড়ে ওঠা আধুনিক বিলাস পণ্যের ব্র্যান্ডটিও এবার দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠা

৩১ জুলাই ১৬০০ স্যার থমাস স্মিথের নেতৃত্বে লন্ডনের একদল ব্যবসায়ী রানি প্রথম এলিজাবেথের কাছে একটি আর্জি নিয়ে হাজির হন। তারা রানির কাছে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবসা করার সম্মতি ও রাজসনদ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। রানি প্রথম এলিজাবেথ তাদের সম্মতি দেন। রানীর প্রদত্ত সনদ এর মাধ্যমে সৃষ্ট কোম্পানির প্রাথমিক নাম ছিল The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies। পরবর্তীতে এই অঞ্চল থেকে মসলা ও অন্যান্য পণ্যের বাণিজ্য করতে ৭০,০০০ পাউন্ড পুঁজি নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়।

উপমহাদেশে কার্যক্রম

কেবল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটা সময় ভারতীয় উপমহাদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত হয়। ১৬১৫ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত স্যার টমাস রো-এর আগমনের মাধ্যমে কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। শুরুতে মুঘলদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলেও ১৬৩৯ সালে মাদ্রাজে দুর্গ নির্মাণের অধিকার পাওয়ার পর থেকেই তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হতে থাকে। বাংলায় কোম্পানির জয়যাত্রা শুরু হয় ১৬৩৩ সালে হরিহরপুরে ফ্যাক্টরি স্থাপনের মাধ্যমে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর কোম্পানি বাংলায় এক পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬৫ সালে তারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি (রাজস্ব আদায়) লাভ করে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আড়ালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গড়ে তোলে বিশাল এক সেনাবাহিনী। এই সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তারা দমন-পীড়ন ও জোরপূর্বক কর আদায় শুরু করে। কোম্পানির চরম অব্যবস্থাপনা ও লুণ্ঠনের ফলে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৭৬৫-১৭৮০ সালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতি বছর গড়ে তিন মিলিয়ন পাউন্ড বাংলা থেকে ব্রিটেনে পাচার করে। যা ছিল মোট রাজস্বের প্রায় ২৫%। ব্যক্তিগত সম্পদে কর্মচারীরা ফুলেফেঁপে উঠলেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানি দেউলিয়া হতে শুরু করে। ক্রমাগত লোকশান কোম্পানিকে শেষ পর্যন্ত ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ঋণের আবেদন করতে হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব এর পর ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। পরবর্তী সময়ে ১ জুন ১৮৭৪ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে।

বিলুপ্ত

মূল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর ২০১০ সালে সঞ্জীব মেহতা নামে একজন ব্রিটিশ-ভারতীয় উদ্যোক্তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামের স্বত্ব কিনে নিয়ে লন্ডনে এ কোম্পানিকে বিলাস পণ্যের (চা, চকলেট, মিষ্টান্ন ইত্যাদি) খুচরা ব্র্যান্ড হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু সেই পুনর্জাগরণ চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত আর্থিকভাবে টেকেনি। কোম্পানি ২০২৫ সালের অক্টোবরে লিকুইডেটর নিয়োগ করে। তখন প্রতিষ্ঠানটির মোট ঋণের পরিমাণ ৯.৫০ লাখ ইউরোর বেশি। ব্যবসা গুটিয়ে ফেলা বা বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে লিকুইডেটর নিয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোম্পানির সম্পদ বা সম্পত্তি বিক্রি করে তার দায়দেনা বা ধার পরিশোধ করা হয়।

ভিন্ন তথ্য

- **চা চুরি :** ১৮৪৮ সালে কোম্পানি রবার্ট ফরচুন নামক এক উদ্ভিদবিদকে ছদ্মবেশে চীনে পাঠায়। তিনি সেখান থেকে বহু চায়ের চারা এবং দক্ষ শ্রমিক পাচার করে ভারতে নিয়ে আসেন। এভাবেই চীনের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে ভারতে চা চাষ শুরু হয়।
- **রাজনীতিতে নবাবদের দাপট :** কোম্পানির যে কর্মকর্তারা ভারত থেকে প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করে ব্রিটেনে ফিরে যেতেন, তাদের ব্যঙ্গ করে Nabobs বলা হতো। তারা এতই ধনী ছিলেন যে, সেই টাকা দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আসন পর্যন্ত কিনে নিতেন।

চিত্রপট

প্রতিষ্ঠা : ৩১ ডিসেম্বর ১৬০০ ◦ প্রথম সদর দপ্তর : ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস, লন্ডন ◦ প্রথম গভর্নর : থমাস স্মিথ ◦ শেষ গভর্নর : লর্ড ক্যানিং ◦ প্রথম বিলুপ্ত : ১ জুন ১৮৭৪ ◦ পুনরুজ্জীবন : ২০১০ সালে ◦ পুনরায় বিলুপ্ত : ২০২৬ সালে।

ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি যৌথ হামলা

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ বহু পুরানো। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ওই দিন ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের ইরানে যৌথ হামলার মধ্য দিয়ে বিরোধে নতুন মাত্রা যোগ হয়। হামলার জবাবে ইরানও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। বিশ্বে আবারো শুরু হয় ধ্বংসযজ্ঞ আর মৃত্যুর মিছিল।

হামলা-পাল্টা হামলা

- যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক অভিযানের নামকরণ করে Operation Epic Fury বা মহাকাব্যিক উন্মাদনা।
- ইসরায়েল সামরিক অভিযানের নামকরণ করে Operation Roaring Lion বা গর্জনশীল সিংহ।
- হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ আরও কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিহত হয়।
- হামলার জবাবে ইরান পাল্টা হামলা চালায় যার নাম দেওয়া হয় Operation True Promise IV।
- ১ মার্চ : খামেনির মৃত্যুতে ইরানে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ও ৭ দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়।
- ৪ মার্চ : শ্রীলংকার উপকূলে ইরানি যুদ্ধজাহাজ IRIS Dena মার্কিন নৌবাহিনীর হামলার শিকার হয়।

হামলার লক্ষ্য

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে তিনটি লক্ষ্যে হামলা চালায়।

- প্রথমত, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে ইঙ্গিত করে আসন্ন হুমকি নির্মূল করা।
- দ্বিতীয়ত, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ও নৌবাহিনীকে ধ্বংস করা।
- তৃতীয়ত, ইরানের শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন।

তেল ও যুদ্ধের রাজনীতি

শতাব্দী ধরে বিশ্ব সভ্যতার চাকা সচল রাখার প্রধান জ্বালানি তেল, যাকে আধুনিক অর্থনীতির 'রক্তপ্রবাহ' বা 'কালো সোনা' (Black Gold) বলা হয়। কিন্তু এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক দেশের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে চরম অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে মাটির নিচে তেলের সমুদ্র লুকানো, সেই মাটির ওপরেই রচিত হয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী অধ্যায়গুলো। ভেনিজুয়েলার অর্থনৈতিক ধস থেকে শুরু করে ইরাকের ধ্বংসস্তূপ, কিংবা লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ—প্রতিটি ঘটনার নেপথ্যে মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে এই তরল হাইড্রোকার্বন। বিশ্বের প্রমাণিত তেল মজুতের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে হাতেগোনা কয়েকটি দেশ, যা তাদের হাতে তুলে দিয়েছে বৈশ্বিক দরকষাকষির এক অপরাজেয় শক্তি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি, তেলের রাজনীতি আরও জটিল ও বহুমাত্রিক রূপ নিয়েছে।

একদিকে যেমন ভেনিজুয়েলায় নাটকীয় অভ্যুত্থান ও মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদিকে ইরান ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার শিকল ভেঙে নতুন অর্থনৈতিক মেরুকরণ তৈরি করছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল ভাণ্ডারের ওপর বসে থেকেও ইরান যেন মহাসমুদ্রে ভাসমান এক তৃষ্ণার্ত নাবিক। বিপুল তেলসম্পদ থাকলেও ডলারভিত্তিক আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইরানের অর্থনীতি আজ ধুঁকছে।

মার্কিন সংবিধানে সামরিক অভিযান

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে, যেখানে সামরিক অভিযান নিয়ে বলা হয়— আর্টিকেল-১ এবং আর্টিকেল-২।

আর্টিকেল-১ অনুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা কেবলমাত্র কংগ্রেসের হাতে। আর্টিকেল-২ এ বলা হয়, প্রেসিডেন্ট হলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, ফলে তিনি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ৪ জুন ১৯৪২ সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কংগ্রেস এ পর্যন্ত ১১ বার যুদ্ধ ঘোষণা করে, যার মধ্যে ১৭ জুন ১৮১২ গ্রেট ব্রিটেনের সাথে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করে।

www.boimate.com

সর্বোচ্চ নেতা খামেনি নিহত
বিপ্লবী থেকে সুপ্রিম লিডার

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত আলী খামেনি পশ্চিমা অবরোধ, অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অনড় অবস্থানে ছিলেন। তার জীবন কেবল একজন ব্যক্তির ইতিহাস নয় বরং এটি সমকালীন ইরানের টিকে থাকা এবং সংগ্রামের এক জীবন্ত আখ্যান।

■ জন্ম : ১৯ এপ্রিল ১৯৩৯ আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ইরানের পবিত্র শহর মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আয়াতুল্লাহ সায়েদ জাওয়াদ খামেনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং মিতব্যয়ী আলেম।

■ শিক্ষাজীবন : প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা শেষ করে ১৯৫৮ সালে তিনি শিয়া ইসলামের প্রাণকেন্দ্র কৌম (Qom) শহরে পাড়ি জমান। কৌমে থাকাকালীন তিনি সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলেমদের সান্নিধ্য পান, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি। খামেনি কেবল আয়াতুল্লাহ খোমেনির ছাত্রই ছিলেন না, বরং তার বৈপ্লবিক ইসলামি দর্শনের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে ওঠেন। ফিকহ (ইসলামি আইন), দর্শন এবং কালাম শাস্ত্রে তার গভীর পাণ্ডিত্য তাকে অল্পবয়সেই একজন প্রতিশ্রুতিশীল আলেম হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়।

■ রাজনৈতিক দর্শন ও কারাবরণ : ১৯৫০-এর দশকের শেষভাগ থেকেই তিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে শুরু করেন। তার দর্শন ছিল কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। ১৯৬২ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনি যখন শাহের 'শ্বেত বিপ্লব' (White Revolution)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন, তখন আলী খামেনি ছিলেন তার অন্যতম প্রধান বার্তাবাহক। শাহের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা সাভাক (SAVAK)-এর অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলেন আলী খামেনি। ১৯৬৩-১৯৭৯ সালের মধ্যে তিনি মোট ৬ বার গ্রেপ্তার হন। ১৯৭৫ সালে তাকে তেহরানের 'যৌথ বিদ্রোহী-প্রতিরোধ কমিটি' কারাগারে বন্দি রাখা হয়। ১৯৭৭ সালে তাকে কারামুক্ত করার পরিবর্তে তিন বছরের জন্য ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৯৭৮ সালের শেষভাগে বিপ্লবের জোয়ার প্রবল হলে শাহের সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি সরাসরি তেহরানে ফিরে খোমেনির গঠিত 'বিপ্লবী কাউন্সিলে' যোগ দেন।

■ বিপ্লবের সেনাপতি থেকে রাষ্ট্রনায়ক : ইসলামি বিপ্লবের আলী খামেনি আর কেবল একজন ধর্মীয় নেতা থাকেননি; তিনি হয়ে ওঠেন নতুন ইসলামি প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্থপতি। ১৯৭৯ সালে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পান এবং নবগঠিত ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (IRGC)-এর তদারকি শুরু করেন। ২৭ জুন ১৯৮১ দেশটির বামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর এক বোমা হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। ওই হামলায় খামেনি তার ডান হাতের কার্যক্ষমতা সারা জীবনের জন্য হারিয়ে ফেলেন। ১৯৮১ সালে মোহাম্মদ আলী রাজাই আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর ৫ অক্টোবর খামেনি ইরানের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

■ সর্বোচ্চ নেতার দায়িত্বভার : ৩ জুন ১৯৮৯ সর্বোচ্চ নেতা খোমেনির মৃত্যুর পর ৪ জুন ইরানের 'অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস' আলী খামেনিকে নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। সে সময় খামেনি 'আয়াতুল্লাহ' পদমর্যাদার ছিলেন না (তিনি ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম)। পরবর্তী সময়ে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে শীর্ষস্থান অর্জন করে 'আয়াতুল্লাহ' হিসেবে স্বীকৃত হন। এছাড়া সাইয়েদ আলী খামেনি তার নামের আগে 'সাইয়িদ' উপাধি ব্যবহার করেন, যা দিয়ে বোঝানো হয় যে তিনি ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর।

খামেনি হত্যায় Blue Sparrow

খামেনিকে হত্যার অভিযানে ইসরায়েল 'ব্লু স্প্যারো' (Blue Sparrow) নামে শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে, যেটি আকাশ থেকে ছোড়ার পর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্য ঘুরে আবার পৃথিবীতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। ইসরায়েলের তৈরি 'স্প্যারো' ক্ষেপণাস্ত্রটি ১,২৪০ মাইল পথ পাড়ি দিতে সক্ষম। 'ব্লু স্প্যারো' আকাশ থেকে ছোড়া এমন এক সিরিজের ক্ষেপণাস্ত্র, যা মূলত রাশিয়ার 'স্কাড' ক্ষেপণাস্ত্রের আদলে তৈরি।

২৮ ফেব্রুয়ারি নিহত ইরানের শীর্ষ নেতা

আলি শামখানি	নিরাপত্তা পরিষদের সচিব
আবদুর রহিম মুসাভি	সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান
আজিজ নাসিরজাদেহ	প্রতিরক্ষামন্ত্রী
মোহাম্মদ পাকপুর	IRGC'র প্রধান কমান্ডার
মোহাম্মদ শিরাজি	সামরিক ব্যুরোর প্রধান
হোসেইন জাবাল আমেলিয়ান	SPND'র প্রধান
রেজা মোজাফফারি-নিয়া	SPND'র সাবেক প্রধান
সালেহ আসাদি	জ্যেষ্ঠ গোয়েন্দা কর্মকর্তা

এছাড়াও SNSC'র সেক্রেটারি আলি লারিজানী ১৭ মার্চ ২০২৬ নিহত হন এবং IRGC নৌপ্রধান আলি রেজা তাংসিরি ২৬ মার্চ ২০২৬ নিহত হন।

দক্ষিণ সুদানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক Bank of South Sudan (

নতুন সর্বোচ্চ নেতা

৮ মার্চ ২০২৬ ইরান নতুন সুপ্রিম লিডার হিসেবে মোজতবা হোসেইনি খামেনির নাম ঘোষণা করে। তিনি সাবেক সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দ্বিতীয় সন্তান। দেশটির ৮৮ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে গঠিত অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্ট সুপ্রিম লিডার নির্বাচন করে। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ মাশহাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দশকেরও বেশি সময় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় কাটালেও তিনি আয়াতুল্লাহ পদমর্যাদা অর্জন করতে পারেননি। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তেহরানে খামেনির বাসভবনে চালানো সেই প্রাণঘাতী হামলায় মোজতবার মা, স্ত্রী এবং এক বোনও নিহত হন। তবে হামলার সময় উপস্থিত না থাকায় মোজতবা প্রাণে বেঁচে যান। ৪ নভেম্বর ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্র মোজতবা খামেনির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মোজতবা বর্তমানে একজন 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা মধ্যম সারির আলেম। নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ নেতা হতে হলে 'আয়াতুল্লাহ' পদবী থাকা প্রয়োজন। তবে ১৯৮৯ সালে তার পিতার ক্ষেত্রেও একই সংকট তৈরি হলে সংবিধান সংশোধন করে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আয়াতুল্লাহ উপাধি

আয়াতুল্লাহ দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। একটি আয়াত ও অন্যটি আল্লাহ। যার অর্থ আল্লাহর নিদর্শন। এটি 'শিয়া' সম্প্রদায়ের উচ্চপদস্থ ধর্মীয় নেতাদের একটি সম্মানসূচক উপাধি। যারা উপাধিটি বহন করেন তারা গভীর পাণ্ডিত্য তথা কোরআন, হাদিস, ফিকহশাস্ত্র, সুন্নাহ, ইসলামি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণত হওজা ইলমিয়াতে শিক্ষকতা করেন। তবে এটি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নয় ইরানে আয়াতুল্লাহ কেবল ধর্মগুরু হিসেবে দায়িত্ব সামলান না। রাজনীতির ময়দানেও তারা যথেষ্ট দক্ষ। ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের পরে ধর্মীয় নেতৃত্বকে সর্বোচ্চ নেতা মানা হয়। রুহুল্লাহ খোমেনি ছিলেন ইরানের প্রথম সর্বোচ্চ নেতা।

■ গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ

আয়াতুল্লাহর চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে রয়েছে 'গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ' পদমর্যাদার অধিকারিকরা। এদের মারজা-এ-তকলীদও বলা হয়। ইরানসহ বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশেও এই ধর্মগুরুকে অনুসরণ করে চলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এদিকে সাধারণ আলেমদের বলা হয় হুজ্জাতুল ইসলাম। এছাড়া রাহবার অন্যতম উপাধি। ফারসি ভাষায় এর অর্থ 'নেতা'। ইরানের সংবিধানে সর্বোচ্চ নেতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'রাহবার-ই মোয়াজ্জম' বা 'সর্বোচ্চ নেতা' হিসেবে সম্বোধন করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি ও সৈন্য

১৫ জুলাই ১৯৫৮ লেবানন সংকটের সময় প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হয়। তখন সেখানে প্রায় ১৫,০০০ মেরিন ও সেনাসদস্য অবস্থান করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১৯টি স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ী সামরিক স্থাপনার এক বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। এর মধ্যে বাহরাইন, মিসর, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৮টি স্থায়ী ঘাঁটি রয়েছে। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ৪০-৫০ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর ৫ম ফ্লিটের সদর দপ্তর। গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন ঘাঁটির আদ্যোপান্ত—

- আল-উদেইদ বিমানঘাঁটি (কাতার) : ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ঘাঁটি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় বিমানঘাঁটি। ২৪ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই ঘাঁটিতে ড্রোনসহ প্রায় ১০০টি যুদ্ধবিমান রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় ১০,০০০ সেনার ঘাঁটিটি মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) সম্মুখ সদর দপ্তর হিসেবে কাজ করে।
- নেভাল সাপোর্ট অ্যাকটিভিটি (বাহরাইন) : ব্রিটিশ নৌ-স্থাপনা এইচএমএস জুফেয়ারের স্থলে নির্মিত এই ঘাঁটিতে প্রায় ৯,০০০ সামরিক ও বেসামরিক কর্মী রয়েছে। মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহর-এর প্রধান কেন্দ্র এটি।
- এরবিল বিমানঘাঁটি (ইরাক) : উত্তর ইরাক ও সিরিয়ায় আকাশ অভিযানের জন্য এই ঘাঁটি ব্যবহৃত হয়। এখানে অবস্থানরত মার্কিন সেনারা কুর্দি ও ইরাকি বাহিনীকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। ইরাকে বর্তমানে প্রায় ২,৫০০ মার্কিন সেনা রয়েছে।
- ক্যাম্প আরিফজান (কুয়েত) : কুয়েত সিটি থেকে ৫৫ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এটি মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি প্রধান লজিস্টিক ও কমান্ড হাব। ১৯৯৯ সালে নির্মিত ঘাঁটিটি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের রসদ সরবরাহের মূল কেন্দ্র। কুয়েতে বর্তমানে প্রায় ১৩,৫০০ মার্কিন সেনা রয়েছে।
- আল-দাফরা বিমানঘাঁটি (সংযুক্ত আরব আমিরাত) : প্রায় ৩,৫০০ সেনার এই ঘাঁটি মূলত নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও আকাশপথে যুদ্ধের সহায়তা দেয়। এখানে এফ-২২ র‍্যাপ্টর স্টিলথ ফাইটার ও অত্যাধুনিক নজরদারি ড্রোন এবং এওয়াকস সিস্টেম মোতায়েন রয়েছে।
- মুওয়াফফাক সালতি বিমানঘাঁটি (জর্ডান) : লেভান্ত অঞ্চলে মার্কিন অভিযানের প্রধান কেন্দ্র। জর্ডানে বর্তমানে প্রায় ৩,৮০০ মার্কিন সেনা রয়েছে।
- প্রিন্স সুলতান বিমানঘাঁটি (সৌদি আরব) : সৌদি আরবে বর্তমানে প্রায় ২,৭০০ মার্কিন সেনা রয়েছে, যার মূল কেন্দ্র রিয়াদের কাছে প্রিন্স সুলতান বিমানঘাঁটি।

দক্ষিণ সুদানের মুদ্রা সাউথ সুদানিজ পাউন্ড

www.boimate.com

ইরানে ইসলামি বিপ্লব

উনবিংশ শতাব্দী থেকে যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, যা দীর্ঘদিনের অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে। শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভির বিভিন্ন নীতি ও দমনমূলক শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়। মূলত এ অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের সূচনা হলেও এটাই একমাত্র কারণ নয়। এর শিকড়টা আসলে আরও গভীরে গাঁথা।

▣ বিপ্লবের সূচনা

১৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ইরানের শাসনক্ষমতায় বসেন রেজা শাহ পাহলভি। তিনি তার বড় বড় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জার্মান প্রযুক্তির ওপর অনেকটাই নির্ভর করতেন। এতে মিত্রশক্তি (যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ ও সোভিয়েত সেনারা ইরানে আক্রমণ করেন এবং দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ রেজা শাহকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তবে কার্যকর বিকল্প না থাকায় মিত্রবাহিনী তার ছেলে মোহাম্মদ রেজা পাহলভিকে শাসনক্ষমতায় বসায়। তখন তার বয়স ছিল ২২ বছর। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তুরস্কের পরে দ্বিতীয় মুসলিম দেশ হিসেবে ইরান রাষ্ট্রটিকে ৬ মার্চ ১৯৫০ স্বীকৃতি দেয়। তখন থেকে ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২৮ এপ্রিল ১৯৫১ ইরানের প্রধানমন্ত্রী হন মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। তিনি দেশের তেলশিল্প জাতীয়করণ করেন। এই তেলশিল্প তখন পুরোপুরি যুক্তরাজ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৫৩ সালের আগস্টে শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে বরখাস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মোসাদ্দেকের জনপ্রিয়তা এতটাই বেশি ছিল যে উল্টো শাহকেই দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। কয়েক দিন পর ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে নাটকীয় এক অভ্যুত্থান ঘটে। শাহ আবার দেশে ফিরে এসে ইরানের শাসক হন। ফলে ইসরায়েলের সঙ্গেও একধরনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। একসময় তিনি শাহ থেকে শাহেনশাহ (রাজাদের রাজা) খেতাব গ্রহণ করেন। ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সহায়তায় ২০ মার্চ ১৯৫৭ ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা 'সাভাক' (Sāzmān-e Ettel't va Amniyat-e Keshvar-SAVAK) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল শাহের গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী। ১৯৬০ সালে ইসরায়েল তেহরানে দূতাবাস চালু করে।

▣ White Revolution

২৬ জানুয়ারি ১৯৬৩ শাহ White Revolution নামে একটি বড় সরকারি কর্মসূচি শুরু করেন। এতে ভূমি সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন, নারীদের ভোটাধিকার এবং নিরক্ষরতা কমানোর উদ্যোগ ছিল। অনেকেই এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানালেও কিছু ইসলামি নেতা মনে করতেন, এটি ইরানকে অতিরিক্তভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ১৯৭৮ সালের পুরো সময়জুড়ে একের পর এক বিক্ষোভ, সহিংস দমন-পীড়ন এবং আবার নতুন বিক্ষোভ চলতে থাকে। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তেহরানে এক বিশাল সমাবেশে সেনারা গুলি চালান এবং যাকে ব্লাক ফ্রাইডে নামে অভিহিত করা হয়। এতে বহু মানুষ নিহত হন। ৬ নভেম্বর সংকট সামাল দিতে শাহ একটি সামরিক সরকার গঠন করেন। ১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ শাহ চিকিৎসার জন্য ইরান ছাড়েন। পরে তিনি আর দেশে ফেরেননি।

প্রতিরোধ অক্ষ

Axis of Resistance বা 'প্রতিরোধ অক্ষ' হলো ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর একটি নেটওয়ার্ক। লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনসহ বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও সশস্ত্র দল নিয়ে 'প্রতিরোধ অক্ষ' গঠন করে ইরান। ইরানের নেতৃত্বে থাকা এ জোটে রয়েছে— হামাস, হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুদি বিদ্রোহী ও ইরাকি শিয়া মিলিশিয়ারা। আর রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিরোধের অক্ষে ছিল সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সরকার। ইরানের রক্ষীবাহিনীর একটি বিশেষ শাখাই রয়েছে এই সামরিক সম্প্রসারণের দায়িত্বে, যার নাম 'কুদস ফোর্স (Quds Force)। এ রকম প্রক্সি বা মদদপুষ্ট সামরিক গোষ্ঠী তৈরি করার পেছনে মূল কারণ, যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ এড়ানো।

IRGC

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ইরানি সামরিক বাহিনীর একটি শাখা। ইরানের IRGC দেশের ইসলামি ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নির্দেশে ৫ মে ১৯৭৯ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানি সংবিধান অনুসারে ইরানি সেনাবাহিনী দেশটির সীমান্ত প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকে অন্যদিকে IRGC রাষ্ট্রকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে। ইরানের কৌশলগত অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে। এছাড়া ইসলামি শাসনব্যবস্থার নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বৈদেশিক হস্তক্ষেপ, সামরিক অভ্যুত্থান বা ভ্রষ্ট আন্দোলন প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। IRGC'র পাঁচটি শাখা রয়েছে— স্থল বাহিনী, মহাকাশ বাহিনী, নৌবাহিনী, কুদস ফোর্স, বাসিজ। বাসিজ আনুষ্ঠানিকভাবে Organization for Mobilization of the Oppressed নামে পরিচিত। ১৯৭৯ সালে স্বেচ্ছাসেবী আধা সামরিক সংস্থা হিসেবে এটি গঠিত হয়। ১৫ এপ্রিল ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্র IRGC-কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে।

বিপ্লব পরবর্তী যত সংকট

- ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ : ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি দীর্ঘ ১৫ বছর (ইরাক ও ফ্রান্সে) নির্বাসন জীবন কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই থেকে ইসলামিক ইরানের যাত্রা শুরু হয়।
- ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ : ইরানের সেনাবাহিনী নিজেদের 'নিরপেক্ষতার' ঘোষণা দেয়। পতন ঘটে ২৫০০ বছরের পুরানো পারসিক রাজতন্ত্রের এবং চূড়ান্ত জয় পায় ইসলামি বিপ্লব।
- ৩০-৩১ মার্চ ১৯৭৯ : ইরানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেওয়ার লক্ষ্যে খোমেনি গণভোট আয়োজন করেন। গণভোটে ঘোষণার পক্ষে ৯৯.৩১% ভোট পড়ে।
- ১ এপ্রিল ১৯৭৯ : গণভোটের মাধ্যমে ইরানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।
- ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ : ইরানে আক্রমণ চালায় ইরাক। যুদ্ধটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো পরিখা, মেশিনগান ও বেয়নেট ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এছাড়া ইরাক ইরানি ও ইরাকি কুর্দিদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে।
- ২২ জুন ১৯৮১ : ইরানের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট বনি সাদরকে বরখাস্ত করা হয়।
- ২৮ জুন ১৯৮১ : তেহরানে ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টির (IRP) সদর দপ্তরে বোমা হামলায় বিচার বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ বেহেশতিসহ ডজনখানেক শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হন।
- ৩০ আগস্ট ১৯৮১ : প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ-আলি রাজাই ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ বাহোনার তেহরানে এক বৈঠকে বোমা হামলায় নিহত হন।
- ৬ জুন ১৯৮২ : ইসরায়েল লেবাননে আগ্রাসন চালায়। ইরান তখন লেবাননের প্রতিরোধ আন্দোলন-পরবর্তীতে হিজবুল্লাহকে অর্থায়ন শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ইরানের সমর্থনে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ গড়ে ওঠে।
- ২৯ অক্টোবর ১৯৮৭ : পারস্য উপসাগরে মার্কিন ও অন্যান্য দেশের জাহাজের বিরুদ্ধে ইরানের পদক্ষেপ এবং সন্ত্রাসবাদের প্রতি ইরানের সমর্থনের অভিযোগে প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।
- ২০ আগস্ট ১৯৮৮ : জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইরান-ইরাক যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।
- ৩ জুন ১৯৮৯ : ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি মারা যান।
- ২১ জুন ১৯৯০ : ইরানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় ৪০,০০০ মানুষ নিহত হন।
- ৬ মে ১৯৯৫ : ইরানের সাথে মার্কিন বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ইরানের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসবাদে' পৃষ্ঠপোষকতা ও পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করার অভিযোগ তোলে যুক্তরাষ্ট্র।
- ২৯ জানুয়ারি ২০০২ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরানকে উত্তর কোরিয়া ও ইরাকের সঙ্গে 'শয়তানের অক্ষশক্তি' (Axis of Evil) হিসেবে অভিহিত করেন।
- ৯ নভেম্বর ২০০৩ : ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি স্থগিত এবং জাতিসংঘের পরিদর্শকদের অধিকতর প্রবেশাধিকার দেওয়ার ঘোষণা দেয় ইরান।
- ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ : জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইরানের সংবেদনশীল পারমাণবিক উপকরণ ও প্রযুক্তি বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।
- ১২ জুন ২০০৯ : প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদের পুনর্নির্বাচনকে কারচুপির মাধ্যমে করা হয়— এমন অভিযোগ তোলে সংস্কারপন্থি বিরোধীরা। এরপর কয়েক মাস ধরে সারাদেশে লাখো মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেয়, যা Green Movement নামে পরিচিত হয়।
- ১৪ জুলাই ২০১৫ : অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্য দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়া) এবং জার্মানির সঙ্গে ইরানের Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) নামে একটি পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে নিষেধাজ্ঞা শিথিলের বিনিময়ে ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করতে সম্মত হয়।
- ৮ মে ২০১৮ : JCPOA থেকে একতরফাভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- ৩ জানুয়ারি ২০২০ : ইরাকের রাজধানী বাগদাদে মার্কিন ড্রোন হামলায় IRGC'র কুদস ফোর্স প্রধান কাসেম সোলেইমানি নিহত হন।
- ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ : পুলিশি হেফাজতে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনি নিহত হওয়ার পর আবারও বিক্ষোভে উত্তাল হয়, তখন ৫৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়।
- ১ এপ্রিল ২০২৪ : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে হামলা চালায় ইসরায়েল, এতে IRGC'র দুই শীর্ষ জেনারেলসহ ১১ জন নিহত হয়।
- ১৩-১৪ এপ্রিল ২০২৪ : ইরান Operation True Promise নামে ইসরায়েলে হামলা চালায়।
- ১৩ জুন ২০২৫ : ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করে। যার নাম দেওয়া হয় Operation Rising Lion।
  – হামলার জবাবে ইরান ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালায় যার নাম দেওয়া হয় Operation True Promise III।
- ২২ জুন ২০২৫ : যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় Operation Midnight Hammer নামে অভিযান চালায়।
- ২৪ জুন ২০২৫ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণায় ইরান ও ইসরায়েল উভয়পক্ষ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়।
- ১৮ অক্টোবর ২০২৫ : JCPOA'র সব ধারা ও বিধান বাতিল বলে গণ্য হয়।
- ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ : মুদ্রার দরপতন ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে তেহরানে বিক্ষোভ শুরু হয়।
- ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ : আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

www.boimate.com

তথ্যকোষ

খার্গ দ্বীপ

খার্গ দ্বীপ (Kharg Island) ইরানের Persian Gulf-এ অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। এটি ইরানের উপকূল থেকে প্রায় ২৮ কিমি দূরে এবং বুশেহর বন্দর থেকে প্রায় ৫৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এছাড়া এটি হরমুজ প্রণালি থেকে প্রায় ৪৮৩ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। দ্বীপটির মোট আয়তন প্রায় ২২ বর্গকিলোমিটার। প্রশাসনিক ভাবে দ্বীপটি Bushehr Province-এর অধীনে পরিচালিত হয়। খার্গ দ্বীপ ইরানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি কেন্দ্র। ইরানের মূল তেল রপ্তানি টার্মিনালটির অবস্থানও এ দ্বীপে। ইরানের প্রায় ৯০% তেল রপ্তানি (যার মধ্যে রয়েছে ক্রুড অয়েল, সার, তরল গ্যাস ইত্যাদি) এই টার্মিনালের মাধ্যমে হয়। এজন্য এটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি প্রধান তেলক্ষেত্র— আবোজার, ফোরুজান ও দোরুদ থেকে তেল এখানে আসে এবং প্রক্রিয়াজাত হয়ে বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগে এটি বাণিজ্যিক জাহাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা বিরতির স্থান ছিল। ১৯৫৬ সালে দ্বীপে তেল সংরক্ষণাগার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৬০-এর দশকে রেজা শাহ পাহলভীর আমলে মার্কিন কোম্পানি Amoco-এর সহায়তায় এটি বড় তেল টার্মিনালে পরিণত হয়। ১৯৭৫ সালের মধ্যে এখানে তিনটি বড় তেল টার্মিনাল ছিল। এর ফলে খার্গ দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম অফশোর ক্রুড অয়েল টার্মিনালে পরিণত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা শুরু করলে দেশটি হামলার আশঙ্কায় দ্বীপে তেলের মজুত কমিয়ে ফেলে। ১৩ মার্চ ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র খার্গ দ্বীপে ইরানের সামরিক স্থাপনায় বোমা হামলা করে।

FACT FILE

আয়তন : প্রায় ২২ বর্গ-কিলোমিটার ● নাম : খার্গ দ্বীপ (Kharg Island) ● ইরানিদের কাছে পরিচিত নিষিদ্ধ দ্বীপ নামে ● এই দ্বীপ থেকে ইরানের ৯০% জ্বালানি তেল রপ্তানি হয় ● প্রতি বছর প্রায় ৯৫ কোটি ব্যারেল তেল এই দ্বীপ থেকে রপ্তানি হয় ● IRGC নিয়ন্ত্রিত দ্বীপটিতে কেবল অনুমতি পেলেই যাওয়া যায় ● রেজা শাহ পাহলভির শাসনামলে দ্বীপটি ছিল রাজবন্দীদের নির্বাসনকেন্দ্র।

হরমুজ প্রণালি

হরমুজ প্রণালি (Strait of Hormuz) একটি জলপথ, যা তেলসমৃদ্ধ পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং ইরানকে আরব উপদ্বীপ থেকে পৃথক করেছে। ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিদদের মতে, হরমুজ নামটি এসেছে স্থানীয় ফারসি শব্দ হুর-মঘ থেকে, যার অর্থ খেজুর গাছ। এর উত্তরে ইরান এবং দক্ষিণে রয়েছে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। হরমুজ প্রণালির সবচেয়ে সরু অংশটি মাত্র ৩৩ কিমি চওড়া। বিশ্বের শীর্ষ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথগুলোর একটি এই হরমুজ প্রণালি। প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে যত তেল এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) সরবরাহ হয়, তার এক পঞ্চমাংশই যায় এই হরমুজ প্রণালি দিয়ে। এই রপ্তানির প্রায় চার-পঞ্চমাংশই আসে এশিয়ায়। জাহাজ চলাচলের জন্য এখানে নির্দিষ্ট দুটি লেন বা পথ রয়েছে, যার প্রতিটি প্রায় ৩ কিমি চওড়া। দুটি লেনের মাঝখানে ৩ কিলোমিটারের একটি নিরাপদ অঞ্চল রয়েছে। এই লেনগুলোর বেশিরভাগ অংশ ওমানের জলসীমায় পড়লেও আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের আওতায় এগুলো বৈশ্বিক নৌপথ হিসেবে স্বীকৃত। এই প্রণালি ব্যবহার করে মূলত সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান তাদের তেল ও গ্যাস রপ্তানি করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইরান-ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সংঘাতের জেরে ইরান এই প্রণালি বন্ধের ঘোষণা দিলে বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়।

ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট

ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট (Desalination Plant) এমন একটি শিল্প স্থাপনা, যা সমুদ্রের লবণাক্ত পানি থেকে লবণ, খনিজ পদার্থ এবং অন্যান্য উপাদান অপসারণ করে সুপেয় পানি উৎপাদন করে। প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে পানি ডিস্যালিনেট করা হয়— রিভার্স অসমোসিস (RO) এবং থার্মাল ডিস্টিলেশন (TD)। RO পদ্ধতিতে উচ্চ চাপে পানি অর্ধভেদ্য ঝিল্লির মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়, যা লবণ আটকিয়ে ৫০-৬০% পানি সুপেয় করে। অন্যদিকে, TD পদ্ধতিতে পানি গরম করে বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বে ২০,০০০ বেশি ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট রয়েছে। এসব প্ল্যান্ট থেকে দৈনিক ১৪২ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি পাওয়া যায়। ১৯ শতকের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডে থার্মাল ডিস্যালিনেশন পরীক্ষা শুরু হয়। ১৯৫০-এর দশকে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রথম বাণিজ্যিক RO প্ল্যান্ট স্থাপিত হলেও বর্তমানে এই প্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র হলো মধ্যপ্রাচ্য। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল বা জিসিসির সদস্যরাষ্ট্রগুলোতেই বিশ্বব্যাপী পানি লবণমুক্তকরণ সক্ষমতার প্রায় ৬০% অবস্থিত। প্রাকৃতিক মিঠাপানির অভাবে সৌদি আরব তাদের চাহিদার ৭০%, কুয়েত ৯০% এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ৪২% পানির জন্য এই প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে একক দেশ হিসেবে সৌদি আরব বিশ্বের মোট ডিস্যালিনেশন করা পানির ৩০% উৎপাদন করে।

আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিএনপি ৯টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে, তার অন্যতম ছিল ফ্যামিলি কার্ড, খাল খনন কর্মসূচি, কৃষক কার্ড, ই-হেলথ কার্ড, ইমাম-মুয়াজ্জিন ও ধর্মগুরুদের জন্য সম্মানী। এছাড়া রয়েছে কৃষিঋণ মওকুফ। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর এ সকল কর্মসূচির কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে শুরু করে।

১০ মার্চ ২০২৬ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকার কড়াইল বস্তি থেকে বহুল প্রতীক্ষিত 'ফ্যামিলি কার্ড' বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচির মূল দর্শন— 'ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক'। অর্থাৎ একটি কার্ডের মাধ্যমেই পুরো পরিবারের খাদ্য ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এর আগে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ফ্যামিলি কার্ড প্রদান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়।

ফ্যামিলি কার্ড (Family Card) মূলত একটি বিশেষ ডেটাবেস ভিত্তিক পরিচয়পত্র, যার মাধ্যমে যোগ্য পরিবারগুলো নিয়মিত সরকারি আর্থিক অনুদান পাবে। অর্থাৎ এটি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্ড। এই কার্ডের অর্থ সরাসরি পরিবারের গৃহকর্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

লক্ষ্য ও সুবিধা

ফ্যামিলি কার্ডের প্রধান লক্ষ্য ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এই ফ্যামিলি কার্ডের আওতাধীন প্রতিটি পরিবার নিচের সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবে।

- আর্থিক সহায়তা : প্রতিটি কার্ডধারী পরিবারকে প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
- খাদ্য নিরাপত্তা : টাকার পরিবর্তে বা পাশাপাশি চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, লবণসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তি : এটি কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নয়, বরং দেশের প্রতিটি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে এই ডিজিটাল কার্ডের আওতায় আনা হবে।

কারা পাবেন

- ভূমিহীন ব্যক্তি বা পরিবার ● হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যগণ
- গৃহহীন মানুষ যাদের নিজস্ব বাসস্থান নেই
- প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন পরিবার
- বেদে বা যাযাবর গোষ্ঠী ● ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার
- স্বল্প জমির মালিক, যাদের জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম।

পাইলটিং প্রকল্প

দেশের ১৩ জেলার মোট ১৪টি উপজেলা/থানার ১৪টি ওয়ার্ডে ফ্যামিলি কার্ডের পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়। এগুলো হলো—

- বনানী (কড়াইল, সাততলা, ভাসানটেক বস্তি)
- মিরপুর সার্কেল/শাহ আলী
- পাংশা (রাজবাড়ী)
- পতেঙ্গা (চট্টগ্রাম)
- বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
- লামা (বান্দরবান)
- খালিশপুর (খুলনা)
- চরফ্যাশন (ভোলা)
- দিরাই (সুনামগঞ্জ)
- ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
- বগুড়া সদর
- লালপুর (নাটোর)
- ঠাকুরগাঁও সদর ও
- নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর)

কার্ডের গুরুত্ব

বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সংখ্যা কম নয়— বয়স্ক ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফসহ নানা উদ্যোগ চালু রয়েছে। কিন্তু এগুলো বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে একই পরিবার একাধিক সুবিধা পায়, আবার প্রকৃত দরিদ্ররা বাদ পড়ে, যা অদক্ষ সম্পদ বণ্টন এবং বণ্টন বৈষম্য উভয়ই বাড়ায়। সামাজিক সুরক্ষার মূল উদ্দেশ্য— ঝুঁকি কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাস, তখন পূরণ হয় না। ফ্যামিলি কার্ড এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার একটি কাঠামোগত সুযোগ তৈরি করবে। একক প্লাটফর্মে বিভিন্ন সহায়তা একত্র হলে অপচয় কমবে, লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা বাড়বে এবং পরিবারগুলো নিয়মিত ও পূর্বানুমেয় সহায়তা পাবে। এতে প্রশাসনিক ব্যয় কমবে এবং একই সম্পদ দিয়ে বেশি পরিবারকে সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হবে যেখানে, সেটা হলো— নাগরিকেরা ফ্যামিলি কার্ডকে সহায়তা বা অনুগ্রহ হিসেবে নয়, অধিকার হিসেবে বিবেচনা করবে।

এছাড়া ফ্যামিলি কার্ডকে একটি 'সামাজিক সুরক্ষা ফ্লোর' হিসেবে গড়ে তোলা গেলে প্রতিটি পরিবার ন্যূনতম আয় ও খাদ্যনিরাপত্তা পাবে। এর প্রভাব শুধু তাৎক্ষণিক নয়, দীর্ঘ মেয়াদেও গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যামিলি কার্ডের লক্ষ্য কেবল সহায়তা দেওয়া নয়, বরং পরিবারকে ধাপে ধাপে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সহায়তা করা, যা 'পভার্টি গ্র্যাজুয়েশন' পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

www.boimate.com

কৃষকের সেবায়
কৃষক কার্ড

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ 'কৃষক কার্ড' চালুর লক্ষ্যে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে কমিটি গঠন করে। ১৪ এপ্রিল ২০২৬ পরীক্ষামূলকভাবে 'কৃষক কার্ড' বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। 'কৃষক কার্ড' কেবল একটি পরিচয়পত্র নয়; এটি দেশের প্রতিটি কৃষকের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে ধাপে ধাপে কৃষকদের বিভিন্ন সরকারি সেবা দেওয়া হবে। কৃষক কার্ডের আওতায় কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনা, সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ, ন্যায্যমূল্যে সেচ সুবিধা, সহজ শর্তে কৃষিঋণ, কৃষি বীমার সুবিধা, ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির সুযোগ, কৃষি প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আবহাওয়া ও বাজার সংক্রান্ত তথ্য এবং ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনে পরামর্শ পাবেন।

এ সুবিধা শুধু শস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; মৎস্য চাষী, প্রাণিসম্পদ খামারি ও দুগ্ধ খামারিরাও এই কার্ডের আওতায় আসবেন। দেশের ৮ বিভাগের ৯টি উপজেলার ৯টি ব্লকে কৃষক কার্ড বিতরণ করা হবে। নির্বাচিত উপজেলাগুলো হলো— টাঙ্গাইল সদর, বগুড়ার শিবগঞ্জ, পঞ্চগড় সদর, জামালপুরের ইসলামপুর, ঝিনাইদহের শৈলকুপা, পিরোজপুরের নেছারাবাদ, মৌলভীবাজারের জুড়ী, কুমিল্লা সদর ও কক্সবাজারের টেকনাফ। এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা গড়ে ২,৫০০ টাকা করে ভর্তুকি বা কৃষি উপকরণ সহায়তা পাবেন। এ ছাড়া খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে নির্দিষ্ট শ্রেণির কৃষকদের জন্য সরকার নির্ধারিত হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করবে।

ইমাম-মুয়াজ্জিন ও ধর্মগুরুর জন্য সম্মানী

ইমাম-মুয়াজ্জিন ও খাদেমসহ ধর্মগুরুদের জন্য সম্মানী চালুর উদ্যোগ নেয় সরকার। এর মাধ্যমে সারাদেশে ৪,৮০৯টি মসজিদ, ৯৯০টি মন্দির, ১৪৪টি বৌদ্ধ বিহার ও ৩৯৬টি গির্জার ধর্মগুরুদের মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে। পাইলট প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি মসজিদের জন্য ১০,০০০ টাকা এবং মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও খ্রিস্টান চার্চের জন্য ৮,০০০ টাকা বরাদ্দ থাকবে। ১৪ মার্চ ২০২৬ এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

- প্রতিটি মসজিদের ইমাম ৫,০০০, মুয়াজ্জিন ৩,০০০ ও খাদেম ২,০০০ টাকা।
- পুরোহিত ৫,০০০ ও সেবাইত ৩,০০০ টাকা।
- বিহার অধ্যক্ষ ৫,০০০ টাকা ও উপাধ্যক্ষ ৩,০০০ টাকা।
- পালক/যাজক ৫,০০০ ও সহকারী পালক/যাজক ৩,০০০ টাকা।

ই-হেলথ কার্ড

মানসম্মত ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সবার জন্য আসছে 'সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ' কর্মসূচি। এর আওতায় দেওয়া হবে ই-হেলথ কার্ড। ৪ মার্চ ২০২৬ 'ই-হেলথ' কার্ড চালুর নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

যেখানে মিলবে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা ব্যয়ে সহায়তা ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিসহ এক ছাতার নিচে ১০ ধরনের সুবিধা। কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে নিয়োগ দেওয়া হবে এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী। প্রাথমিকভাবে একটি জেলায় 'পাইলট প্রকল্প' হিসেবে এর কাজ শুরু হবে, যা পরে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা হবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মস্থলে যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের মর্যাদা, নিরাপত্তা, পেশাগত উন্নয়ন ও পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালাও প্রণয়ন করা হবে। এ কর্মসূচির আওতায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (PPP) মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক সেবা কাঠামো গড়ে তোলা হবে। রোগীদের জরুরিভিত্তিতে আনা নেওয়ার জন্য একটি বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স পুল গঠন হবে। যেখানে সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্স থাকবে। পুলের অ্যাম্বুলেন্সের গতি ও অবস্থান দেখা যাবে অ্যাপের মাধ্যমে। এছাড়া ঢাকার সব হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে নেওয়া হবে বিশেষ প্রকল্প। ২০১৮ সালে ভারতে এ ধরনের কর্মসূচি শুরু হয় 'আয়ুষ্মান ভারত' নামে। যুক্তরাজ্যে এ ধরনের কর্মসূচি আছে 'জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা' নামে এবং 'সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা' নামে কর্মসূচি চলছে থাইল্যান্ডে।

খাল খনন কর্মসূচি

১৬ মার্চ ২০২৬ দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার সাহা পাড়া খাল খননের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আবার খাল খনন কর্মসূচি শুরু হয়। এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ প্রজ্ঞাপন জারি করে 'দেশব্যাপী নদী-নালা-খাল, জলাধার খনন ও পুনঃখনন' কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে সেল গঠন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) ও পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ। এর আওতায় সরকার আগামী পাঁচ বছরে ২০,০০০ কিমি নদী-খাল খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

শুরুর কথা

১ নভেম্বর ১৯৭৬ জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকাকালে যশোরের শার্শা উপজেলার উলাশী এলাকায় 'বেতনা নদী' পুনর্খনন কাজ উদ্বোধন করে দেশে প্রথম 'খাল খনন কর্মসূচির' সূচনা করেন। একই সালের ১৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র নদ পুনর্খনন কাজ উদ্বোধন করেন। ২১ এপ্রিল ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বগ্রহণ করে জিয়াউর রহমান ২০ আগস্ট দেশের প্রতিটি থানায় উলাশী ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দেন। ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে দেশব্যাপী এক খাল খনন কর্মসূচি শুরু হয়। এটি ছিল ক্ষেত-খামারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তার একটা বৈপ্লবিক কর্মসূচির অংশ। এ উপলক্ষে তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করে খাল খনন বা পুনর্খননের কাজে অংশ নেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজেই কোদাল হাতে করে কাজে নেমে যান। অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খননে অংশ নেওয়া নিছক একটা প্রচারণা বলে মনে হলেও এই পরিকল্পনা হাজার হাজার গ্রামবাসীকে গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং জিয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ভূমিকায় জনমনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

সারা দেশে খাল খনন করে প্রাকৃতিক জলাধার নির্মাণের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে উপরিভাগের পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং খালগুলোতে মাছের উৎপাদনও বাড়ে। ১৯৭৯-১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত শহিদ জিয়াউর রহমান সারা দেশে ১৫০০-এর বেশি খাল খনন করেন, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬,০০০ কিমি। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে কৃষিতে। কৃষকদের জন্য এটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের সেচ সুবিধা ছিল, ফলে তাদের অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যয় বহন করতে হয়নি। শুধু সেচের আওতা বৃদ্ধিই নয়, গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য সহায়তারও পথ খুলে দেয় খাল খনন কর্মসূচি। কার্যত, এটি ছিল একসঙ্গে অনেক সাফল্য অর্জনের একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচি। খাল খনন কর্মসূচির ফলে ১৯৮০ সালে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। এই কর্মসূচি গ্রামীণ স্বনির্ভরতা বাড়াতে সহায়ক ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জয়নগরে পুনরায় খাল খনন কর্মসূচি চালু করেন, যা স্থানীয় কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

কৃষিঋণ মওকুফ
ঘোষণা থেকে বাস্তবায়ন

- **২৯ জানুয়ারি ২০২৬:** রাজশাহীতে তারেক রহমান ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফের ঘোষণা দেন।
- **৬ ফেব্রুয়ারি:** বিএনপির প্রকাশিত ইশতেহারে কৃষিঋণ মওকুফের অঙ্গীকার।
- **১৭ ফেব্রুয়ারি:** নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকারের দায়িত্ব নেয় বিএনপি
- **২৬ ফেব্রুয়ারি:** মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফের সিদ্ধান্ত।

সুফল পাবেন শস্য, ফসল, মৎস্য ও পশুপালন খাতের **১২ লাখ কৃষক**

- ১৯৯১-১৯৯৬ মেয়াদে বিএনপি সরকার ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করে।

সরকারের ব্যয় হবে ১,৫৫০ কোটি টাকা।

www.boimate.com

পার্লামেন্টারি কোষ (পর্ব-২)

১২ মার্চ ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। এ উপলক্ষে পার্লামেন্টের বিভিন্ন শব্দ নিয়ে আয়োজন—

Ruling Party : ক্ষমতাসীন দল

ক্ষমতাসীন দলের ইংরেজি Ruling Party অর্থাৎ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল বা জোট ক্ষমতায় আসীন হয়। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা এই দল থেকে নির্বাচিত/মনোনীত হন। ক্ষমতাসীন দলকে Party in Power ও বলা হয়। সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় ক্ষমতাসীন দলের দায়িত্বশীল ও সহিষ্ণু ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Majority Party : সংখ্যাগরিষ্ঠ দল

Majority Party বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলো যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট বা আসন পায় সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রেসিডেন্ট সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান।

Majority Government : সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার

Majority Government বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার বলতে মূলত সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া দলের সরকার। এ ধরনের সরকার মজবুত হয়। অন্য দলের আস্থা হারালেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকারের পতন ঘটে না। এ রকম সরকার সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব সহজে মোকাবেলা করতে পারে।

Opposition Party : বিরোধী দল

সরকার বিরোধী সকল দল নিয়ে সংসদের বিরোধী দল গঠিত হয়। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসন পায় সেটিকে বলে Official Opposition. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Adjournment : মুলতবি

পার্লামেন্টারি পরিভাষায় মুলতবি বলতে পার্লামেন্টের বা কমিটির সভা স্বল্পসময় বা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা বুঝায়। পার্লামেন্টে চলা কোনো বিতর্ক স্থগিত বা বন্ধ করার সময়ও 'মুলতবি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

Quorum : কোরাম

কোরাম বলতে বোঝায় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে উপস্থিত ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা। কোরামের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না থাকলে সংসদের কার্যক্রম চলতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কোরাম বিভিন্ন সংখ্যক সদস্য নিয়ে হয়। যেমন— ব্রিটিশ কমন্সসভায় কমপক্ষে ৪০ জন এমপি উপস্থিত না থাকলে কোরাম হয় না। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোরাম হয় ন্যূনতম ৬০ জন সদস্য উপস্থিত থাকলে। ৬০ জনের কম উপস্থিত থাকলে স্পিকার বৈঠক স্থগিত করে ৫ মিনিট সময় ধরে সংসদের ঘণ্টা বাজান। এতেও কোরাম না হলে স্পিকার বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করেন। কোনো বৈঠকে কোরাম থাকাকে বলে Quarate এবং কোরাম না-থাকাকে বলে Inquarate।

Walkout : বর্জন

সংসদ থেকে সদস্যদের সাময়িক বের হয়ে আসাকে Walkout বলে। সাধারণত বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত, স্পিকারের কোনো রুলিং-এর প্রতিবাদ বা অন্য কোনো কারণে সংসদ থেকে বের হয়ে আসেন। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি দলের সদস্যরাও Walkout করেন। সাধারণভাবে কোনো বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে Walkout করা হয়।

Honeymoon period : মধুচন্দ্রিমাকাল

Honeymoon period-এর বাংলা প্রতিশব্দ মধুচন্দ্রিমার সময়কাল। প্রশাসনিকভাবে কোনো নির্বাহী প্রধানের ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম কয়েক মাসকে অভিহিত করা হয় Honeymoon period হিসেবে। এ সময় সরকারকে সমালোচনার থেকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয়, কিছুটা সময় দেওয়া হয় সব গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। সরকারের ভুলত্রুটি নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকে সবাই, এমনকি নির্বাচনে পরাজিত বিরোধী দলও। নির্বাহী প্রধান যখন কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন কোনো কোনো পক্ষ বিরাগভাজন হয়। তখন Honeymoon period শেষ হয়।

Parliamentary Debate : সংসদীয় বিতর্ক

Parliamentary Debate সংসদীয় বিতর্ক হলো জাতীয় সংসদের আদলে আয়োজিত একটি আনুষ্ঠানিক বিতর্ক যেখানে সরকারি ও বিরোধী-দুই দলে বিভক্ত হয়ে বক্তারা স্পিকারের মাধ্যমে কোনো প্রস্তাব বা বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। এটি মূলত 'পয়েন্ট অব অর্ডার' এবং সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো (যেমন: ব্রিটিশ সংসদীয়) মেনে বিতর্ক চলে।

By-election : উপনির্বাচন

সংসদের বা অন্য কোনো পরিষদের কোনো সদস্যের মৃত্যু হলে বা পদত্যাগ করলে অথবা কোনো সদস্য অযোগ্য বলে ঘোষিত হলে তার শূন্য আসন পূরণ করতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাই উপনির্বাচন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কোনো সদস্য একাধিক আসন থেকে নির্বাচিত হলে তিনি একটি আসনের প্রতিনিধিত্ব করেন। বাকি ছেড়ে দেওয়া আসনেও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

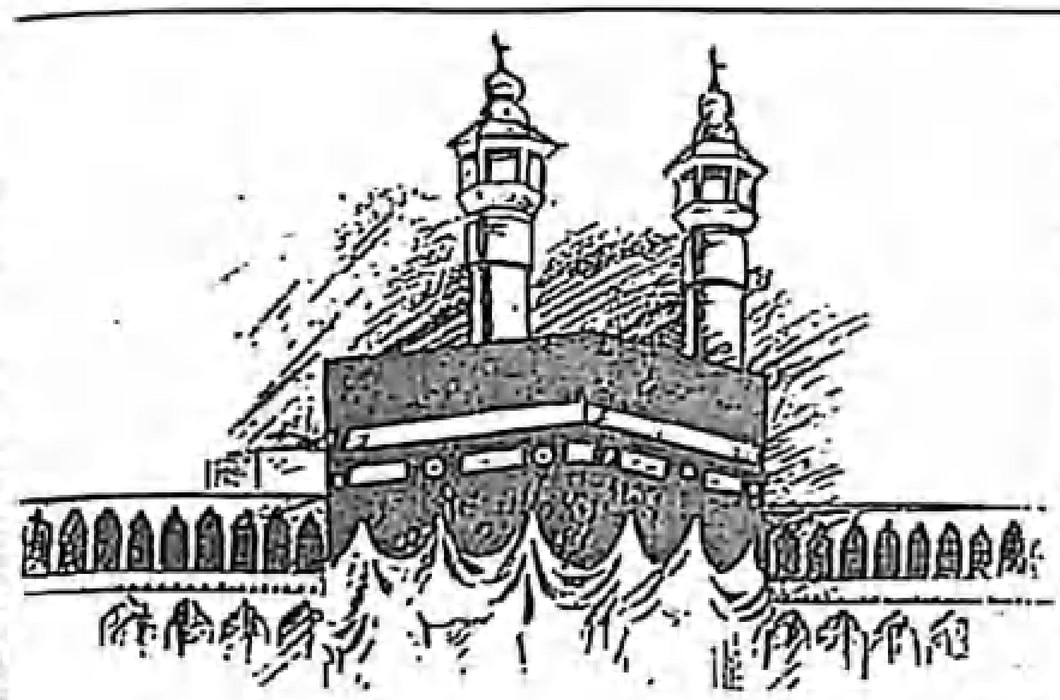

ইসলামের মূলভিত্তি হজ্জ (পর্ব-১)

ইসলামি পরিভাষায় হজ হলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে বিশেষ কিছু কর্ম সম্পাদন করা। হজ আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ বিধান, ইসলামের মৌলিক ৫ ভিত্তির অন্যতম। বান্দার সঙ্গে আল্লাহর সেতুবন্ধনের উপায় হলো হজ পালন করা। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সমর্থ নারী-পুরুষের ওপর হজ ফরজ। হজের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা, সফর করা, ভ্রমণ করা।

কোরআন ও হাদিসে হজ

- পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লার হজ করা ফরজ। আর যে কুফরি করে সে জেনে রাখুক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্ব জাহানের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ৯৭)
- হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সা.) এরশাদ করেন, ইসলাম ধর্ম পাঁচটি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রসূল এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, হজ করা ও রমযানে সিয়াম পালন।' (বুখারি, মুসলিম)

হজ ফরজ হওয়ার শর্ত

- মুসলমান হওয়া; কোনো অমুসলিমের জন্য হজ আদায় করার অনুমতি নেই।
- প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া; অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর হজ ফরজ নয়।
- আজাদ বা স্বাধীন হওয়া; দাস-দাসীর ওপর হজ ফরজ নয়।
- হজ আদায় করার সামর্থ্য থাকা; এ সামর্থ্য তিন দিক থেকে থাকার শর্ত যথা— ক. দৈহিক সামর্থ্য, খ. আর্থিক সামর্থ্য ও গ. যাতায়াতের পথ নিরাপদ থাকা।
- রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা না থাকা।
- হজের সময় বা মৌসুম হওয়া; হজের মৌসুম বলতে শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের প্রথম ১০ দিনকে বোঝায় অথবা এমন সময়কে বোঝায় যখন থেকে রাষ্ট্রে হজের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- মহিলাদের হজ ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও দুটি শর্ত রয়েছে—
  ১. মহিলাদের সঙ্গে স্বামী অথবা এমন কোনো মুহরিম পুরুষ থাকা; যাদের সঙ্গে চিরস্থায়ীভাবে বিয়ে নিষিদ্ধ।
  ২. স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের কারণে ইদ্দত পালনকালে নারীরা হজে গমন করবে না।

হজের প্রকার

- ইফরাদ : শুধু হজের ইহরামের নিয়ত করে তা সম্পন্ন করলে একে 'ইফরাদ হজ' বা একক হজ বলা হয়। ইফরাদ হজ পালনের জন্য ঢাকা থেকে শুধু হজের ইহরামের নিয়ত করে মক্কায় পৌঁছার পর তাওয়াফ ও সায়ি করে ইহরাম না ছেড়ে ১০ জিলহজ হজ সম্পাদন হওয়ার পর ইহরাম ছাড়তে হবে।
- কিরান : একই ইহরামে হজ ও ওমরাহ একত্রে সম্পন্ন করলে তাকে 'কিরান হজ' বা যৌথ হজ বলা হয়। একত্রে ইহরামের নিয়ত করে মক্কায় পৌঁছার পর প্রথমে ওমরাহর তাওয়াফ ও সায়ি করে ইহরাম না ছেড়ে সেই ইহরামেই হজ সম্পাদন করে ১০ জিলহজ ইহরাম ছাড়া।
- তামাত্তু : একই সফরে প্রথমে ওমরাহর ইহরামের নিয়ত করে, তা সম্পন্নপূর্বক হজের জন্য নতুন করে ইহরামের নিয়ত করে তা সম্পাদন করাকে 'তামাত্তু হজ' বা সুবিধাজনক হজ বলা হয়। বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ হাজি তামাত্তু হজ করে থাকেন। তামাত্তু হজের ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে শুধু ওমরাহর ইহরামের নিয়ত করে মক্কা শরিফ পৌঁছে তাওয়াফ ও সায়ি করে চুল কেটে বা মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম সমাপ্ত করা। কিরান ও তামাত্তু হজে কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব।

পবিত্র কাবাঘর

কাবা প্রত্যেক মুসলিমের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র স্থান। একে আল্লাহর ঘর বলা হয়। প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখো মুসলিম মসজিদুল হারামে এসে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা প্রদক্ষিণ করেন। প্রথমে আদম (আ.), দ্বিতীয়বার শিস (আ.) এবং তারও পরে নবী ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) কাবা নির্মাণে ভূমিকা রাখেন। তবে এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুবার পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে গেছে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে এটির উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয়। সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে বড় ধরনের পুনর্নির্মাণ হয়, তখন অনেক পাথর প্রতিস্থাপন করা হয় ও ভিত্তি আরও মজবুত করা হয়। কাবার মূলত দুটি দরজা ছিল-একটি প্রবেশের জন্য, অপরটি বের হওয়ার জন্য। এছাড়া এক পাশে একটি জানালাও ছিল। বর্তমানে শুধু একটি দরজা রয়েছে।

www.boimate.com

সিরডাপ। অক্সফাম ৪

সিরডাপ

জাতীয় কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদান, আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার এবং পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে ৬ জুলাই ১৯৭৯ জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। FAO আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এর নামকরণ করে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP)। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত FAO'র এশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে সিরডাপ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৯ জুলাই ১৯৭৮ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ১৪তম FAO আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় সিরডাপ স্থাপনে চুক্তির খসড়া তৈরি করা হয়। ১ আগস্ট ১৯৭৮ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ বাংলাদেশ চুক্তি অনুমোদন করে। ঢাকায় প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ ছিল বাংলাদেশ (আয়োজক রাষ্ট্র), ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনাম। ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে মালয়েশিয়া ও ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাওস যোগ দেয়। ১৯৮০ সালের জুনে শ্রীলংকা সদস্যপদ লাভ করে।

সদস্য দেশের চুক্তি অনুমোদন

বাংলাদেশ	৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮	লাউস	১৪ জানুয়ারি ১৯৮০
ভারত	১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯	শ্রীলংকা	২৬ জুন ১৯৮০
ভিয়েতনাম	১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯	থাইল্যান্ড	৩০ এপ্রিল ১৯৮২
ফিলিপাইন	৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯	মিয়ানমার	৯ মে ১৯৯৫
পাকিস্তান	২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯	আফগানিস্তান	৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫
ইন্দোনেশিয়া	৩০ এপ্রিল ১৯৭৯	ইরান	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
নেপাল	১ জুন ১৯৭৯	ফিজি	জুন ২০১০
মালয়েশিয়া ৫ নভেম্বর ১৯৭৯			

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন (Integrated Rural Development–IRD) কার্যক্রমে জাতীয় উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা;
- সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য একটি সহায়ক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করা;
- সদস্য দেশগুলোর ব্যক্তিগত ও যৌথ কল্যাণে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান করা;
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর অবদান রাখা।

সিরডাপ ভবন

১৯২০ সালে চামেলী ভবন ইংরেজদের কুটিরের আদলে নির্মিত ঢাকায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উল্টাদিকে নির্মিত হয়। এটি ঢাকায় কর্মরত ইংরেজ অবিবাহিত নারীদের আবাসস্থল হওয়ার কথা ছিল। পরে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুসময় এটি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদরদপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৮৫ সালে ভবনটি সিরডাপ অফিসের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তখন থেকে ভবনটি সিরডাপ ভবন হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। সিরডাপ ভবনটি চামেলী ভবন বা চামেলি হাউজ নামেও পরিচিত।

At a Glance

পূর্ণনাম : Centre on Intergated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) ● প্রতিষ্ঠা : ৬ জুলাই ১৯৭৯ ● প্রতিষ্ঠা সদস্য : ৭টি-বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম ● বর্তমান সদস্য : ১৫টি ● সর্বশেষ বা ১৫তম সদস্য : ফিজি; জুন ২০১০ ● নির্বাহী প্রধান : মহাপরিচালক ● মেয়াদকাল : ৪ বছর ● প্রথম মহাপরিচালক : আজিজ-উল হক (বাংলাদেশ) ● বর্তমান মহাপরিচালক : ড. পি চন্দ্র শেখর (ভারত) ● সদর দপ্তর : ঢাকা, বাংলাদেশ।

- CIRDAP-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে টেকসই পল্লী উন্নয়নে সহায়তার স্বীকৃতি স্বরূপ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার দিন ৬ জুলাই 'বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবস'।
- ২০২১ সালে CIRDAP-এর পরিচালনা পরিষদ সংস্থাটির প্রথম পরিচালক এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন কৃষি ও বনমন্ত্রী আজিজ-উল হকের স্মরণে আজিজ-উল হক পল্লী উন্নয়ন পদক অনুমোদন দেয়। ২০২১ সালে প্রথম এ পদক পান বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সর্বশেষ ২০২৪ সালে ১২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ পুরস্কার পান।

উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের বিরোধ শুরু হয় ১৯৫৫ সালে

অক্সফাম

অক্সফাম (OXFAM) যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য সংস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর ১৯৪১ সালে এডলফ হিটলারের নাৎসি বাহিনী গ্রিস দখলে নেওয়ায় পর সেখানকার অর্থনীতি ভেঙে পড়ে ফলশ্রুতিতে দুর্ভিক্ষ কবলিত এথেন্সে ৪০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের সহায়তায় ব্রিটেনের একদল লোক এগিয়ে আসে। এরা মূলত কয়েকজন খ্রিষ্টান ধর্মানুরাগী। তাদের হাতে ৫ অক্টোবর ১৯৪২ অক্সফোর্ডে জন্ম নেয় দাতব্য সংস্থা অক্সফাম। সে সময় সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় ব্রিটেনের লন্ডনে। ১৯৯৫ সালে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে স্বাধীন অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল গঠিত হয়। অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃপক্ষ সংস্থাটির সদর দপ্তর কেনিয়ার নাইরোবিতে স্থানান্তরের জন্য ২৭ জুন ২০১৭ কেনিয়ার সরকারের সাথে চুক্তি করে। পরবর্তীতে অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর কেনিয়ার নাইরোবিতে স্থাপিত হয়।

নামকরণ

Oxford Committee for Famine Relief থেকে Oxfam নামটির উৎপত্তি। তবে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ভিত্তিক এই সংস্থাটি ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠার সময়ে এর নাম ছিল Famine Relief Committee। একই বছর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিষ্টান মিশনারি, গির্জার ধর্মযাজক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভায় এর নামকরণ করা হয় Oxford Committee for Famine Relief। এরপর ১৯৯৫ সালে স্বাধীন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে Oxfam International নামকরণ করা হয়।

সহযোগী সংগঠন

অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশনের ২২টি সদস্য সংগঠন আছে। সংগঠনগুলো অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, হংকং, আয়ারল্যান্ড, ভারত, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, ইতালি, ফিলিপাইন, কানাডার কুইবেক, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

নায্য মূল্যের দোকান

অক্সফামের সারা বিশ্বে নায্য মূল্যের দোকান রয়েছে। ১৯৪৮ সালে অক্সফাম প্রথম ন্যায্যমূল্যে এবং দান করা জিনিসপত্র বিক্রি শুর করে। যদিও প্রথম স্থায়ী দোকান ব্যবসা শুরু করে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে। এ থেকে প্রাপ্ত আয় বিশ্বজুড়ে অক্সফামের মিশন এবং ত্রাণ প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে ব্যবহৃত হয়।

কাজের ক্ষেত্র

- বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই
- পানি ও স্যানিটেশন
- খাদ্য, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদ
- সংঘাত ও দুর্যোগ
- লিঙ্গ, অধিকার ও ন্যায়বিচার।

Highlights

- পূর্ণরূপ : OXFAM INTERNATIONAL
- প্রতিষ্ঠা : ৫ অক্টোবর ১৯৪২ ● সদর দপ্তর : কেনিয়া, নাইরোবি
- পূর্বের সদর দপ্তর : লন্ডন, যুক্তরাজ্য
- বর্তমান পরিচালক : Amitabh Behar
- পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি : অরুণা রাও
- মিশন : দারিদ্র্য ও অবিচারের অবসান ঘটাতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই
- আন্তর্জাতিক কনফেডারেশনের সদস্য সংগঠন : ২২টি
- কাজ করে : ৭০টির বেশি দেশে
- প্রথম বেতনভুক্ত কর্মচারী : জো মিটি
- বাংলাদেশে কাজ শুরু করে : ১৯৭০ সালে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অক্সফাম

১৯৭০ সালে বাংলাদেশে অক্সফাম কাজ শুরু করে। ২৬ মার্চ ১৯৭১ শুরু হওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রায় ১ কোটির অধিক বাঙালি ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নেয়। তখন অক্সফাম তাদের মধ্যে বৃহৎ পরিসরে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, ওষুধ, জীবাণুমুক্ত পানি, কম্বল, লবণাক্ত পানি ও সুপার ল্যাট্রিন। উল্লেখ্য, অক্সফামের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ বাংলাদেশি আজিজ রহমান। তিনি ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে অক্সফামের বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

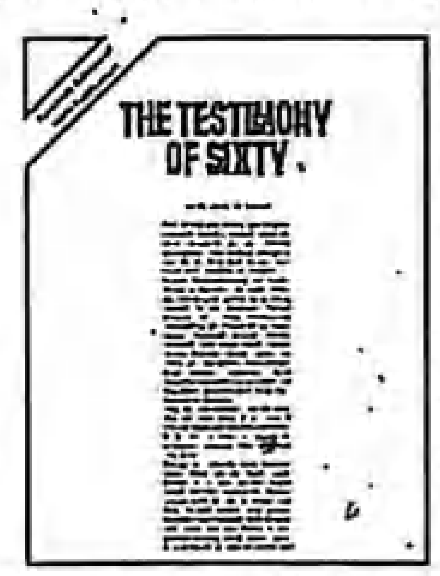

Testimony of Sixty

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মানবতা লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে যে বিবৃতি দেওয়া হয় সেটিই Testimony of Sixty হিসেবে পরিচিত। ২১ অক্টোবর ১৯৭১ এ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। অক্সফামের কেন্দ্রীয় পরিচালক এইচএল কার্কলি সম্পাদিত এই সাহিত্যে বন্যা, ভারী বৃষ্টিপাত, কলেরার প্রাদুর্ভাবের কারণে ভারতের বিভিন্ন শিবিরে বাঙালি শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে এডওয়ার্ড কেনেডি এবং মাদার তেরেসাসহ বিশ্বের ষাটজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীর প্রাণবন্ত বর্ণনা রয়েছে। নথিটি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধান, আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাবশালী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা হয় যারা বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক মতামত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

দক্ষিণ সুদানের শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত

www.boimate.com

অ্যাপল প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর

১ এপ্রিল ১৯৭৬ ক্যালিফোর্নিয়ার এক ছোট গ্যারেজ থেকে যাত্রা শুরু। ৫০ বছর পরই অ্যাপল আজ শুধু বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী প্রযুক্তি কোম্পানিই নয় বরং এটি আধুনিক প্রযুক্তির বিবর্তনের এক জীবন্ত ইতিহাস।

ইতিহাস

১ এপ্রিল ১৯৭৬ Steve Jobs, Steve Wozniak এবং Ronald Wayne যুক্তরাষ্ট্রে Apple Inc. কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ বছর Apple I কম্পিউটার বাজারে আসে। ১৯৭৭ সালে অ্যাপল বাজারে আনে Apple II। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম সফল পার্সোনাল কম্পিউটার (PC) গুলোর একটি। ১২ ডিসেম্বর ১৯৮০ অ্যাপল প্রথমবারের মতো Nasdaq Stock Market-এ শেয়ার লেনদেন শুরু করে এবং তাদের প্রাথমিক শেয়ার ইস্যু (IPO) সম্পন্ন করে। ১৯৮৪ সালে Apple তৈরি করে পার্সোনাল কম্পিউটার অ্যাপল Macintosh। ৯ জানুয়ারি ২০০৭ Apple বাজারে আনে iPhone। এটি স্মার্টফোন শিল্পে বড় পরিবর্তন আনে। ২ আগস্ট ২০১৮ অ্যাপল প্রথম ট্রিলিয়ন-ডলার কোম্পানিতে পরিণত হয়। ১ এপ্রিল ২০২৬ অ্যাপলের ৫০ বছর পূর্তি হয়।

প্রতিষ্ঠাতা

- স্টিভ জবস (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫-৫ অক্টোবর ২০১১) অ্যাপলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও স্টিভ জবস ছিলেন একজন মার্কিন কিংবদন্তি উদ্যোক্তা। তার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়— অ্যাপল, নেক্সট কম্পিউটার ইনকর্পোরেটেড।
- স্টিভ ওজনিয়াক (জন্ম : ১১ আগস্ট ১৯৫০) : স্টিফেন গ্রে ওজনিয়াক একজন যুক্তরাষ্ট্রের কম্পিউটার প্রকৌশলী ও প্রোগ্রামার এবং অ্যাপলের অন্যতম সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি Apple I ও Apple II কম্পিউটার ডিজাইন করেন।
- রোনাল্ড ওয়েন (জন্ম : ১৭ মে ১৯৩৪) : রোনাল্ড জেরাল্ড ওয়েনও অ্যাপলের অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

FACT FILE

প্রতিষ্ঠা : ১ এপ্রিল ১৯৭৬ ▶ প্রতিষ্ঠাতা : স্টিভ জবস, স্টিভ ওজনিয়াক এবং রোনাল্ড ওয়েন ‖ সদর দপ্তর : অ্যাপল পার্ক, কুপারটিনো, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ‖ বর্তমান CEO : টিম কুক (যুক্তরাষ্ট্র) ‖ বর্তমান চেয়ারম্যান : আর্থার ডি. লেভিনসন (যুক্তরাষ্ট্র)।

- অ্যাপলের লোগো অর্ধেক খাওয়া কেন?

অ্যাপলের প্রথম লোগোতে আইজ্যাক নিউটনকে গাছের নিচে বসে থাকতে দেখা যায়। লোগোটি খুব জটিল ছিল, তাই ১৯৭৭ সালে জনপ্রিয় ডিজাইনার রব জ্যানফ অ্যাপলের নতুন লোগো ডিজাইন করেন। অ্যাপলের লোগোতে এমন একটা আধ-খাওয়া আপেল দেওয়ার অর্থ হলো এটি যে আপেল, টমেটো বা চেরি নয়, মানুষ যেন একবার দেখেই বুঝতে পারেন।

- ipad/ipod-এর মধ্যে পার্থক্য

iPad এবং iPod দুটোই Apple Inc.-এর পোর্টেবল ডিভাইস। iPad হলো একটি শক্তিশালী ট্যাবলেট কম্পিউটার যা ২৭ জানুয়ারি ২০১০ প্রথম উন্মোচিত হয়। অন্যদিকে iPod মূলত গান শোনার এবং ভিডিও দেখার জন্য তৈরি করা একটি পোর্টেবল মিডিয়া প্লেয়ার। যা ১০ মে ২০২২ উৎপাদন বন্ধ করা হয়।

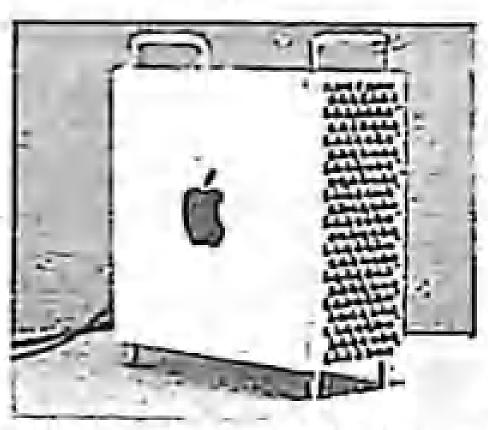

কম্পিউটার

Mac হলো অ্যাপলের তৈরি ব্যক্তিগত কম্পিউটারের একটি ব্র্যান্ড, যা Apple Inc. ১৯৮৪ সাল থেকে ডিজাইন ও বাজারজাত করছে। বর্তমান Mac পণ্যের তালিকায় রয়েছে : MacBook Pro– শক্তিশালী পারফরম্যান্সের ল্যাপটপ, iMac – অল-ইন-ওয়ান ডেস্কটপ কম্পিউটার, Mac Pro – পেশাদারদের জন্য শক্তিশালী ডেস্কটপ ইত্যাদি।

ইয়ারবাডস

এয়ারপডস (AirPods) অ্যাপলের তৈরি তারবিহীন ব্লুটুথ ইয়ারবাডস। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ iPhone 7-এর সাথে এটি প্রথম বাজারে আনার ঘোষণা দেওয়া হয়।

স্মার্টওয়াচ

Apple Watch স্মার্টওয়াচের একটি জনপ্রিয় সিরিজ, যা Apple Inc. তৈরি ও বাজারজাত করে। ৯ মার্চ ২০১৫ প্রথম Apple Watch উন্মোচন করা হয়।

অন্যান্য পণ্য

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পণ্যসমূহ হলো— AirTag, Apple TV, Apple Vision Pro, HomePod ইত্যাদি।

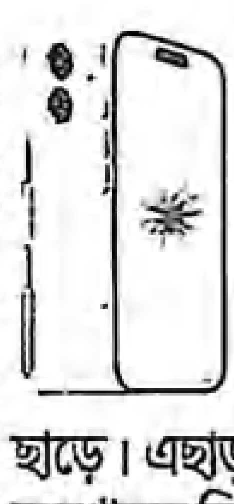

স্মার্টফোন

৯ জানুয়ারি ২০০৭ প্রথম প্রজন্মের iPhone বাজারে ছাড়া হয়। এরপর থেকে Apple প্রতিবছর নতুন নতুন iPhone মডেল এবং iOS-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করছে। ২ মার্চ ২০২৬ কোম্পানিটি iPhone 17e বাজারে ছাড়ে। এছাড়া iPhone 17 সিরিজের ডিজাইনার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক আবিদুর চৌধুরী।

স্বাধীন দক্ষিণ সুদানের প্রথম ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট সালভা কির মায়ারদিত

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬

ইতিহাস গড়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত

আয়োজন : দশম ● আয়োজক : International Cricket Council (ICC) ● সময়কাল : ৭ ফেব্রুয়ারি-৮ মার্চ ২০২৬ ● স্বাগতিক : ভারত ও শ্রীলংকা ● ভেন্যু : ৮টি (ভারতের ৫টি ও শ্রীলংকার ৩টি) ● অংশগ্রহণকারী দল : ২০টি ● মোট ম্যাচ : ৫৫টি ● চ্যাম্পিয়ন : ভারত (তৃতীয়বার) ● রানার্সআপ : নিউজিল্যান্ড ● সর্বোচ্চ রান : সাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান); ৩৮৩ রান (এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ) ● সর্বোচ্চ উইকেট : জসপ্রিত বুমরাহ ও বরুন চক্রবর্তী (ভারত) ; ১৪টি ● সিরিজ সেরা : সঞ্জু স্যামসন (ভারত) ● সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস : যুবরাজ সামরা (কানাডা); ১১০ রান ● সেরা বোলিং : রোমারিও শেফার্ড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ); ৫/২০ ● সবচেয়ে বেশি ছক্কা : সঞ্জু স্যামসন (ভারত); ২৪টি ● টুর্নামেন্টে মোট ছক্কা : ৭৮০টি ● মোট সেঞ্চুরি : ৭টি ● সর্বাধিক সেঞ্চুরি : সাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান); ২টি ● সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর : ২৫৬/৪; ভারত ● সর্বোচ্চ জুটি : ১৭৬ রানের; সাহিবজাদা ফারহান ও ফখর জামান (পাকিস্তান) বিপক্ষ-শ্রীলংকা ● সবচেয়ে বেশি ক্যাচ : গ্লেন ফিলিপস (নিউজিল্যান্ড); ১১টি ● সবচেয়ে বেশি ডিসমিসাল : উসমান খান (পাকিস্তান); ১০টি।

রেকর্ড ২০২৬

- ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ভারতের কলকাতার ইডেন গার্ডেনে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচে ইতালির অ্যান্টনি মস্কা ও জাস্টিন মস্কা দুই ভাই প্রথমবারের মতো ওপেনিং করে রেকর্ড গড়েন।
- এক বিশ্বকাপে একাধিক সেঞ্চুরি করার প্রথম কীর্তি পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহানের।
- এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড গড়েন ভারতের সঞ্জু স্যামসন (২৪টি)। ইতিপূর্বে ছিল ১৭টি (২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিকোলাস পুরানের)।
- প্রথম দল হিসেবে এক বিশ্বকাপে ছক্কার সেঞ্চুরি করে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা (১০৬টি)।

রোল অব অনার

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০০৭	ভারত	পাকিস্তান
২০০৯	পাকিস্তান	শ্রীলংকা
২০১০	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া
২০১২	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	শ্রীলংকা
২০১৪	শ্রীলংকা	ভারত
২০১৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ইংল্যান্ড
২০২১	অস্ট্রেলিয়া	নিউজিল্যান্ড
২০২২	ইংল্যান্ড	পাকিস্তান
২০২৪	ভারত	দক্ষিণ আফ্রিকা
২০২৬	ভারত	নিউজিল্যান্ড

শাস্তি নয়, পুরস্কার !

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ICC'র দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় টি-২০ বিশ্বকাপে না খেললেও বাংলাদেশকে কোনো ধরনের শাস্তি বা জরিমানা করবে না ICC। উল্টো বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানায়, ২০৩১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগেই আরও একটি বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের স্বাগতিক করা হবে বাংলাদেশকে।

২০২৮ বিশ্বকাপে সরাসরি বাংলাদেশ

২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে না খেলায় বাংলাদেশের ২০২৮ টি-২০ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আইসিসি নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ২০২৮ টি-২০ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে বাংলাদেশ। ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপে না খেললেও ৯ মার্চ পর্যন্ত র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের ৯ নম্বরে থাকা নিশ্চিত বলেই পরের বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা নিয়ে সংশয় দূর হয়।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বর্জন

০৩ জানু. : আইপিএল থেকে বাদ পেসার মুস্তাফিজুর রহমান
০৬ জানু. : ভারতে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বিসিবির
১২ জানু. : কলকাতায় নয়, কলম্বোয় ভেন্যু পরিবর্তনের আবেদন বাংলাদেশের
২১ জানু. : আইসিসির ভোটাভুটিতে বাংলাদেশের আবেদন খারিজ
২২ জানু. : ভারতে না খেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের
২৪ জানু. : বাংলাদেশের বদলে স্কটল্যান্ড। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ প্রশ্নে সরকারের দ্বারস্থ পিসিবি
০১ ফেব্রু. : বিশ্বকাপ খেলবে তবে ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সরকারের
০৭ ফেব্রু. : বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচের পরই পিসিবির অবস্থান পরিবর্তন
০৮ ফেব্রু. : আইসিসির সঙ্গে বৈঠকে নাকভি। উপস্থিত আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বয়কট তুলতে তিন শর্ত পিসিবির
০৯ ফেব্রু. : পিসিবির শর্ত খারিজ আইসিসির। শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, ইউএই বোর্ডের আর্জিতে বয়কটের সমাপ্তি পিসিবির
১৫ ফেব্রু. : ভারত বনাম পাকিস্তান মহারণ।

দক্ষিণ সুদানের প্রথম ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট রিয়েক ম্যাকার

www.boimate.com

২০২৬ শীতকালীন অলিম্পিক

৬-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইতালির দুই শহর মিলান ও কোর্তিনায় অনুষ্ঠিত হয় শীতকালীন অলিম্পিকের ২৫তম আসর। এবারের আসরটি পরিচিত 'মিলানো কোর্তিনা-ডি ২০২৬' নামে। ৯২টি দেশের প্রায় ৩,০০০ ক্রীড়াবিদ এতে অংশ নেয়।

মাসকট : আয়োজক শহরের নামে এবারের মাসকটের নাম রাখা হয় 'টিনা' ও 'মিলো'। তাদের ভাই এবং বোন হিসেবে চিত্রিত করা হয়।

পদকজয়ী শীর্ষ ৫ দেশ

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
নরওয়ে	১৮	১২	১১
যুক্তরাষ্ট্র	১২	১২	৯
নেদারল্যান্ডস	১০	৭	৩
ইতালি	১০	৬	১৪
জার্মানি	৮	১০	৮

আইসিসির মাস সেরা মোস্তারি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (ICC) Player of the month-এ জানুয়ারি মাসের সেরা নারী ক্রিকেটার নির্বাচিত হন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি। ২০২৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে এই স্বীকৃতি পায় স্পিনার নাহিদা আক্তার। টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়। এই টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্সের জন্য মাসসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভ করেন সোবহানা। ছেলেদের মাসসেরা নির্বাচিত হন ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে টানা দুই সেঞ্চুরি করা নিউজিল্যান্ডের ড্যারল মিচেল।

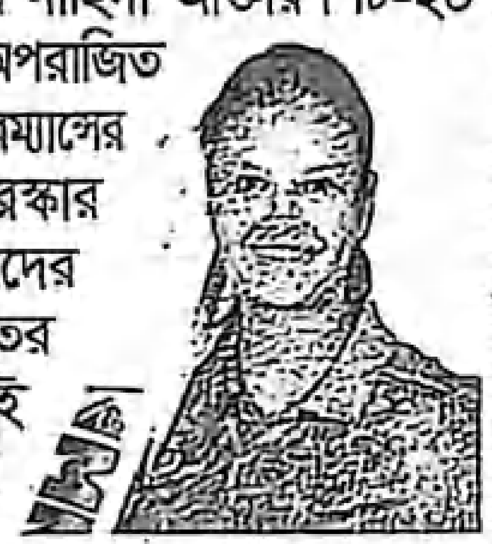

৭০০-এর মাইলফলকে রশিদ

রশিদের উল্লেখযোগ্য রেকর্ড

- স্বীকৃত টি-২০তে সবচেয়ে বেশি ৪৩২ জন ব্যাটারকে আউট করেছেন।
- স্বীকৃত টি-২০তে ৪ বা ততোধিক উইকেট নিয়েছেন ২২ বার।
- আন্তর্জাতিক টি-২০তে সবচেয়ে বেশি ১৯১ উইকেট।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ৪ বা ততোধিক উইকেট নিয়েছেন ১১ বার।
- আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৪ বলে ৪ উইকেটের কীর্তিও আছে।

টি-২০তে বেশি উইকেট ▶ রশিদ খান ৭০০ ‖ ডোয়াইন ব্রাভো ৬৩১ ‖ সুনীল নারাইন ৬১৩ ‖ ইমরান তাহির ৫৭২ ‖ আন্দ্রে রাসেল ৫০৮ ‖ সাকিব আল হাসান ৫০৭।

টি-২০'র বিভিন্ন মাইলফলকে প্রথম বোলার

উইকেট	সাল	বোলার	ম্যাচ
৫০	২০০৭	নয়ন দোশী	২৯
১০০	২০১০	ডার্ক ন্যানেস	৭০
২০০	২০১২	ডার্ক ন্যানেস	১৬৬
২৫০	২০১৪	লাসিথ মালিঙ্গা	১৮৭
৩০০	২০১৬	ডোয়াইন ব্রাভো	২৯২
৪০০	২০১৭	ডোয়াইন ব্রাভো	৩৬৫
৫০০	২০২০	ডোয়াইন ব্রাভো	৪৫৯
৬০০	২০২২	ডোয়াইন ব্রাভো	৫৪৫
৭০০	২০২৬	রশিদ খান	৫১৮

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফুটবল স্টেডিয়াম

বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি করছে ভিয়েতনাম, যার দর্শক ধারণক্ষমতা প্রায় ১,৩৫,০০০ জন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে দেশটির সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'ট্রং ডং' নামের স্টেডিয়াম নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ স্টেডিয়ামটি কেবল খেলাধুলার জন্য নয় বরং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক সমাবেশের কাজেও ব্যবহৃত হবে। এই প্রকল্পের বাজেট ২৮ বিলিয়ন পাউন্ড। স্টেডিয়ামের নকশাটি করা হয় ভিয়েতনামের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক ডং সন ব্রোঞ্জ ড্রাম' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। ইংল্যান্ডের ওয়েম্বলি, চীনের 'বার্ডস নেস্ট' কিংবা কাতারের লুসাইল স্টেডিয়াম যেমন নিজ নিজ দেশের গর্ব, এ স্টেডিয়ামও হবে ভিয়েতনামের জাতীয় গৌরবের প্রতীক। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দর্শক ধারণ-ক্ষমতার স্টেডিয়াম হিসেবে পরিচিত উত্তর কোরিয়ার 'রুনগ্রাদো ফার্স্ট অব মে স্টেডিয়াম'। সেখানে বসে খেলা দেখতে পারেন ১,১৪,০০০ জন দর্শক।

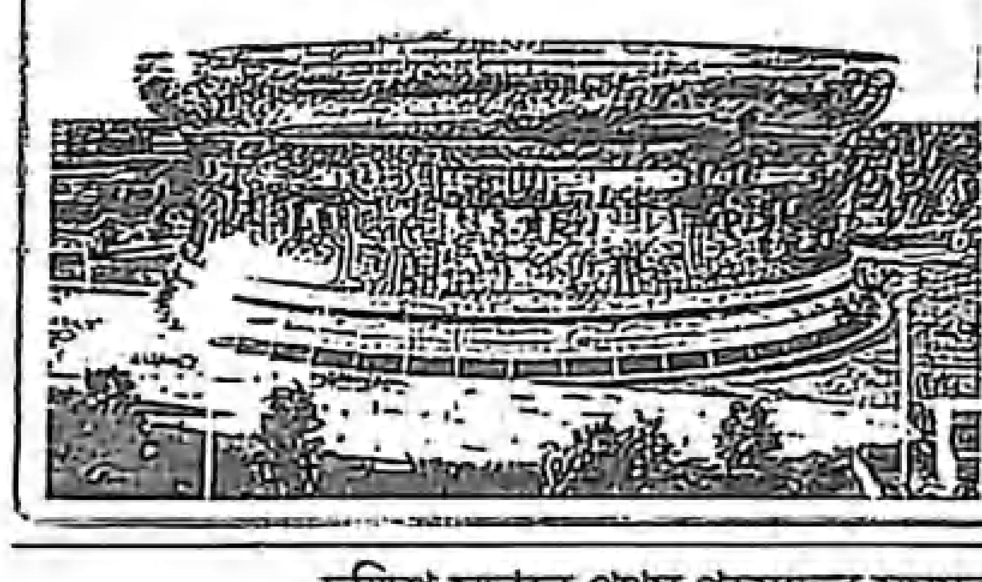

নারী টি-২০ বিশ্বকাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ

১২ জুন-৫ জুলাই ২০২৬ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনুষ্ঠিত হবে দশম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ। এতে অংশ নেবে ১২টি দল। ১৮ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নেপালে অনুষ্ঠিত হয় ১০ দলের অংশগ্রহণে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। এতে ৭ ম্যাচের সবকটিতেই জয়লাভ করে মূলপর্বে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ। বাছাইপর্বে ব্যাট হাতে দারুণ এক রেকর্ড করেন বাংলাদেশের সোবহানা মুস্তারি। তিনি ৭ ইনিংসে ২৬২ রান করেন। বাংলাদেশের কোনো ব্যাটার এক সিরিজ বা টুর্নামেন্টে ২০০ রানও করতে পারেননি। আগের রেকর্ডটি ছিল জ্যোতির। তিনি ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাঁচ ম্যাচে ১৮০ রান করেন।

বাংলাদেশের ম্যাচ

- গ্রুপ ১ : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
- গ্রুপ ২ : ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলংকা, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড।

তারিখ	প্রতিপক্ষ
১৪ জুন	নেদারল্যান্ডস
১৭ জুন	অস্ট্রেলিয়া
২০ জুন	পাকিস্তান
২৫ জুন	ভারত
২৮ জুন	দ. আফ্রিকা

নারী এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস

১৩-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয় নারী এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস। এটি ছিল দ্বিতীয় সংস্করণ। টুর্নামেন্টটিতে আটটি দল অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে রয়েছে ওডিআই মর্যাদাপ্রাপ্ত চারটি দেশের 'এ' দল এবং এশিয়ার শীর্ষ চার সহযোগী সদস্যের সিনিয়র জাতীয় দল। একনজরে এবারের আসর ▶ চ্যাম্পিয়ন : ভারত-এ দল ‖ রানার্সআপ : বাংলাদেশ-এ দল ‖ সর্বোচ্চ রান : ইউএই-র এশা ওজা (২০০) ‖ সর্বোচ্চ উইকেট : বাংলাদেশের ফাহিমা খাতুন ও ভারতের রাধা যাদব (উভয়ই ১০টি)।

অদম্য বাংলাদেশ

নিরাপত্তা ইস্যুতে টি-২০ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেনি বাংলাদেশ। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ফাঁকা সময় পূরণ করতে মিরপুরে তিন দলের ৩৯ ক্রিকেটার নিয়ে নতুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিসিবি। টুর্নামেন্টটির নাম রেখেছে 'অদম্য বাংলাদেশ টি ২০ কাপ'। এতে অংশগ্রহণকারী তিনটি দল ছিল ▶ ধূমকেতু একাদশ, দুরন্ত একাদশ ও দুর্বার একাদশ ‖ চ্যাম্পিয়ন : ধূমকেতু একাদশ ‖ রানার্সআপ : দুর্বার একাদশ ‖ ম্যান অব দ্য ফাইনাল : তানজিদ হাসান (ধূমকেতু) ‖ সেরা খেলোয়াড় : সাইফ হাসান (ধূমকেতু)।

বাংলাদেশ নারী ফুটবল লিগ ২০২৫-২৬

আয়োজন : ৭ম ● সময়কাল : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ● অংশগ্রহণকারী দল : ১১টি ● চ্যাম্পিয়ন : রাজশাহী স্টারস ● রানার্সআপ : ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব ● সর্বোচ্চ গোলদাতা : আলপি আক্তার (রাজশাহী); ৩০টি ● সেরা খেলোয়াড় : শ্যামসুন্নাহার জুনিয়র (ফরাশগঞ্জ) ● সেরা গোলরক্ষক : রূপনা চাকমা (রাজশাহী)।

- রাজশাহী স্টারস প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়।

প্রথম নারী বিপিএল

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (BCB) উইমেনস উইং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবারের মতো নারীদের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (WBPL) আয়োজনের ঘোষণা দেয়। ৪-১৫ এপ্রিল ২০২৬ তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক নারী টি-২০ টুর্নামেন্ট। দলগুলোতে থাকবেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। নারী প্রিমিয়ার লিগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে একটি গভর্নিং কাউন্সিল। ৪ এপ্রিল ২০২৬ বগুড়ার শহিদ চান্দু স্টেডিয়ামে শুরু হবে WBPL।

২০২৬ এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্স

৬-৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ চীনের তিয়ানজেনে অনুষ্ঠিত হয় ১২তম এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ।

পদকজয়ী শীর্ষ ৩ দেশ

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
চীন	১০	১১	১৩
কাতার	৪	০	০
জাপান	৩	৬	২

নিরাপত্তায় রোবট কুকুর

১১ জুন-১৯ জুলাই ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মেক্সিকো কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা কাজে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তার জন্য রোবট কুকুর ব্যবহারের কথা জানায়। চার পায়ের এ রোবট এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন সেগুলো বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকে সরাসরি ভিডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে সেখানকার পরিস্থিতি নিরাপত্তা বাহিনীকে দেখাতে পারে। টুর্নামেন্ট চলাকালে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে নিরাপত্তা বাহিনী সেই ভিডিও দেখে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। বিশ্বকাপের কয়েকটি ম্যাচের ভেন্যু পড়েছে মেক্সিকোর মনতেরে মহানগর এলাকায়। ঐ এলাকার গুয়াদালুপে শহরের নগর কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ ২৫ লাখ পেসো (১,৪৫,০০০ ডলার) ব্যয় করে কুকুরসদৃশ রোবটগুলো ক্রয় করে।

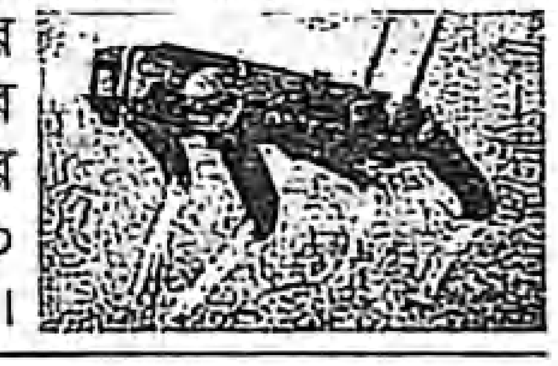

দক্ষিণ সুদানে প্রথম গৃহযুদ্ধের সময়কাল ১৮ আগস্ট ১৯৫৫-২৭ মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত

দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেন জন গারাং

www.boimate.com

লাইব্রেরি
জ্ঞানের মহাসমুদ্র

২৪ এপ্রিল ১৮০০ যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর অন্যতম লাইব্রেরি 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ২০২৫ সালে ২২৫ বছর পূর্ণ করে, এই উপলক্ষ্যে লাইব্রেরি নিয়ে আমাদের আয়োজন—

লাইব্রেরি

ল্যাটিন Liber থেকে লাইব্রেরি শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ পুস্তক। Liber শব্দটি এসেছে Libraium শব্দ থেকে। যার অর্থ পুস্তক রাখার স্থান। Anglo-French শব্দ Librarie থেকে ইংরেজি শব্দ Library এসেছে, যার অর্থ পুস্তকের সংগ্রহ। এককথায়-গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি বলতে বোঝায় সাধারণত যেখানে তথ্য সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত পাঠককে প্রদান করা হয়। এছাড়াও Library শব্দগত বিশ্লেষণ -L- Latest, I- Information, B – By, R – Research, A - And, R - Reference, Y – For you।

গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি কে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১) National Library (জাতীয় গ্রন্থাগার), ২) Public Library (গণগ্রন্থাগার), ৩) Academic Library (একাডেমিক গ্রন্থাগার), ৪) Special Library (বিশেষ গ্রন্থাগার)।

ইতিহাস

লাইব্রেরির ইতিহাস প্রথম শুরু হয় নথি সংগ্রহের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গ্রান্থাগার বা রাজ-গ্রন্থাগার ছিল প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারগুলোর একটি। যা প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে বর্তমান মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক যুগে ১৭৩১ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ২৪ এপ্রিল ১৮০০ যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর অন্যতম লাইব্রেরি 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বিনামূল্যের পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৩৩ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ারের পিটারবোরোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ফ্রান্সিস বেকনকে আধুনিক গ্রন্থাগারের জনক বলা হয়।

▣ উপমহাদেশে লাইব্রেরি

১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ স্যার উইলিয়াম জোনসকর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বঙ্গদেশে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা ঘটে। এরপর ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মানবিক বিদ্যা ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে আগত ইংরেজদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়াই সেই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩৬ সালে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়।

▣ বাংলাদেশে লাইব্রেরি

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে ২২ মার্চ ১৯৫৮ তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে লাইব্রেরিটি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে স্থানান্তরিত হয়। ৬ জানুয়ারি ১৯৭৮ এটির কার্যক্রম শুরু হয়। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিটি পরবর্তীতে বরেণ্য কবি সুফিয়া কামালের নামানুসারে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারসহ ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালনা করে।

বিশ্বের শীর্ষ ৫ লাইব্রেরি

নাম	প্রতিষ্ঠা	অবস্থান
ব্রিটিশ লাইব্রেরি	১ জুলাই ১৯৭৩	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
লাইব্রেরি অব কংগ্রেস	২৪ এপ্রিল ১৮০০	ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র
ন্যাশনস লাইব্রেরি	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০	আঙ্কারা, তুরস্ক
রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরি	১৮৬২ সালে	মস্কো, রাশিয়া
সাংহাই লাইব্রেরি	১৯৫২ সালে	সাংহাই, চীন

সূত্র : উইকিপিডিয়া

❖ লাইব্রেরি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা

লাইব্রেরি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা ➤ International Federation of Library Associations and Institutions ● প্রতিষ্ঠা : ১৯২৭ সালে ● সদর দপ্তর : হেগ, নেদারল্যান্ডস ➤ ISBN (International Standard Book Number ● প্রতিষ্ঠা : ১৯৭০ সালে ● সদর দপ্তর : লন্ডন, যুক্তরাজ্য ‖ Conference of Directors of National Libraries in Asia and Oceania (CDNLAO) ● প্রতিষ্ঠা : ১৯৭৯ সালে।

FACT FILE

লাইব্রেরি শব্দের উৎপত্তি : ল্যাটিন Liber শব্দ থেকে ➤ বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরি (বই সংগ্রহের দিক থেকে) : ব্রিটিশ লাইব্রেরি ● বিশ্বে বৃহত্তম ই লাইব্রেরি : Library of Congress ● সবচেয়ে বড় গবেষণা লাইব্রেরি : গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার (নাসায় অবস্থিত) প্রতিষ্ঠা : ১৯৫৯ সালে ● দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস : ৫ ফেব্রুয়ারি ● ঢাকায় গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ নেয় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ; ঢাকায় ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা : ১৮৬৯ সালে।

Short Notes

Monroe Doctrine

The Monroe Doctrine, articulated by the 5th U.S President James Monroe in his annual message to Congress on 2 December 1823, declared that European powers must not interfere in the affairs of the Western Hemisphere or attempt further colonization. The term in simple term, 'warned European powers not to interfere in the affairs of the Western Hemisphere'. The doctrine was first applied in 1865 when the U.S. backed Mexican President Benito Juárez against French-installed Emperor Maximilian. In 1904, President Theodore Roosevelt expanded it with the Roosevelt Corollary, claiming U.S. rights to act as 'international police power' to prevent European intervention, leading to U.S. military involvement in Santo Domingo, Nicaragua and Haiti. Latin American nations often viewed these actions with suspicion. During the 1962 Cuban Missile Crisis, the Monroe Doctrine was invoked again as the U.S., supported by the Organization of American States, quarantined Cuba to force the Soviet Union to remove missiles, reinforcing U.S. dominance in the region. Trump called the raid that led to the abduction of Venezuelan President Nicolas Maduro on 3 January 2026, being abducted an update to the Monroe Doctrine and said that now they call it the Donroe document.

Board of Peace

The Board of Peace (BoP) is a United States government-led organization established by Donald Trump for promoting peacekeeping around the world, especially following the Israel–Hamas war and the fragile Gaza ceasefire. The board was proposed on 29 September 2025 by Donald J. Trump. The United Nations Security Council adopted Resolution 2803 following a vote on 17 November 2025. The initiative gained decisive momentum on 22 January 2026, when President Trump signed the Board's charter at the 56th World Economic Forum in Davos. The Chairman is President Donald J. Trump. The members of the BoP Executive Board and Gaza Executive Board were announced on 17 January 2026. Nickolay Mladenov is the High Representative for Gaza, appointed by the United States and Chief Commissioner of the National Committee for the Administration of Gaza Dr. Ali Sha'ath. The Gaza Executive Board supports the High Representative for Gaza and the NCAG. Its members are: Steve Witkoff, Jared Kushner Hakan Fidan, etc. According to the BoP's charter, the Government of the United States designated the headquarters in Washington D.C. The Board of Peace will also work toward disarming Hamas and deploying the International Stabilization Force (ISF), a peacekeeping mission made up of international armed personnel and charged with training a new Palestinian police force.

Traditional Liberalism

Traditional liberalism is a political philosophy that emphasizes individual liberty, limited government, rule of law and respect for social traditions. It emerged as a branch of classical liberalism during the 19th century, when thinkers sought to balance personal freedom with social stability in the face of rapid economic and political changes. The term combines 'liberalism,' from Latin *liber* meaning 'free' and 'traditional,' from *traditio*, meaning 'custom or heritage,' reflecting a cautious approach to reform. It ensures people can act, speak and think freely but within a framework of law, customs and gradual reforms. Its importance lies in providing a foundation for modern democratic governance. It balances liberty with stability, supports free markets with regulation and prevents radical disruptions. In today's globalized and technological world, traditional liberalism helps societies embrace progress while respecting cultural traditions and institutions. It also serves as a moderating force against extremism, guiding policy-making, protecting rights and fostering social cohesion. In short, traditional liberalism is essential for free, just and stable societies, combining the ideals of liberty with the wisdom of tradition to navigate modern challenges effectively.

দক্ষিণ সুদানে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল Sudan People's L...

SPLM-এর প্রতিষ্ঠাতা জন গারাং

www.boimate.com

Feature

Corruption, Politics and Democracy

Corruption, politics and democracy are closely connected ideas that define the health and direction of governance. Understanding their relationship is crucial for building transparent and accountable societies. Together, they highlight the tension between the ideals of just rule and the challenges posed by human conduct within political systems.

Origination

The concept 'corruption' ultimately comes from the Latin corruptio, meaning 'a breaking apart, spoilage or decay,' from the verb corrumpere (to destroy or spoil). Originally it referred to literal decay and later came to describe moral or political deterioration, such as dishonest conduct by those in power. The term 'politics' derives from the Ancient Greek politiká, meaning 'affairs of the city,' which itself comes from polis, the Greek word for 'city-state.' This concept referred to the management and governance of common civic life and was later adopted into Latin and then into English during the 15th century. Lastly, 'democracy' originates from the Greek dēmokratia, a compound of dēmos (the people) and kratos (rule or power), originally used in classical Athens to describe a form of government where citizens held political authority.

Defining the Concepts

- Corruption is the misuse of entrusted power for personal or group gain. Various scholars, anti-corruption researchers and international organisations define corruption in many ways. Transparency International (TI) a non-governmental anti-corruption organisation, defines corruption as the abuse of entrusted power for private gain.
- Democracy is a political system where power rests with the people, either directly or through elected representatives. It emphasizes equality, participation and accountability, ensuring that governance reflects the will of citizens. Democracy is not merely a set of institutions but a culture of trust, transparency and civic responsibility.
- Politics is the practice of organizing authority, making collective decisions and managing civic life. It is the arena where competing interests are negotiated, resources are distributed and visions of justice are debated. At its best, politics is about representation and balance, ensuring that diverse voices are heard and respected.

Connectivity Among Them

Politics is the process, democracy is the ideal, and corruption is the threat. Together, they form a triad that defines the quality of governance. The relationship between democracy and corruption is a complex one. Although democracies are said to be the least corrupt form of government, there is a relatively large number of democracies that have a surprisingly low corruption perception index (CPI) score, while some openly non-democratic countries and autocracies are relatively successful in reducing corruption.

- Politics and Democracy: Politics provides the structure through which democracy operates. Without politics, democracy would lack mechanisms for representation and decision-making.
- Politics and Corruption: Politics can be corrupted when leaders prioritize personal gain over public service. This distorts the purpose of governance and creates inequality.
- Democracy and Corruption: Democracy thrives on transparency and accountability but corruption erodes these values, weakening institutions and diminishing citizen trust.

The Threat of Corruption to Democracy

Corruption poses a direct threat to democracy in several ways:

- Eroding Trust: Citizens lose faith in democratic institutions when corruption is widespread.
- Weakening Participation: People disengage from politics when they believe their voices do not matter.

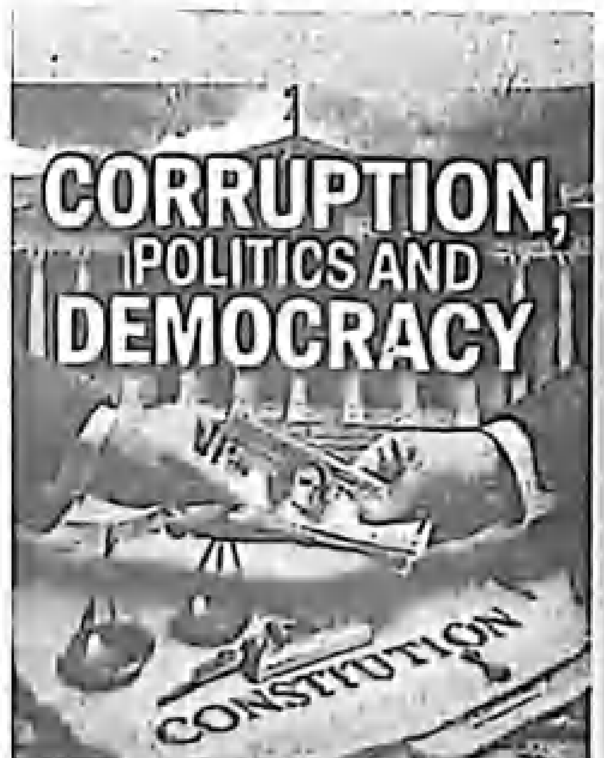

- Undermining Equality: Corruption favors the powerful and wealthy, creating inequality.
- Distorting Representation: Leaders may serve private interests rather than the public good.

When corruption dominates politics, democracy becomes fragile. Citizens may turn to authoritarian alternatives, believing that strong leaders can restore order. This creates a cycle where corruption undermines democracy and weakened democracy allows corruption to flourish.

Corruption and Governance in Bangladesh

Bangladesh has faced a long history of political corruption, dating back to its post-independence era. Early governance structures struggled with bureaucratic inefficiency, weak legal systems and pervasive patronage networks, which created fertile ground for corrupt practices. Institutional weaknesses, such as fragile oversight mechanisms, delayed judicial proceedings and politically influenced law enforcement, have often allowed corruption to flourish with minimal consequences. Corruption in Bangladesh is not limited to financial misconduct; it also manifests as favoritism, nepotism and manipulation of laws, hindering economic growth and social progress. While developing nations experience the more visible impacts of corruption, even advanced democracies face subtler forms, like lobbying that prioritizes corporate interests over public needs. Corruption distorts decision-making, as policies may reflect private interests rather than public welfare. It erodes trust, causing citizens to lose faith in institutions and creates inequality by diverting resources away from those who need them most. Ultimately, corruption weakens institutions by undermining the rule of law and accountability mechanisms, making it one of the most persistent challenges to good governance.

The Way Forward

Addressing corruption requires a multi-pronged approach involving legal, technological and corruption, creating pressure for transparency and reforms. Key strategies include:

- Institutional Reform: Building strong, independent institutions that resist manipulation.
- Transparency: Ensuring that decisions and resources are managed openly.
- Civic Education: Empowering citizens to understand their rights and responsibilities.
- Technology: Using digital tools to increase accountability and reduce opportunities for corruption.
- Global Cooperation: Sharing best practices and supporting anti-corruption initiatives across borders.
- Public Participation: Citizens themselves are critical to combating corruption. A politically aware and active population is less likely to tolerate corrupt practices, thereby reinforcing democratic norms.
- Legal Measures: Effective anti-corruption laws and independent oversight bodies are essential.

Ultimately, the fight against corruption is not only about punishing misconduct but also about protecting the integrity of politics and safeguarding the promise of democracy. Politics provides the framework, democracy offers the ideal and corruption acts as the threat. Understanding this triad is essential for building societies that are just, inclusive and resilient. The struggle against corruption is, at its core, a struggle to preserve the integrity of politics and the promise of democracy. Only by addressing corruption can societies ensure that politics serves the people and democracy fulfills its ideals.

Wordbook

- Authoritarian— কর্তৃত্ববাদী
- Authoritarian alternatives—কর্তৃত্ববাদী বিকল্প
- Autocracies—স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা
- Bureaucratic inefficiency—আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা
- Checks and balances— ক্ষমতার ভারসাম্য ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- Clientelism—পক্ষপাতমূলক পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি
- Distort decision-making—সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিকৃত করা
- Distorting representation—প্রতিনিধিত্ব বিকৃত করা
- Entrusted power—অর্পিত ক্ষমতা
- Eroding—ক্ষয়িষ্ণু/ধীরে ধীরে ক্ষয় করা
- Exacerbating inequality—বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তোলা
- Subtler—সূক্ষ্মতর/কম স্পষ্ট
- Subverts—গোপনে দুর্বল করে/উল্টে দেয়
- Integrity—সততা/নৈতিক দৃঢ়তা
- Pervasive—সর্বব্যাপী/ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা
- Resilient—সহনশীল/দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম
- Resilient societies—সহনশীল ও ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম সমাজ
- Triad—ত্রয়ী/তিনটির সমষ্টি
- Undermining—ভিত নষ্ট করা/দুর্বল করে দেওয়া

www.boimate.com

দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জেমস ওয়ানি ইগা

পারিবারিক বন্ধন ও আধুনিকতা

প্রবন্ধ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবারই প্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষের জন্ম, বিকাশ, শিক্ষা ও মূল্যবোধের শেকড় এ পরিবারেই। তবে আধুনিকতার প্রভাবে সমাজব্যবস্থা যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, তেমনি পারিবারিক বন্ধনেও আসছে নানা রূপান্তর।

পরিবার

পরিবার হলো মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের এক বিশ্বজনীন (Universal) রূপ। পরিবারের ইংরেজি প্রতিশব্দ Family এসেছে রোমান Famuleas শব্দ থেকে যার অর্থ 'ভৃত্য বা সেবক'। রোমের আইন ব্যবস্থায় ক্রীতদাস ও উৎপাদক গোষ্ঠী, অন্য ভৃত্যগণ, অভিন্ন বংশ বা বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত অন্য সদস্যদের বোঝানোর জন্য Famulus শব্দটি ব্যবহৃত হতো। আবার অনেকে মনে করেন, Family শব্দটি ল্যাটিন Familia শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ 'সেবক'। সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে, 'Family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbrininging of children.' অর্থাৎ পরিবার হলো এমন একটি গোষ্ঠী যাকে সুস্পষ্ট জৈবিক সম্পর্কের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা যায়। এটি সন্তান-সন্ততি জন্মদান ও লালন-পালনের এক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। পারিবারিক বন্ধন মানুষের মানসিক নিরাপত্তা ও সামাজিক পরিচয়ের মূল ভিত্তি। কিন্তু এই পরিবারেই তার প্রথম পরিচয়, প্রথম শিক্ষা ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের সূচনা ঘটে। পরিবারেই শিশুরা পায় ভবিষ্যৎ জীবনের পথনির্দেশনা, মূলত জীবন গড়ে ওঠে এখান থেকেই। শিশুর মনোজগৎ প্রস্তুত হয় পরিবারে। পরিবারের ধরন, প্রথা, রীতিনীতি এসবের ওপর ভিত্তি করে শিশুর জীবন-আচরণ গড়ে ওঠে। একটি সুস্থ ও পরিপূর্ণ পরিবার একটি মানুষের জীবনে আত্মবিশ্বাস, নৈতিকতা, সহনশীলতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে পরিবার এক অনস্বীকার্য উপাদান। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু পরিবারের আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় বড় হয়, তারা ভবিষ্যতে আত্মবিশ্বাসী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। এছাড়া নারীর কর্মজীবন, অভিভাবকদের ব্যস্ততা, শিশুদের উপর পড়ার চাপ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের সমাজে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও সাংস্কৃতিক পরিসরে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারকে বলা হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণ।

আধুনিক পরিবার

আধুনিকতা মানুষের জীবনকে দিন দিন গতিশীল ও প্রযুক্তিনির্ভর করেছে। নগরায়ণ, কর্মব্যস্ততা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন এনেছে। আধুনিক যুগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জোয়ারে পারিবারিক বন্ধন এখন ক্ষয়িষ্ণু। মানুষের পবিত্র আশ্রয়ের অদ্বিতীয় এ সংগঠনটি ভেঙে যাচ্ছে ঠুনকো কারণে, মাঝে মাঝে তা হয়ে উঠছে রণক্ষেত্র। বলতে গেলে আজ বিশ্বব্যাপী যে অস্থিরতা তার শিকড় গ্রথিত এই পারিবারিক অস্থিরতায়। শিশুর মানসিক বিকাশ, বয়স্ক অভিভাবকদের যত্ন, দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা— এইসব ইস্যু এখন পরিবারে আলাদাভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে।

▣ আধুনিক সমাজে পরিবারের প্রভাব : সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে পরিবার হলো সমাজ জীবনের ভিত্তিভূমি। পরিবারই সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার সূতিকাগার। পরিবারকে সমাজ দেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে তুলনা করা চলে। এই হৃৎপিণ্ড যদি দুর্বল বা বিকল হয়ে পড়ে তাহলে পুরো সমাজ ব্যবস্থাই বিকল হয়ে যায়। সমাজব্যবস্থা মূলত হাজার বছর ধরে চলে আসা সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, আমরা যেন ততই এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসছি। আমাদের পরিবারগুলোকে যেন ক্রমেই 'স্বামী-স্ত্রী-সন্তানে'ই সীমাবদ্ধ করে ফেলছি। মা-বাবাদের গ্রামের বাড়িতে কাটাতে হচ্ছে নিঃসঙ্গ-অসহায় জীবন। আবার অনেক মা-বাবার ঠিকানা হচ্ছে 'বৃদ্ধাশ্রম'। বহু দেশে এখন সিঙ্গেল প্যারেন্ট, চাইল্ডলেস কাপল, বিবাহ বহির্ভূত দম্পতি ইত্যাদি পরিবার কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছে।

▣ পারিবারিক ভাঙন : একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা বলতে মূলত আমাদের প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে বোঝায়। যেখানে মা-বাবা, সন্তান, দাদা-দাদিসহ পরিবারের সবাই একত্রে শান্তিতে বসবাস করত। বর্তমান সময়ে আধুনিক নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান, স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি, ব্যক্তি স্বাধীনচেতা আত্মকেন্দ্রিকতাসহ নানা কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার হচ্ছে। ক্ষুদ্র বা একক পরিবারের সন্তানরা ক্ষুদ্র জগতের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা, মমতা, স্নেহ ও ভালোবাসা কমে গেছে। শহুরে জীবনব্যবস্থায় এই ব্যাপারটি চরম আকার ধারণ করছে। কর্মজীবী নারী ও পুরুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সন্তান প্রতিপালনেও পরিবর্তন এসেছে। পরিবার বিমুখিতা তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে এবং ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে চিরায়িত সামাজিক বন্ধনও।

▣ পারিবারিক বন্ধনে ইতিবাচকতা : আধুনিকতা পারিবারিক জীবনে কিছু ইতিবাচক দিকও এনেছে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, উচ্চশিক্ষার সুযোগ, প্রযুক্তিগত সুবিধা, উন্নত জীবনব্যবস্থা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সচেতন নাগরিক হিসেবে দায়বদ্ধতা তৈরি করছে এবং পারিবারিক সিদ্ধান্তে গণতান্ত্রিক মনোভাবও তুলে ধরছে। আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা দূরে থেকেও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করছে। উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক বিষয়গুলো— নারীর ক্ষমতায়ন ও ভূমিকার পরিবর্তন
- গণতান্ত্রিক ও সুষম সম্পর্ক
- ছোট ও সুশৃঙ্খল পরিবার
- ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বিকাশ
- সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য।

▣ নেতিবাচক প্রভাব : বর্তমান বিশ্ব সহিংসতা, ক্রোধ আর উদাসীনতায় পরিপূর্ণ। অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা; ভোগবাদী মানসিকতা ও প্রযুক্তি আসক্তি পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করছে। বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি দায়িত্ববোধে অবহেলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অভাব পারিবারিক অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। অপরদিকে, উন্মুক্ত সংস্কৃতির বদৌলতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন চ্যানেল ও মিডিয়াতে পারিবারিক বন্ধন বা মূল্যবোধের বিষয়ের চাইতে পারিবারিক কলহের বিষয়গুলোই দেখানো হচ্ছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমাদের পরিবার ও সমাজ তথা নতুন প্রজন্মের মন-মগজে। পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে বলেই আমাদের সামাজিক নানা সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

পারিবারিক সমস্যা সমাধানে করণীয়

একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সন্তানকে গড়ার জন্য পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। বর্তমান শহুরে সমাজে অনেক পরিবারের অভিভাবক পিতা-মাতা উভয়ই নিজ কর্মস্থলে ব্যস্ত থাকে। ফলে তাদের কাছ থেকে যতটুকু সময় সন্তানের প্রাপ্য তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে সরকার, সমাজ ও পরিবার—সব পক্ষকেই একযোগে কাজ করতে হবে। নিচে কিছু সম্ভাব্য করণীয় উল্লেখ করা হলো—

- পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা : শিশুদের শৈশব থেকে পরিবার ও সম্পর্কের গুরুত্ব শেখাতে হবে। পরিবারে মা-বাবার প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে সন্তানকে শৈশব থেকেই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত পরিবারের সাথে খাবার খায়, তারা স্কুলে ভালো করে, মানসিকভাবে সুস্থ থাকে এবং খারাপ অভ্যাস (যেমন মাদক, ধূমপান) থেকে দূরে থাকে। এটি শিশুদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা ও ভালো আচরণ গড়ে তোলে।
- পারিবারিক সময় নির্ধারণ : প্রতিদিন বা সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময় পরিবার একসঙ্গে কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। পারিবারিক বন্ধন মজবুত হয়। একসাথে খাওয়ার সময় পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের সাথে কথা বলেন, দিনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। এটি পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহানুভূতি ও ভালোবাসা বাড়ায়।
- সচেতনতা বৃদ্ধি : গণমাধ্যমের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা ও ভাঙনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অতিরিক্ত মোবাইল, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- কাউন্সেলিং ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা : দাম্পত্য দ্বন্দ্ব বা পারিবারিক বিষণ্ণতায় পেশাদার কাউন্সেলিং চালু করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া।
- সমবয়সীদের সংলাপ : সন্তানদের তাদের সমবয়সী বন্ধুদের সাথে মেলামেশা ও খেলাধুলার সুযোগ করে দেওয়া এবং ভালো বিষয়ে সংলাপে উদ্বুদ্ধ করা। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, সম্পর্কের গুরুত্বের বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া।
- বড়দের মান্য করা : প্রত্যেক সম্পর্ককে সম্মান করা, ভদ্রতা, নম্রতা পরিবারের কাঠামো দাদা-দাদি, ফুপা-ফুপু, চাচা-চাচিদের কাছ থেকে শিখবে। এই সকল বিষয় পারিবারিক অনুশাসনের মধ্যে থেকে শিশুরা রপ্ত করবে।
- দাম্পত্য সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রাখলে পারিবারিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়।
- নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার চর্চা : পরিবারে নৈতিকতা, সততা, দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব। শিশুকে পরিবার থেকে ধর্মীয়, সংস্কৃতি, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ শেখানো। এটি প্রজন্মান্তরে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের একটি উপায়।
- আইন ও সামাজিক সহায়তা গ্রহণ : গুরুতর পারিবারিক সমস্যায় আইনগত সহায়তা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য নেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বজুড়ে আধুনিক ধারার সমাজবিজ্ঞানী এবং স্বাস্থ্য-গবেষকদের সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে, পারিবারিক ও সামাজিক একাত্মতা একজন মানুষকে সুস্থ সুখী সফল জীবনের পথে চালিত করে। তাই আমাদেরও উচিত এ যূথবদ্ধ জীবনযাপনের প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগানো এবং প্রয়োজন আমাদের উত্তর প্রজন্মকেও সাধ্যমতো এমন জীবনধারায় অভ্যস্ত করে তোলা।

www.boimate.com

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

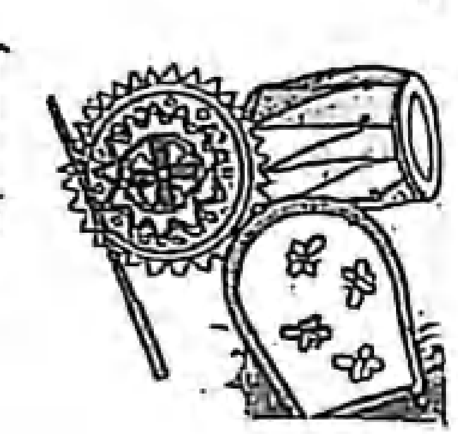

নববর্ষ আর পহেলা বৈশাখ এক সুরে বাঁধা। সব ধর্মের, সব শ্রেণির মানুষের প্রাণের উচ্ছ্বাস বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করেই প্রস্ফুটিত হয়। এ কারণেই বাঙালির সর্বজনীন ও সবচেয়ে বড় উৎসব বাংলা নববর্ষ।

উৎপত্তি

বাংলা সনের প্রবর্তন করেন মুঘল সম্রাট জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর। তিনি খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য তার সভার জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর সহযোগিতায় ১৫৮৪ সালে 'তারিখ-এ-এলাহি' নামে নতুন একটি বছর গণনা পদ্ধতি চালু করেন। এটি কৃষকদের কাছে 'ফসলি সন' নামে পরিচিত হয়, যা পরে 'বাংলা সন' বা 'বঙ্গাব্দ' নামে প্রচলিত হয়ে ওঠে। বাংলা সন শূন্য থেকে গণনা শুরু হয়নি। যে বছর বাংলা সন প্রবর্তন করা হয়, সে বছর হিজরি সন ছিল ৯২৩। সে অনুযায়ী, সম্রাটের নির্দেশে প্রবর্তনের বছরই ৯২৩ বছরে যাত্রা শুরু হয় বাংলা সনের। এ ব্যাপারে ১০ মার্চ মতান্তরে ১১ মার্চ ১৫৮৪ সম্রাটের নির্দেশনামা জারি হয়। তবে এর কার্যকারিতা দেখানো হয় ১৫৫৬ সাল থেকে।

নববর্ষের প্রচলন

১৬০৮ সালে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে সুবেদার ইসলাম খান ঢাকাকে যখন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন, তখন থেকেই বাংলা বছরের পহেলা বৈশাখকে উৎসবের দিন হিসেবে পালন শুরু হয়। ১৯৭২ সালে (বাংলা ১৩৭৯ সন) 'পহেলা বৈশাখ' বাংলাদেশের জাতীয় পার্বণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ১৯৮৯ সালের পহেলা বৈশাখের সকালে তখনকার চারুকলা ইনস্টিটিউট (এখন অনুষদ) থেকে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, বিশালাকৃতির মুখোশ, পশুপাখির প্রতিকৃতি ইত্যাদিসহ শোভাযাত্রা বের করে।

নববর্ষ উদ্‌যাপন

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক বাংলা নববর্ষের ছুটি ঘোষণা করেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৬৪ সালে প্রাদেশিক সরকার বাংলা নববর্ষে আবারও ছুটি ঘোষণা করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

১৪ এপ্রিল

বাংলা একাডেমির উদ্যোগে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯৬৩ সালে বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কমিটি 'শহীদুল্লাহ কমিটি' নামে আখ্যায়িত হয়। এ কমিটি ১৪ এপ্রিলকে পহেলা বৈশাখ নির্ধারণের সুপারিশ করে। পরবর্তীতে 'বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কার কমিটি' নামে আরেকটি কমিটির সুপারিশের আলোকে বাংলা একাডেমিতে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ অনুষ্ঠিত সভায় ১৪ এপ্রিলকে পহেলা বৈশাখ হিসেবে ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ১৩ আগস্ট ১৯৯৫ এ দু'সভার মাধ্যমে গঠিত টাস্কফোর্স ১ বৈশাখ ১৪০২ থেকে, অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল ১৯৯৫ থেকে এটি কার্যকরের সিদ্ধান্ত নেয়।

মঙ্গল শোভাযাত্রা

দেশের লোকজ সংস্কৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে সব শ্রেণির মানুষকে একত্র করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে যশোরে 'চারুপীঠ' নামের একটি সংগঠন প্রথমবারের মতো বর্ষবরণ করতে আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় প্রথম আনন্দ শোভাযাত্রার। ১৯৯৫ সালের পর থেকে এ আনন্দ শোভাযাত্রাই 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই রাজধানী ঢাকার রমনা বটমূলে ছায়ানটের সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলা নববর্ষের আনুষ্ঠানিকতা। স্থানটি বটমূল নামে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে যে গাছের ছায়ায় মঞ্চ তৈরি হয় সেটি একটি অশ্বত্থ গাছ।

হালখাতা

বাংলা নতুন বছরের শুরুতে পুরোনো হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলার এক আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ 'হালখাতা'। এ উপলক্ষ্যে সাধারণত নিয়মিত ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানানো, মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়ন এবং পুরোনো বকেয়া পরিশোধ করে নতুন করে খাতায় নাম লেখানো হয়।

বৈসাবি

বাংলা বছরের শেষ দুই দিন ও নতুন বছরের প্রথম দিন দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহ সাংগ্রাই, বিজু, বৈসুক, বিষু, বিহু, সাংগ্রাং, সাংলান, ফাগুয়া প্রভৃতি নামে এ উৎসব পালন করলেও সমতলে এটি 'বৈসাবি' নামে পরিচিত। ত্রিপুরাদের 'বৈসুক', মারমাদের 'সাংগ্রাই' ও চাকমাদের 'বিজু'— এ তিন নামের আদ্যক্ষর নিয়ে 'বৈসাবি' নামের উৎপত্তি। ১৯৮৫ সাল থেকে সম্মিলিত উদ্যোগে বৈসাবি উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

www.boimate.com

বাংলাদেশের প্রথম সরকার

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়। এ সরকার গঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে প্রবল গতির সঞ্চার হয়। মুজিবনগর বা অস্থায়ী সরকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন—

প্রশ্ন: ১৯৭১ সালে কোন গ্রামের নামকরণ 'মুজিবনগর' করা হয়?
উত্তর: ১৯৭১ সালে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার ভবের পাড়া গ্রামের নাম 'মুজিবনগর' করা হয়।

প্রশ্ন: মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১০ এপ্রিল ১৯৭১।

প্রশ্ন: মুজিবনগর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে কবে?
উত্তর: ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

প্রশ্ন: মুজিবনগর সরকারের সময়কাল—
উত্তর: ১০ এপ্রিল ১৯৭১-১২ জানুয়ারি ১৯৭২।

প্রশ্ন: মুজিবনগর সরকার আর কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর: প্রবাসী বা অস্থায়ী সরকার।

প্রশ্ন: প্রথমে মুজিবনগর সরকারের সদস্য সংখ্যা ছিল কত জন?
উত্তর: ৬ জন; ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ রদবদল করে ১১ সদস্য করা হয়।

প্রশ্ন: মুজিবনগর সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্তদের শপথবাক্য পাঠ করান কে?
উত্তর: অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী।

প্রশ্ন: শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কে?
উত্তর: আব্দুল মান্নান।

প্রশ্ন: রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশ্ন: অস্থায়ী ও উপ-রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তর: সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

প্রশ্ন: প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: তাজউদ্দীন আহমদ।

প্রশ্ন: স্বরাষ্ট্র, সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান।

প্রশ্ন: মুজিবনগর সরকারের মুখ্য সচিব কে ছিলেন?
উত্তর: রুহুল কুদ্দুস।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা কে?
উত্তর: ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় কবে?
উত্তর: ১০ এপ্রিল ১৯৭১।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় কবে?
উত্তর: ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কার্যকর করা হয় কবে থেকে?
উত্তর: ২৬ মার্চ ১৯৭১।

প্রশ্ন: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কে?
উত্তর: অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের শিরোনাম কী ছিল?
উত্তর: The Proclamation of Independence.

প্রশ্ন: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে মোট কতজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ রয়েছে?
উত্তর: ৪ জন।

প্রশ্ন: মুজিবনগর সরকারকে দিকনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদানের জন্য সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয় কবে?
উত্তর: ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

প্রশ্ন: সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
উত্তর: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

প্রশ্ন: সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিল কতজন?
উত্তর: ৮ জন।

প্রশ্ন: উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক আহ্বান ও পরিচালনা করেন কে?
উত্তর: তাজউদ্দীন আহমদ।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের প্রতি প্রথম আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিবিদ কে?
উত্তর: কে এম শাহাবুদ্দিন আহমেদ ও আমজাদুল হক; ভারতের দিল্লিতে নিযুক্ত এ দুই কূটনীতিবিদ ৬ এপ্রিল ১৯৭১ আনুগত্য প্রকাশ করে।

প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
উত্তর: ৮ নং সেক্টরের।

প্রশ্ন: মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
উত্তর: তানভীর করিম।

প্রশ্ন: মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কোথায় ছিল?
উত্তর: ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা, ভারত।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

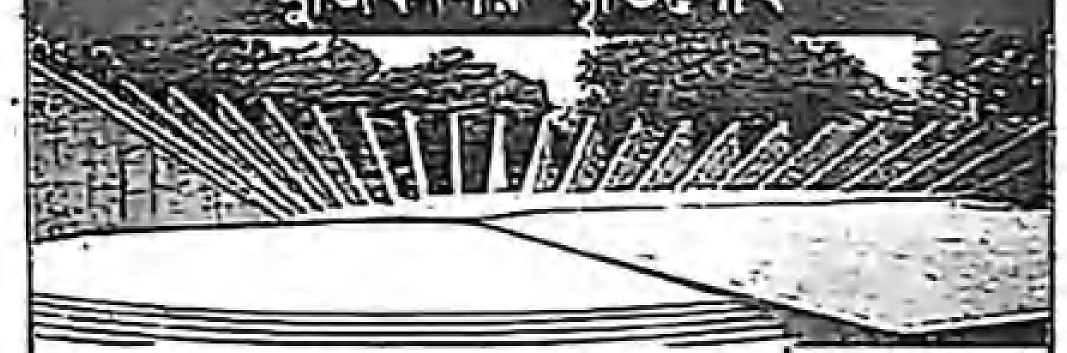

Mujibnagar Memorial Complex বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। স্মৃতিসৌধের কেন্দ্রে ২৪ ফুট × ১৪ ফুটের লাল মঞ্চটি ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ অস্থায়ী সরকারের শপথ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের স্থানকে স্মরণ করে। ২৩টি স্মৃতিস্তম্ভ ১৯৪৮-১৯৭১ সালের বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ধাপগুলোকে এবং ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। বেদির গোলাকার চিহ্ন ও পাথরগুলো যথাক্রমে এক লাখ বুদ্ধিজীবী ও ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের স্মৃতি প্রকাশ করে। স্মৃতিসৌধের ১১টি সিঁড়ি মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর এবং নুড়িপাথরের মোজাইক সাড়ে ৭ কোটি ঐক্যবদ্ধ জনগণকে বোঝায়। রক্তের সাগর, ভাষা আন্দোলনের প্রতীকী রাস্তা ও বঙ্গোপসাগরের প্রতীকসহ পুরো স্থাপনাটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট

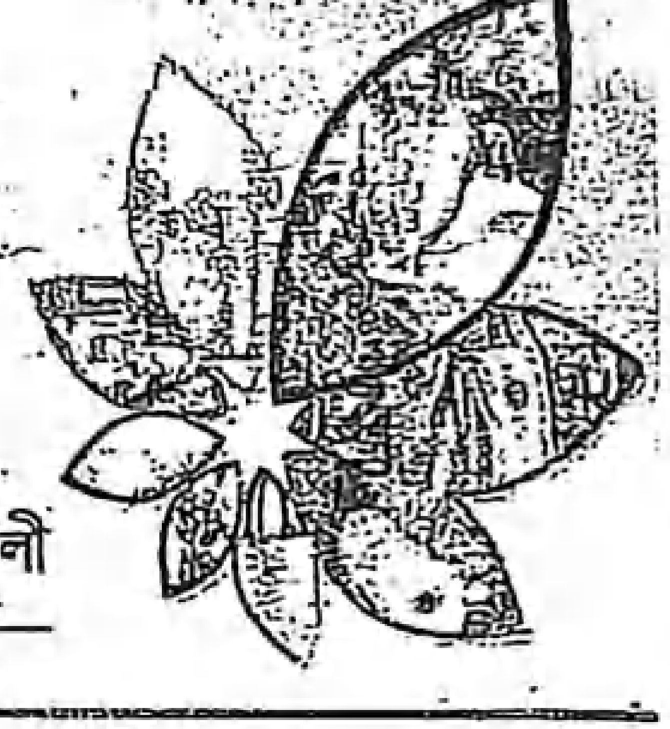

পাটের কারণেই বাংলাদেশকে বলা হয় সোনালী আঁশের দেশ। পাট নিয়ে বিস্তারিত আয়োজন—

পাটের উৎপত্তি

উড়িয়া শব্দ jhuta বা jota থেকে jute শব্দটির উদ্ভব। অবশ্য, 'জুটা' ও 'পট্ট' বস্ত্র ব্যবহারের কথা যথাক্রমে বাইবেল এবং মনুসংহিতা ও মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে পাট Tiliaceae বর্গের Corchorus গণভুক্ত দ্বিবীজপত্রী আঁশযুক্ত উদ্ভিদ। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাট আঁশ প্রধানত দুটি প্রজাতি, সাদাপাট (*Corchorus capsularis*) ও তোষাপাট (*Corchorus olitorius*) থেকে উৎপন্ন হয়। সাদা ও তোষা পাটের উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে দক্ষিণ চীনসহ ইন্দো-বার্মা এবং ভূমধ্যসাগরীয় আফ্রিকা। উল্লেখ্য,পাট স্বপরাগায়িত উদ্ভিদ। পাটের আঁশের উপাদান হলো আলফা এবং হেমি সেলুলোজ-৮৫%, লিগনিন-১১.৫%, অ্যাশ-১.৬%, নাইট্রোজেনাস যৌগ-1% এবং অন্যান্য-০.৯%।

বাংলায় পাট

সংস্কৃত শব্দ পট্ট থেকে পাট শব্দের উদ্ভব হয়েছে। ৫ জুন ২০১৭ কার্যকর হওয়া পাট আইন,২০১৭ অনুযায়ী পাট অর্থ পাট গাছের আঁশ, জীব বিজ্ঞানে যা জেনাস করকরাস (*Genus Corchorus*) নামে পরিচিত এবং উক্ত জেনাসের সকল স্পেসিস (species) আঞ্চলিক ভাষায় পাট, কোস্টা, নাইল্যা, সাদা পাট, তোষা পাট নামে অভিহিত করা হয়। চট্টগ্রামে পাটকে 'নারিস' শাক নামেও অভিহিত করা হয়। ১৮৩৮ সাল থেকে এ দেশে বাণিজ্যিকভাবে পাটের চাষ শুরু হয়। ১৮৫০-১৯৫০ সাল ছিল বাংলায় পাট চাষের উত্থানপর্ব। ওই সময়ে বিশ্বজুড়ে শিল্প বিপ্লবের সঙ্গী হয় বাংলার পাট। পণ্যের মোড়ক ও ভারি পণ্য বাঁধার জন্য পাট হয়ে ওঠে আবশ্যক উপকরণ। ১৮৫৩ সালে রাশিয়ার সঙ্গে অটোমান সাম্রাজ্যের যে যুদ্ধ হয়, যা ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত, তা বাংলার পাটের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। এরপর আর বাংলার পাট ও পাট চাষিদের পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৮৫০ সালে যেখানে বাংলা অঞ্চলে পাটের চাষ হতো মাত্র ৫০ হাজার একর জমিতে, ১৯০০ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ লাখ একর। ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য।

স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানি পাট ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। তাদের পাট কারখানাগুলো বাংলাদেশেই রয়ে যায়। ১৯৭২ সালে সব পাটকল জাতীয়করণ হয়। এসব জাতীয় পাটকল বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের অধীনে চলে আসে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে পাটকলে উৎপাদিত প্রধান তিনটি ব্যবহৃত পণ্য কার্পেট, চট ও বস্তা। সুতা, শক্ত কাপড়, চটের ব্যাগ, টুইল কাপড়, কার্পেট ব্যাকিং, মোটা কাপড়, গালিচা প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্যের প্রথাগত ব্যবহার।

পাটের ব্যবহার

প্রাচীনকালে পাট শুধুমাত্র সবজি ও চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হতো। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সিন্ধু সভ্যতায় বস্ত্র তৈরিতে পাট ব্যবহার হয়ে আসছে। মধ্যযুগে পাট দিয়ে গানিবস্তা ও শাড়ি তৈরি শুরু হয়। আবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে, ভারতের দরিদ্র গ্রামবাসীরা একসময় পাটের তৈরি পোশাক পরতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শনের বিকল্প হিসেবে পাটের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ করে ডান্ডিতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজত্বকালে সামরিক বাহিনীতেও পাটের ব্যবহার শুরু হয়। ডান্ডিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ পাট ব্যারনরা পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তা থেকে তৈরি পণ্য বিক্রি করে ধনী হয়ে ওঠে। ডান্ডি জুট ব্যারন এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় অনেক পাটকল স্থাপন করে এবং ১৮৯৫ সালের মধ্যে বাংলায় পাট শিল্প স্কটল্যান্ডের স্কটিশ পাট ব্যবসাকে ছাড়িয়ে যায়।

পাটের জিন নকশা

১৬ জুন ২০১০ তোষা পাটের জিনোম অনুক্রম (জীবনরহস্য) আবিষ্কারের ঘোষণা দেন বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম। ২০১২ সালে পাটের জন্য তিনি ক্ষতিকর ম্যাক্রোফমিনা ফাসিওলিনা ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করেন। আবার ১৮ আগস্ট ২০১৩ সাদা পাটের জিনোম আবিষ্কারেরও ঘোষণা দেন ড. মাকসুদুল আলম। এর আগে তিনি ২০০৯ সালে মালয়েশিয়ার হয়ে রাবারের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন।

উৎপাদন ও অর্থনীতি

- ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাটের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং এটিই ছিল দেশের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য। তবে, বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্প সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত।
- দেশে সর্বোচ্চ পাট উৎপাদন করা হয় ফরিদপুর জেলায়।
- পাট উৎপাদনে শীর্ষদেশ— ভারত, রপ্তানিতে বাংলাদেশ এবং আমদানিতে ভারত।
- পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পাটের উৎপাদন হয় ৬.৯৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে। পাট দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩-৪% এবং মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) ১.৫% এবং কৃষি GDP-এর ২.৬% অবদান রাখে।
- ১ মার্চ ২০২৩ পাটকে কৃষিপণ্য ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ১২টি দেশে কাঁচাপাট রপ্তানি হয়। এর মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি পাট রপ্তানি হয়। মোট রপ্তানি ৮,০৯৫.২০ কোটি টাকা।
- পাট চাষের জন্য দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। চৈত্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সারা চৈত্র মাস পর্যন্ত দেশী পাট বপনের উপযুক্ত সময়। তবে কিছু জাত ফাল্গুন মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্তও বপন করা যায়।
- পাট উৎপাদনে পাট আইন, ২০১৭; জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮ ও চারকোল নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়।

বৈজ্ঞানিক তথ্য বিন্যাস

- বৈজ্ঞানিক নাম *corchorus spp*।
- এটি Tiliaceae বর্গের অন্তর্গত একটি উদ্ভিদ।
- পাটের ক্রোমোজোম সংখ্যা ১৪।
- জীবনকাল ১০০-১২০ দিন পর্যন্ত।
- প্রতি বেলে ১৮২ কেজি পাট থাকে।
- পাটের আঁশ পট, কোষ্ট, নলিতা নামেও পরিচিত।
- কাঁচা পাটের এক গাইট ৪.৫ মণ।
- 'সোনালী ব্যাগ' হলো পাট থেকে উদ্ভাবিত এক ধরনের ব্যাগ। এই ব্যাগ তৈরির প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন ড. মোবারক আহমেদ খান।
- পাটের আঁশের শিল্প শব্দ হলো কাঁচা পাট।
- পাট পচানোর পদ্ধতি 'রিবন রেটিং'। অর্থাৎ রিবন রেটিং পদ্ধতিতে কাঁচা পাটের ছাল ছাড়িয়ে বড় চাড়ি বা পাত্রে পাট পচানো।
- আঁশ ফসলের জন্য চার ধরনের পাট রয়েছে। দেশি পাট, তোষা পাট, কেনাফ ও মেস্তা পাট।

গবেষণা ও মিল

- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)।
- কাঁচা পাট বলতে পাট গাছের কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত সাদা থেকে বাদামি রঙের তন্তুকে বোঝানো হয়, যা থেকে পরে বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য তৈরি হয়।
- বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (BJMC) গঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
- ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ বাংলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়।
- ১৯৫৭ সালে ঢাকার তেজগাঁও-এ একটি পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাট গবেষণা সংস্থা ও মন্ত্রণালয়

- ১৯০০ সালে সর্বপ্রথম ভারত সরকার পাট গবেষণার জন্য অবিভক্ত বাংলায় একজন পাট বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন।
- ১৯৩৮ সালে ঢাকায় সর্বপ্রথম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকার জুট বোর্ড গঠন করে।
- ১৯৭৩ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র পাট বিভাগ (Jute Division) গঠিত হয়।
- ১৯৭৬ সালে পাট বিভাগকে পূর্ণ মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়।
- পাট অর্থনীতির উন্নয়ন ও পাট আমদানি করা দেশসমূহের মধ্যে পরামর্শদাতার কাজ করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ২৭ এপ্রিল ২০০২ আন্তর্জাতিক পাট গবেষণা গ্রুপ গঠিত হয়। International Jute Studz Group-এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।
- দেশে জাতীয় পাট দিবস ৬ মার্চ।

সোনালী আঁশ

বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে যে কৃষিপণ্য গভীরভাবে জড়িত, তার মধ্যে পাট অন্যতম। একসময় পাটই ছিল বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উৎস। পাটের আঁশের (fiber) রঙ সোনালী হওয়ার কারণে প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় একে সোনালী আঁশ বলা হয়।

প্রাচ্যের ড্যান্ডি নারায়ণগঞ্জ

১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাংলার পাটের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। সে সময় রাশিয়া থেকে লিনেন ও শনের আমদানি বন্ধ হওয়ার পর ১৮২২ সালে ড্যান্ডির উৎপাদকরা পাটের আঁশ থেকে সুতা বানাতে শুরু করেন। তখন পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের ওপর কাঁচা পাট সংগ্রহের ভার পড়ে। তখন থেকে পাট ও পাটশিল্পের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ জড়িয়ে পড়ে। এখানকার কাঁচা পাটের ওপর নির্ভর করে ইংল্যান্ডে এক নতুন শিল্পজগৎ গড়ে ওঠে। ১৯৫১ সালে ব্রিটিশ বাংলার নারায়ণগঞ্জে সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপন করা হয়। পাট ব্যবসার সুখ্যাতির জন্য স্কটল্যান্ডের পাট ও লিনেন শিল্পের সুবিখ্যাত ড্যান্ডি শহরের সঙ্গে তুলনা করে তখন নারায়ণগঞ্জকে 'প্রাচ্যের ড্যান্ডি শহর' বলা হতো। প্রাচ্যের ড্যান্ডির সূত্র ধরে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর ঘেঁষে বিভিন্ন রকমের পাটের চাষ হতো।

www.boimate.com

English in the Contemporary World Context

SECTION-1 : EPSTEIN FILES

The 'Epstein files' constitute an extensive repository of documents amassed during U.S. Department of Justice investigations into the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein. The files have exerted pressure on the administration of the US President Donald Trump, as mounting pressure from Republican factions demanded transparency regarding federal inquiries. Initially resistant, Trump eventually endorsed the disclosure, prompting Congress to legislate their release. Exemptions include materials linked to active criminal investigations, content identifying victims or images depicting sexual abuse, death or grievous injury. Originating from two major criminal probes, the files encompass plea agreements, witness and victim interviews and assets seized during property raids. Epstein's 2008 conviction for soliciting a minor and his later 2019 charges for orchestrating a sex-trafficking network of underage girls generated this voluminous documentation. Parallel investigations implicated Ghislaine Maxwell, convicted in 2021. The trove, exceeding 300 gigabytes of data, includes sensitive imagery that remains withheld to protect victims privacy.

বঙ্গানুবাদ : 'Epstein files' হলো একটি বিস্তৃত তথ্যসংগ্রহ যা মৃত অর্থদাতা এবং দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী Jeffrey Epstein-এর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের তদন্তের সময় তৈরি হয়েছে। এই ফাইলগুলো দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট Donald Trump-এর প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে, কারণ রিপাবলিকান দলের বিভিন্ন অংশের থেকে স্বচ্ছতার দাবি বাড়ছিল। শুরুতে প্রতিরোধী থাকা সত্ত্বেও, Trump অবশেষে প্রকাশের সমর্থন জানিয়েছিলেন, যার ফলে কংগ্রেস ফাইল প্রকাশের আইন অনুমোদন করে। ব্যতিক্রম হিসেবে এমন নথি অন্তর্ভুক্ত নেই যা সক্রিয় অপরাধমূলক তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত, ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করে, অথবা যৌন নির্যাতন, মৃত্যু বা মারাত্মক আঘাতের ছবি ধারণ করে। দুটি প্রধান তদন্ত থেকে সংগৃহীত ফাইলগুলোতে দোষ স্বীকারের চুক্তি, সাক্ষী ও ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য এবং সম্পত্তি তল্লাশির সময় উদ্ধারকৃত বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৮ সালে Epstein-এর একজন নাবালিকাকে প্রলুব্ধ করার দণ্ড এবং ২০১৯ সালের যৌন পাচারের অভিযোগ এই বিশাল নথি তৈরি করেছে। সমান্তরাল তদন্তে Ghislaine Maxwell-এরও জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে, যিনি ২০২১ সালে দোষী সাব্যস্ত হন। এই তথ্যসংগ্রহে ৩০০ গিগাবাইটেরও বেশি ডেটা রয়েছে, যার মধ্যে সংবেদনশীল ছবি রয়েছে যা ভুক্তভোগীদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রকাশ করা হয়নি।

SECTION-2 VOCABULARY FROM THE PASSAGE

- Constitute : গঠিত হওয়া, তৈরি করা
- Extensive repository : বিস্তৃত তথ্যসংগ্রহ বা নথিপত্রের সংগ্রহ
- Amassed : সংগ্রহ করা, জমা করা
- Exerted pressure : চাপ সৃষ্টি করা
- Mounting pressure : বাড়তে থাকা চাপ বা প্রভাব
- Factions : দল বা অংশ
- Endorsed : সমর্থন করা, অনুমোদন করা
- Exemptions : ব্যতিক্রম, ছাড়
- Depicting : প্রদর্শন করা, চিত্রায়িত করা
- Grievous injury : মারাত্মক বা গুরুতর আঘাত
- Probes : তদন্ত, অনুসন্ধান
- Plea agreements : দোষ স্বীকারের চুক্তি
- Orchestrating : সমন্বয় করা, সংগঠিত করা
- Voluminous documentation : বিশাল নথিপত্র, ব্যাপক রেকর্ড
- Trove : বড় বা মূল্যবান সংগ্রহ, তথ্যসংগ্রহ

SECTION-3 VOCABULARY FROM NEWSPAPER

- Altercate— কথা কাটা-কাটি করা
- Arbitrate— মাতব্বরী করা
- A small fry— চুনোপুটি
- Atom of truth— সত্যের লেশ
- Above reproach— ধরা ছোয়ার বাইরে
- A feign of terror— ত্রাসের রাজত্ব
- Altercation— বাদানুবাদ, কথা কাটাকাটি
- Bourgeoisie— সমষ্টিগত মধ্যবিত্ত শ্রেণি
- Buoyant— প্রফুল্ল
- Broth/gravy— অতিরিক্ত সুবিধা/সহজে পাওয়া লাভ
- Bilateral relation/interest— দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক/স্বার্থ
- Bigotry (Fanaticism)— ধর্মান্ধতা
- Baffle— হতবুদ্ধি করা
- Bank loan defaulter— ব্যাংক ঋণ খেলাপী
- Bushfire— দাবানল
- Beat him to death— তাকে পিটিয়ে হত্যা করা
- Biting cold— মারাত্মক/প্রচণ্ড
- Bail petition— আবেদন
- Compatriots— স্বদেশবাসী
- Crackdown— সাঁড়াশী অভিযান, কঠোর ব্যবস্থা।

www.boimate.com

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের টেকনিক। এবারের পর্বে রয়েছে প্রাচীন রাজা-সামন্তদের উপাধি, নদীবিহীন দেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সম্পর্কিত আলোকপাত—

বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি

পর্ব ১৬

নদীবিহীন দেশ

যে সকল শুষ্ক জলবায়ুর দেশ মরুভূমি প্রধান, সে সকল দেশে স্থায়ী কোন নদী থাকে না। বিশ্বে সাধারণত নদীবিহীন দেশ ১৯টি। দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব সর্ববৃহৎ নদীবিহীন দেশ। এছাড়াও অন্যান্য নদীবিহীন দেশগুলো— কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ইয়েমেন, লিবিয়া, মালদ্বীপ, ভ্যাটিকান সিটি, মোনাকো, কমোরোস, মাল্টা, বাহামাস, কিরিবাতি, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, নাউরু, টোঙ্গা ও টুভ্যালু।

১. নিচের কোন দেশে কোনো নদী নেই? [বাংলাদেশ রেলওয়ের বুকিং সহকারী ২০২৪]
(ক) নামিবিয়া (খ) সৌদি আরব
(গ) মিসর (ঘ) মিয়ানমার

২. কোন দেশে নদী আছে? [পূবালী ব্যাংকের অফিসার ২০১৯]
(ক) নেপাল (খ) ইয়েমেন
গ) কুয়েত (ঘ) সৌদি আরব

৩. নদীবিহীন দেশ কোনটি? [বেবিচকের অ্যারোড্রাম ফায়ার লিডার ২০২১]
(ক) সৌদি আরব (খ) কুয়েত
(গ) ইয়েমেন (ঘ) সবগুলোই

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ

এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বলা হয়। সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের ১৭টি দেশ হলো— ইরাক, ইরান, ইসরায়েল, ইয়েমেন, ওমান, কাতার, কুয়েত, জর্ডান, তুরস্ক, ফিলিস্তিন, বাহরাইন, লেবানন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, সিরিয়া, মিসর ও সাইপ্রাস। উল্লেখ্য, মিসরকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ দেশটির সিনাই উপদ্বীপ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় যদিও বেশির ভাগ ভূমি উত্তর পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত।

১. এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলো কী নামে পরিচিত— [বুবি ২০০০-২০০১]
(ক) দুরপ্রাচ্য (খ) মধ্যপ্রাচ্য
(গ) পাশ্চাত্য (ঘ) বলকান

২. কতগুলো দেশ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য গঠিত? [মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ২০০১]
(ক) ১৭টি (খ) ১৮টি
(গ) ১৯টি (ঘ) ২০টি

৩. কোনটি মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ? [পেট্রোবাংলার উচ্চমান সহকারী ২০১৭]
(ক) কাতার (খ) নাইজেরিয়া
(গ) মাদাগাস্কার (ঘ) আফগানিস্তান

৪. কোনটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ না? [রাজস্ব বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০২৫]
(ক) ইরান (খ) কাতার
(গ) কুয়েত (ঘ) মিসর

প্রাচীন রাজা-সামন্তদের উপাধি

উপাধি	ব্যক্তি	উপাধি দাতা
নাসির-উদ-দৌলা	টিপু সুলতান	দ্বিতীয় শাহ আলম
পরম বৈষ্ণব বা পরম নারসিংহ	লক্ষ্মণ সেন	—
ভারতের নেপোলিয়ন	সমুদ্রগুপ্ত	ভিনসেন স্মিথ
শাহজাহান	খুররম	সম্রাট জাহাঙ্গীর
শের খান/শাহ	শেরশাহ (প্রকৃত নাম ফরিদ)	—
শাহ-ই-বাঙ্গালাহ/ শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান	ইলিয়াস শাহ	শামস-ই-সিরাজ আফিফ
সদ্ধর্মনিধি	শীলভদ্র	সংঘ বাসিগণ

১. মহারাজধিরাজ পদবি কারা গ্রহণ করেন? [প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক ২০১৯]
(ক) আকবর, হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর
(খ) ধর্মপাল ও গোপাল
(গ) গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব
(ঘ) ইলিয়াস শাহ, তুগলক ও জালালউদ্দীন

২. মহাসামন্ত কার উপাধি ছিল? [রাজউকের অফিস সহায়ক ২০১৫]
(ক) গোপাল (খ) লক্ষণ সেন
(গ) হর্ষবর্ধন (ঘ) শশাঙ্ক

৩. সুলতান-ই-আজম উপাধি কে লাভ করেছিলেন? [বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের অফিসার ২০০১]
(ক) কুতুবউদ্দীন আইবেক (খ) শামসউদ্দীন ইলতুৎমিশ
(গ) ফিরোজ শাহ তুগলক (ঘ) আলাউদ্দিন খলজি

৪. তুত-ই-হিন্দ কাকে বলা হয়? [জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পরিচালক ২০০৬]
(ক) তানসেন (খ) আমীর খসরু
(গ) আবুল ফজল (ঘ) গালিব

প্রশ্ন সমাধান | সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষা

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন — পরীক্ষা

পদ : অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক — ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

১. She has been living here — 2019.— ঘ) since.
২. Identify the correct passive form: 'They completed the work.'— ঘ) The work was completed by them.
৩. 'Honesty is the best policy'.— What type of sentence is this?— ক) Assertive.
৪. He is good — Mathematics.— ঘ) at.
৫. Identify the correct sentence— ঘ) He turned down the invitation.
৬. What is the correct meaning of the phrasal verb 'Given up'?— ঘ) Stop trying.
৭. Choose the correct synonym of 'Brave'.— ঘ) Bold.
৮. Choose the antonym of 'Generous'.— ঘ) Selfish.
৯. 'Time and tide wait for none'— This is a:— ক) Proverb.
১০. If I were a bird, I — fly.— ঘ) would.
১১. চিকেন নেক কোনটি?— গ) শিলিগুড়ি করিডোর।
১২. বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়— ক) ১৯৭২ সালে।
১৩. বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?— গ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪. দেশের প্রথম সাফারি পার্ক 'ডুলাহাজরা' কোন জেলায় অবস্থিত?— ঘ) কক্সবাজার।
১৫. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশ কয়টি?— গ) ৫।
১৬. ঢাকা ঐতিহাসিক 'আহসান মঞ্জিল' কে নির্মাণ করেন?— গ) নবাব আবদুল গণি।
১৭. আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় দেশ কোনটি?— ক) আলজেরিয়া।
১৮. বিশ্বের কোন নগরটি দু'টি মহাদেশে অবস্থিত?— ঘ) Istanbul.
১৯. সুন্দরবন কোন নদীর তীরে অবস্থিত?— খ) শিবসা।
২০. সরকারি ভাষা হিসেবে এদেশে ইংরেজির ব্যবহার শুরু হয় কোন সাল থেকে?— ক) ১৮৩৫।
২১. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবাদ সংস্থার নাম কী?— ক) রয়টার্স।
২২. সার্ক-এর অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ রাষ্ট্র কোনটি?— ক) আফগানিস্তান।
২৩. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি কে?— ক) হামিদুর রহমান।
২৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি— ক) ওপেন এআই।
২৫. জিডিপি-এর পূর্ণরূপ কী?— ক) গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট।
২৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান কে?— ক) স্পীকার।
২৭. কোন প্রকার মাটি পাট চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী?— ঘ) দো-আঁশ।
২৮. ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' রাজ্যেসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়— গ) কেরালা।
২৯. বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত— ঘ) তৈরি পোশাক শিল্প।
৩০. থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম কী?— খ) বাথ।
৩১. বাংলাদেশের সাথে স্থল সীমান্ত রয়েছে— খ) দুই দেশের।
৩২. বাংলাদেশের কোথায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়?— ঘ) শ্রীমঙ্গল।
৩৩. বিশ্বের কোন শহরকে মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদি সকলেই পবিত্র ভূমি মনে করে?— ঘ) জেরুজালেম।
৩৪. আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ) কোথায় অবস্থিত?— খ) হেগ।
৩৫. 'বিটকয়েন' কোন ধরনের মুদ্রা?— ঘ) ক্রিপ্টোকারেন্সি।
৩৬. 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' প্রথম রচনা করেন কে?— খ) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।
৩৭. 'চোখে সর্ষেফুল দেখা'-এর অর্থ কী?— ঘ) মাথা ঘোরা।
৩৮. 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী'-এটি কী ধরনের বাক্য?— ক) প্রবাদ।
৩৯. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়?— খ) গুজব।
৪০. 'যা পূর্বে কখনো হয়নি'-এর সঠিক বাক্য সংকোচন হলো— ঘ) অভূতপূর্ব।
৪১. নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান নয়?— ঘ) কৌতুহল।
৪২. 'অধিকার' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?— ক) অনধিকার।
৪৩. নদী শব্দের বহুবচন কী?— ঘ) নদীগুলি।
৪৪. 'সে খুব দ্রুত দৌড়ায়'-বাক্যে 'দ্রুত' কোন পদ?— ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ।
৪৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?— ঘ) সমীচীন।
৪৬. একটি সংখ্যার ২৫% যদি ৫০ হয়, তবে সংখ্যাটি কত?— গ) ২০০।
৪৭. $x+y=5$ এবং $x-y=3$ হলে, xy এর মান কত?— গ) 4।
৪৮. ১৫ জন শ্রমিক ১০ দিনে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারে। একই কাজ ৫ জন শ্রমিক কত দিনে সম্পন্ন করবে?— ক) ৩০।
৪৯. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৫ ও ৬ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হবে ১?— খ) ৩১।
৫০. কোনো ব্যক্তি সম্পত্তির ২/৩ অংশ পুত্রকে, ১/৩ অংশ কন্যাকে দিলেন। কন্যা ১৫০০ টাকা কম পেল সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য কত?— খ) ৪৫০০ টাকা।

বিএসসি ইন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা : ২০২৫-২০২৬ — পরীক্ষা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

1. সরিষা জাতীয় উদ্ভিদে যে ধরনের পত্ররন্ধ্র পাওয়া যায় তা হলো— d) অ্যানাইসোসাইটিক।
2. বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে বলা হয়— c) পদ।
3. এক মোল পানির ওজন হলো— a) ১৮.০ গ্রাম।
4. বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা সংঘটিত হয় তার নাম— d) ট্রপোস্ফিয়ার।
5. ফরমালিন যে কাজে ব্যবহৃত হয় তা হলো— d) পঁচন রোধন।
6. যে আলোক রশ্মি মানব শরীরে ভিটামিন তৈরি করতে সাহায্য করে তার নাম— c) অতি বেগুনি রশ্মি।
7. দেহের জন্য ভালো কোলেস্ট্রলের নাম হলো— b) HDL।
8. 'রেইনকোট' গল্পে গেরিলা আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল — a) ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার।
9. দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত অন্যতম মেডিকেল কলেজের অন্তর্ভুক্ত হলো— a) শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ।
10. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির রচয়িতা— c) সুকান্ত ভট্টাচার্য।
11. নিউটনের গতির ৩য় সূত্র অনুযায়ী ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী কোণ হলো— b) 180°।
12. 'পরম শূন্য' তাপমাত্রা হলো— b) 0° K।
13. একটি সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহু সংলগ্ন কোণ দুটির সমষ্টি হলো— b) ৯০°।
14. ক্ষারীয় মাধ্যমে pH- নির্দেশক ফেনলফথ্যালিনে বর্ণ হলো— b) লালচে বেগুনি।
15. 'রোজা' শব্দটি যে ভাষা থেকে গৃহীত তা হলো— d) ফারসি।
16. He is not good — Maths. Fill in the blank with options given below.— d) at.
17. ভিটামিন গুণসমৃদ্ধ অ্যাসিডের নাম হলো— c) এসকরবিক অ্যাসিড।
18. মুসলিম রেনেসাঁর কবি হিসেবে সমাদৃত ছিলেন— c) ফররুখ আহমদ।
19. 'মাসি-পিসি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো— a) আহ্লাদি।
20. অ্যাসিড বৃষ্টির প্রধান কারণ হলো— a) SO_2।
21. এসএসসি পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্বে ইয়াসমিনের মা অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। পরীক্ষার ফলাফলে বিরূপ প্রভাব এড়াতে তার উচিত হবে— c) প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া।
22. ইলেকট্রনের বৈশিষ্ট্য হলো— d) ঋণাত্মক চার্জ।
23. $a = 2$ ও $b = 5$ হলে, $a^3 + b^3 =$ হলো— c) 133.
24. 'বিলাসী' গল্প যার জবানীতে বর্ণিত হয় তার নাম— d) ন্যাড়া।
25. ক্রিকেট খেলার সাথে সম্পর্কিত শব্দ হলো— b) ওভার।
26. দুই অংক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অংকদ্বয়ের সমষ্টি ১৫ এবং তাদের গুণফল ৫৬ হলে সংখ্যাটি হলো— a) ৭৮।
27. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর অন্যতম হলো— a) রাজশাহী।
28. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শৈশবকালে ছিলেন— b) ডানপিটে।
29. আমিষ পরিপাকে সাহায্যকারী এনজাইমের নাম হলো — a) ট্রিপসিন।
30. 'কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি' নামে পরিচিত কোষের অঙ্গাণুটির নাম— a) গলজি বডি।
31. উভচর প্রাণীদের বৃক্কের ধরণ হলো— c) মেসোনেফ্রোস।
32. 'ব্রেইল' ভাষা ব্যবহারকারীরা হলো— d) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।
33. The meeting was held — last December. Choose the correct preposition to fill in the gap.— c) in.
34. I saw a — of cows in the field. Fill in the gap with the appropriate word given below.— d) herd.
35. দুর্বল অ্যাসিডের সংকেত হলো— b) CH_3COOH।
36. মানবদেহে লৌহ সঞ্চিত থাকে— a) যকৃতে।
37. No sooner had Reba reached the station — the train left. Fill in the gap approximately from options given below.— a) then.
38. RNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়ার নাম হলো— d) ট্রান্সলেশন।
39. রফিক একটি কাজ ১০ দিনে করে; শফিক সেই কাজটি করতে পারে ১৫ দিনে। তারা একত্রে সেই কাজটি করে— b) ৬ দিনে।
40. জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম রচিত 'মরুভাস্কর' কাব্যগ্রন্থটি— d) জীবনীমূলক।
41. 'প' ধ্বনিটি যে শ্রেণির অন্তর্গত তা হলো— b) ওষ্ঠ।
42. বাংলাদেশের জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো— a) copsychus saularis.
43. $(y-1)(y+2) = (y+4)(y-2)$ হলে, y এর মান হলো— c) 6।
44. A 'cobbler' is a person who makes— a) shoes.
45. Select the correctly spelt word— a) necessary.
46. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরটি অবস্থিত— a) জেনেভায়।
47. শিশিরাঙ্ক প্রকাশ করে— c) তাপমাত্রা।
48. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের নিচের চোয়ালে মোলার দাঁতের সংখ্যা হলো— b) ৬।
49. Sharmili has not visited Cox's Bazar yet, — her friend Jesmine. Fill in the gap from options provided.— a) neither has.
50. স্ফিগমোম্যানোমিটার ব্যবহৃত হয়— b) রক্তচাপ পরিমাপে।
51. 'ভর সংখ্যা' বলতে বোঝায়— a) প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা।
52. The car is moving <u>slowly</u>. The underlined is— a) an adverb.
53. জৈবিক কোষ আবিষ্কারকের নাম— b) রবার্ট হুক।
54. গ্লুকোজ অণুতে কার্বনের সংখ্যা হলো— a) ৬।
55. মমতাজ মহল ছিলেন— c) মোগল সম্রাজ্ঞী।
56. The English — English. Fill in the gap by options given below.— b) speak.
57. The garden has many <u>beautiful</u> flowers. The underlined word is— d) an adjective.

...কে City of flowering trees বলা হয়

58. একজন রোগী তার রোগ বিষয়ে যথাযথ ভাবে সমস্যা প্রকাশে অক্ষম। সে ক্ষেত্রে একজন সেবা কর্মীর আচরণ হবে— a) যথেষ্ট সময় দিয়ে তার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করা।
59. 'পামর' শব্দের অর্থ— b) নরাধম।
60. একটি দ্রব্য ৩৬ টাকায় বিক্রি করলে যে ক্ষতি হয়, ৭২ টাকায় বিক্রি হলে তার দ্বিগুণ লাভ হয়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?— c) ৪৮ টাকা।
61. বাংলাদেশে রেললাইন সংযোগবিহীন জেলাগুলোর অন্যতম হলো— a) মানিকগঞ্জ।
62. একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ৮ মিটার হলে, বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হয়— b) ৩২ বর্গমিটার।
63. He lives a luxurious life. The negative form of the sentence is— d) He does not live a luxurious life.
64. মানব জননকোষে থাকা ক্রোমোজোমের সংখ্যা হলো— d) ২৩।
65. Choose the correct sentence from options given below.— b) The dog is a faithful animal.
66. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৭০ বছর। পিতার বয়স ৫০ হলে, পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত কত?— a) ৫ : ২।
67. ইনসুলিন নিঃসৃতকারী অঙ্গের নাম— a) অগ্ন্যাশয়।
68. The students ultimately got over the difficult. The underlined group verb means— d) overcome.
69. Reading books — a good habit. Fill in the gap from auxiliary verbs given below.— b) is.
70. It was dark when we blew — the candles. Choose the correct word to fill in the gap.
a) off b) down c) away d) up
[Note : প্রশ্নের অপশন গুলোতে সঠিক উত্তর নেই। সঠিক উত্তর : blow out- নিভিয়ে ফেলা]
71. একজন কর্তব্যরত সহকর্মী লক্ষ্য করেন যে তার সহযোগী নার্স রোগীকে ভুল ঔষধ দিতে উদ্যত। দায়িত্বশীল সহকর্মী হিসেবে কারও উচিত হবে— b) বিষয়টি তাৎক্ষণিক তার নজরে আনা।
72. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় শিক্ষক সালমাকে তিরস্কার করেন। এক্ষেত্রে সালমার উচিত হবে— a) তিরস্কারকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা।
73. একটি দ্রব্য ক্রয় করে ২৫% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলে, বিক্রয় ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত হয়— b) ৩ : ৪।
74. তাপ ইঞ্জিন রূপান্তর করে— a) তাপশক্তিকে যান্ত্রিকশক্তিতে।
75. The word 'polite' in Bangla means— b) ভদ্র।
76. খেলায় অংশ নিতে ইচ্ছুক একজন প্রতিবন্ধী শিশুকে অন্য শিশুরা খেলায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানালে হতাশ শিশুটি মাঠের এককোণে একাকী বসে থাকে। একজন দায়িত্বশীল দর্শকের উচিত হবে— d) অন্য শিশুদের বুঝিয়ে তাকে খেলায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা।
77. রক্তের ফ্যাগোসাইটোসিসকারী কোষের নাম— d) নিউট্রোফিল।
78. A neighbour is one who— c) lives around us.
79. The word opposite to 'shortage' is— c) abundance.
80. নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত মূল অঙ্গটি হলো— c) ফুসফুস।
81. উভধর্মী যৌগ হলো— a) H_2O।
82. আয়তনের দিক থেকে মানব দেহের সর্ববৃহৎ কোষের নাম হলো— a) ডিম্বাণু।
83. হার্ডিঞ্জ সেতুটি যে নদীর উপর অবস্থিত তার নাম— b) পদ্মা।
84. দোলকের ববের ভর বেশি হলে দোলনকাল— a) অপরিবর্তিত থাকে।
85. বৃহদন্ত্রের অংশবিশেষ হলো— c) সিকাম।
86. সাধারণ সর্দি-কাশি হয় যে ভাইরাসের কারণে তার নাম— c) রাইনো ভাইরাস।
87. রক্তের অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠনে বাধা দেয় যে গ্যাস— b) CO।
88. ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্ট রোগের অন্তর্গত হলো— b) যক্ষ্মা।
89. The word 'community' is a— a) collective noun.
90. The phrase 'pass away' means— c) to die.
91. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মীরজাফর ইংরেজদের সাথে হাত মেলানোর কারণ— c) ক্ষমতার লোভ।
92. 'উপবৃতি' আছে এমন ফুলের নাম হলো— c) জবা।
93. $x-y=2$ এবং $xy=24$ হলে, $x+y$ হয়— b) 10।
94. দুইটি গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে একটি তুলনায় অপরটির গতিকে বলে— c) আপেক্ষিক গতি।
95. 'মনোযোগ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো— a) মনঃ + যোগ।
96. কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়ার নাম— d) Vibrio.
97. 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত হাসপাতালের অবস্থান— c) করিমগঞ্জ।
98. 'আলোকবর্ষ' পরিমাপ করে— b) দূরত্ব।
99. বাংলাদেশে মিঠা পানির প্রধান উৎস হলো— b) ভূগর্ভস্থ পানি।
100. শহিদ ডা. মিলন যে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা হলো— c) নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান।

এক গাছেই ৪০ ধরনের ফল

শুনতে অবাক লাগলেও ৪০ ধরনের ফল ধরা গাছের অস্তিত্ব কিন্তু পৃথিবীতে সত্যিই রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকিউস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক স্যাম ভ্যান একেনের গ্রাফটিং বা কলম পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি করা গাছে ৪০ ধরনের ফল হয়ে থাকে। তার এই ৪০ ফলের গাছ কেবল একটি সাধারণ গাছ নয়। একই গাছে ৪০ ধরনের ফল ধরার বিষয়টিকে সম্ভব করা হয় গ্রাফটিং বা কলম পদ্ধতির মাধ্যমে। এ পদ্ধতিতে একটি ফলন্ত গাছের ডাল থেকে একটি কুঁড়ি নিয়ে অন্য একটি ধারক গাছের ডালে স্থাপন করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডাল দুটির টিস্যু একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। তখন নতুন ডালটি মূল গাছের অংশ হিসেবে বেড়ে ওঠে ও ফল দেয়। এই প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। দীর্ঘ সময় ধরে সঠিক ডাল নির্বাচন, গ্রাফটিং ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর ২০১৩-১৪ সালের দিকে প্রথম গাছটি পূর্ণতা পায় এবং ৪০ রকমের ফল দিতে শুরু করে।

www.boimate.com

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি

পদ : ট্রেইনি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট

পরীক্ষা : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

১. কোনটি ক্ষুদ্র ঋণের উদ্দেশ্য নয়?— ঘ) বিলাসিতা বৃদ্ধি।
২. বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত?— গ) ৫,১৩৮ কি.মি.।
৩. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ 'কালো পঁচিশের আগে ও পরে' এর লেখক কে?— ক) আবুল আসাদ।
৪. 'জুলাই বিপ্লব' কোন ধরনের আন্দোলন হিসেবে ইতিহাসে গণ্য?— খ) ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান।
৫. বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের কোন প্রদেশ অবস্থিত?— গ) মেঘালয়।
৬. মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?— খ) মাগুরা।
৭. জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ আবু সাঈদকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কী?— খ) Shoot Me, I Bare My Chest.
৮. জেসমিন ও আবিদার বর্তমান বয়সের অনুপাত ৩ : ২ এবং আবিদা ও আনিকার বর্তমান বয়সের অনুপাত ৫ : ১। আনিকার বর্তমান বয়স ৩ বছর ৬ মাস। ৫ বছর পর আবিদার বয়স কত হবে?
ক) ১ বছর খ) ২ বছর
গ) ১ বছর ৬ মাস ঘ) ২ বছর ৬ মাস
[Note : সঠিক উত্তর ২২ বছর ৬ মাস।]
৯. দুইটি সংখ্যার যোগফল ৩৬০। সংখ্যা দুইটির অনুপাত ৪ : ৫ হলে, সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর।— ক) ১৬০ ও ২০০।
১০. ৩৩৪টি আম ১৫ জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে কয়টি আম অবশিষ্ট থাকবে?— ক) ৪টি।
১১. মাতার বয়স কন্যার বয়সের ৩ গুণ। কন্যার বয়স ১৫ বৎসর। ১০ বছর পর মাতার বয়স কত হবে?— গ) ৫৫ বছর।
১২. একটি ইঞ্চি সমান ২.৫৪ সে.মি.। ৮.৫০ ইঞ্চি সমান কত সে.মি.?— ঘ) ২১.৫৯ সে.মি.।
১৩. ৫ কুইন্টাল সমান কত কেজি?— ঘ) ৫০০ কেজি।
১৪. ২ থেকে ৩২ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কতটি?— ক) ১১টি।
১৫. ১২৫ ডিগ্রি কোণের সম্পূরক কোণ কত ডিগ্রি?— ঘ) ৫৫ ডিগ্রি।
১৬. বিশ্বের কততম ক্রিকেটার হিসেবে মুশফিকুর রহিম শততম টেস্টের সেঞ্চুরি করেন?— গ) ১১তম।
১৭. শরিফ ওসমান হাদি যে সংগঠনের মুখপাত্র ছিল— গ) ইনকিলাব মঞ্চ।
১৮. World Economic Forum-এর বাৎসরিক অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?— গ) দাভোস।
১৯. ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে কততম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে?— গ) ত্রয়োদশ।
২০. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি কত?— গ) ২,৬৭১ মার্কিন ডলার।
২১. নিচের কোনটি Input Device?— ঘ) Keyboard.
২২. জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কতজন নারী শহিদ হন?— ঘ) ১০ জন।
২৩. Which is 'AI' Language Model?— খ) Claude.ai.
২৪. Synonym of 'condemn' is— ঘ) Revile.
২৫. Antonym of 'frugal' is—
ক) Extraordinary খ) Economical
গ) Extravagant ঘ) Spendthrift
[Note : গ ও ঘ উভয়ই সঠিক।]
২৬. By the time you get back, Rahim — খ) will have left.
২৭. Be careful when driving — adverse weather conditions.— খ) under.
২৮. 'To go into liquidation' is an idiom meaning— ক) to go bankrupt.
২৯. Anika was — of the dangers of fire juggling, but she tried it any way and burnt herself quite badly.— ক) cognizant.
৩০. The antonym of the word 'superficial' is:— ঘ) deep.
৩১. 'অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা' বইটির লেখক কে?— খ) মেজর (অব.) এম. এ জলিল।
৩২. যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হন কে?— ক) জোহরান মামদানি।
৩৩. তৈরি পোশাক রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?— ক) চীন।
৩৪. সিরিয়ার নতুন জাতীয় প্রতীক কী?— গ) সোনালী ঈগল।
৩৫. জাতীয় শহিদ সেনা দিবস কবে?— গ) ২৫ ফেব্রুয়ারি।
৩৬. সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি কবে তফসিলি ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত হয়?— ক) ১ ডিসেম্বর ২০২৫।
৩৭. নিচের কোন শব্দটি তুর্কি শব্দ?— গ) কোর্মা।
৩৮. 'সব বিষয়ে অল্প জ্ঞান যার' এককথায় প্রকাশ— ক) পল্লবগ্রাহী।
৩৯. 'বিরত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?— ঘ) নিরত।
৪০. 'দুরবস্থা' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কী?— গ) দুঃ+অবস্থা।
৪১. 'বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়'-কোন কারকে কোন বিভক্তি?— ঘ) অধিকরণে ৫মী।
৪২. বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী?— খ) ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
৪৩. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রধানত কাদের বিনিয়োগ দেওয়া হয়?— খ) গ্রামের নিম্ন আয়ের নারী ও পুরুষ।
৪৪. ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য কী?— খ) গ্রামীণ দুস্থদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন।
৪৫. আধুনিক ক্ষুদ্র ঋণের জনক কে?— খ) ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
৪৬. বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কবে মারা যান?— গ) ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫।
৪৭. ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর-এর ইংরেজি কী?— গ) Smoking is injurious to health.

৪৮. বাংলাদেশের মোট ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য কতটি?— ক) ৬২টি।
৪৯. মানবদেহের সবচেয়ে ছোট হাড় স্ট্যাপিস কোথায় থাকে?— খ) কান।
৫০. খাদ্যে উপাদান কয়টি?— গ) ৬টি।
৫১. নিচের কোন আমল মুমিনকে অশ্লীল ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে?— ক) সালাত।
৫২. ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত কোনটি?— ক) তাহাজ্জুদ সালাত।
৫৩. 'তারতিবসহ সালাত আদায় করা' বলতে কী বোঝায়?— খ) সালাতের আরকান ও আহকাম নির্ধারিত ক্রমে পালন করা।
৫৪. কোন কোন সালাতের জামা'আতে যাওয়া মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন?— খ) ফজর ও এশা
৫৫. কোন অবস্থায় সালাত ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে?— ক) চরম অসুস্থতা।
৫৬. রাসুল (সা.) বলেছেন, 'নামাজ হচ্ছে— গ) মুমিনের মিরাজ।
৫৭. ইচ্ছাকৃত ভাবে নামায ছাড়ার পরিণাম কী?— গ) কুফরী।
৫৮. নিচের কোনটি নামাযের রুকন?— গ) রুকু করা।
৫৯. সফরে কয় রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামায কসর করতে হয়?— ক) ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাজ।
৬০. কোন নামাজে সিজদাহ নেই?— গ) জানাযার নামাজ।
৬১. সিয়ামের প্রতিদান সরাসরি কার পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে?— ক) আল্লাহর পক্ষ থেকে।
৬২. রোযাদার মনের ভুলে কিছু খাইলে তার রোযা ভঙ্গ হবে কী না?— খ) রোযার কোন ক্ষতি হবে না।
৬৩. রোযা ফরজ হয় কত হিজরীতে?— খ) ২য় হিজরীতে।
৬৪. হে ইমানদারগণ-তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমারা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।- এটি কোন সূরার আয়াত?— ঘ) আল-বাকারাহ্।
৬৫. যাকাত আদায়ের মাধ্যমে নিচের কোনটি নিশ্চিত হয়?— ক) সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধি হয়।
৬৬. সৌর বছর অনুযায়ী যাকাত আদায়ের হার কত?— খ) ২.৫৮%।
৬৭. যাকাত ফরজ হয়েছে কোন আয়াত দ্বারা?— ক) সূরা তওবা-১০৩।
৬৮. সূরা হজের ৪১নং আয়াতের আলোকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব কার?— খ) সরকারের।
৬৯. আল কোরআনের আলোকে যাকাতের খাত কয়টি? — গ) ৮টি।
৭০. কোন সম্পদের উপর যাকাত ফরয নয়?— খ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস।
৭১. যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়?— গ) কোন ক্ষতি হয় না।
৭২. হজ ফরজ হওয়ার শর্ত নয় কোনটি?— গ) সামাজিক মর্যাদা।
৭৩. হজের ওয়াজিব কতটি?— খ) ৬টি।
৭৪. হাজীরা কোথায় সাঈ করে?— ক) সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে।
৭৫. বাংলাদেশের হাজিরা সাধারণত কোন প্রকারের হজ্জ করে?— গ) তামাত্তু।
৭৬. মূল্যবোধ শিক্ষা অর্জনকারী ব্যক্তি হয়—
ক) সহনশীল খ) বিবেকসম্পন্ন গ) শৃঙ্খলিত ঘ) সবগুলো
৭৭. একটি দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে কোনটি?— ঘ) সুশাসনের শিক্ষা।
৭৮. আইনের প্রাচীনতম ভিত্তি কী?— গ) প্রথা।
৭৯. একটি জাতি থেকে অন্য জাতির পার্থক্য বোঝা যায়— গ) মূল্যবোধ দেখে।
৮০. আয়াতুল কুরসী কোন সূরার আয়াত?— ক) আল বাকারাহ।
৮১. আল-কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?— গ) ফাতিহা।
৮২. পবিত্র কোরআন নাজিল হয় কত বছর ধরে?— গ) ২৩ বছর।
৮৩. সাধারণত ব্যাংকিং সুদকে কী বলা হয়?— ক) রিবা আল নাসিয়া।
৮৪. কোরআনে সুদের বিরুদ্ধে কোথায় উল্লেখ আছে?— ক) সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৭৫।
৮৫. বাংলাদেশে প্রথম শরিয়া'হ ভিত্তিক ব্যাংক কোনটি?— ক) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি।
৮৬. কত হিজরীতে মক্কা বিজয় হয়?— ঘ) ৮ম।
৮৭. মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী রচিত সিরাত গ্রন্থের নাম কী?— ঘ) আর-রাহীকুল মাখতুম।
৮৮. ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি কী?— ক), যাকাত।
৮৯. কোনটি হাদীস গ্রন্থ?— ক) রিয়াদুস সালেহীন।
৯০. নারীদেরকে সম্পত্তিতে অংশীদার সর্বপ্রথম কোন ধর্মে দিয়েছে?
ক) ইয়াহুদী খ) খ্রিষ্টান গ) মুসলিম ঘ) হিন্দু
[Note: সঠিক উত্তর হবে ইসলামত।]
৯১. পর্দা করা— ঘ) নারী ও পুরুষের জন্য ফরজ।
৯২. ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল?
ক) ১৯৩১ সালের ৬ মে খ) ১৯৩০ সালের ৬ মে
গ) ১৯২৯ সালের ৬ মে ঘ) ১৯২৮ সালের ৬ মে
[Note: বালাকোটের যুদ্ধ সংগঠিত হয় ৬ মে ১৮৩১।]
৯৩. কোন সূরায় নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?— গ) সূরা নিসা।
৯৪. 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' বইয়ের লেখক কে?— গ) সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহ.)।
৯৫. দ্বীন কায়েম করা কী?— ক) ফরয।
৯৬. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কিসের আলামত?— ক) মুনাফিকের।
৯৭. কালজয়ী আদর্শ ইসলামের রচয়িতা কে?— খ) সাইয়েদ কুতুব।
৯৮. মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ কোন মাসে সংঘটিত হয়?— গ) রমযান।
৯৯. কে ভণ্ড নবীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন?— গ) আবু বকর (রা.)।
১০০. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গর্ভবতী মা ও শিশুদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন কোন খলিফা?— খ) ওমর (রা.)।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (পূর্বাঞ্চল) পরীক্ষা
পদ: পোস্টাল অপারেটর
২৩ জানুয়ারি ২০২৬

১. প্রাচীনকালে সমতট বলতে বোঝানো হতো কোন অঞ্চলকে?— খ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী।
২. ইউরোপ থেকে সর্বপ্রথম বাংলায় আগমন করে— ঘ) পর্তুগিজ।
৩. 'রাজবংশী' নামক আদিবাসীরা বাস করে কোন জেলায়?— খ) রংপুর।
৪. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকেটে কীসের ছবি ছিল?— ক) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার।
৫. CIRDAP-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?— খ) ঢাকা।
৬. কোন মোঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'? — ক) হুমায়ুন।
৭. 'ভাসানচর' রোহিঙ্গা আশ্রয় কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত?— গ) নোয়াখালী।
৮. বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক— গ) সুপ্রিম কোর্ট।
৯. 'গুলট্রাম' কোন দেশের মুদ্রা?— খ) ভুটান।
১০. VOIP কী?— ক) Voice Over Internet Protocol.
১১. 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হয় কোন সনে?— ঘ) ১৯১১।
১২. কোনটি EU ভুক্ত দেশ নয়?— গ) যুক্তরাজ্য।
১৩. কোনটি ASEAN ভুক্ত দেশ নয়?— খ) তাইওয়ান।
১৪. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?— গ) বঙ্গোপসাগরে।
১৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান কোন জেলায়?— খ) মৌলভীবাজার।
১৬. 'মাতামুহুরী' নদী কোথায় হতে উৎপন্ন হয়েছে?— ক) লামার মাইভার পর্বত।
১৭. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে?— গ) ১১৮।
১৮. কোন রপ্তানি খাত হতে বাংলাদেশ বেশি আয় করে?— ক) তৈরি পোশাক।
১৯. স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশ নয়— খ) এস্তোনিয়া।
২০. 'রটার্ডাম' কোন দেশের বন্দর?— ঘ) নেদারল্যান্ডস।
২১. কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?— ঘ) সিয়েরালিওন।
২২. ৫০ টাকায় ৮টি ডিম বিক্রি করায় ২৫% ক্ষতি হলো। প্রতি ডজন ডিমের মূল্য কত টাকা ছিল?— ক) ১০০ টাকা।
২৩. ১০ টাকায় ১ হালি লেবু কিনে ৬০ টাকায় কত হালি লেবু বিক্রয় করলে ২০% লাভ হবে?— ক) ৫।
২৪. একটি কলম ও দুইটি পেন্সিলের একত্রিত মূল্য ৬৮ টাকা, যদি একটি কলমের মূল্য একটি পেন্সিলের মূল্যের চেয়ে ৫ টাকা বেশি হয়, তবে পেন্সিলের মূল্য কত?— গ) ২১।
২৫. নিচের ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে কোনটি বৃহত্তম?— ক) $\frac{৩}{৪}$।
২৬. কোনটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা?— ক) $\frac{৩}{৪}$।
২৭. ০.১ × ০.১ × ০.১ = ?— গ) ০.০০১।
২৮. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ২ : ৩ এবং তাদের ল.সা.গু ২৪। সংখ্যা দুইটির যোগফল কত?— ক) ২০।
২৯. একটি স্কুলে প্যারেড করার সময় ছাত্রদের ১০, ১২ এবং ১৬ সারিতে সাজানো হয়। ঐ স্কুলে ন্যূনতম কতজন ছাত্র আছে?— ঘ) ২৪০।
৩০. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৭০ বছর। ৭ বছর আগে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ৬ : ১। ৫ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে?— ক) ৩ : ১।
৩১. ১০০ জন শিক্ষার্থীর গড় নম্বর ৯০, যার মধ্যে ৭৫ জন শিক্ষার্থীর গড় ৯৫। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের গড় নম্বর কত?— ক) ৭৫।
৩২. মি. রেজা তার সম্পদের ১২% স্ত্রীকে, ৫৮% ছেলেকে এবং অবশিষ্ট ৭,২০,০০০ টাকা মেয়েকে দিলেন। তার সম্পদের মূল্য কত?— ক) ২৪,০০০০০।
৩৩. একটি বিদ্যালয়ে ৪৫০ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৮% ছাত্রী। ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কত?— ঘ) ২৩৪।
৩৪. ৮ জন লোক একটি কাজ ১৮ দিনে করতে পারে। কাজটি ৬ দিনে করতে হলে কত জন নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে?— খ) ১৬ জন।
৩৫. একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় ৮ কি.মি. এবং স্রোতের প্রতিকূলে ৪ কি.মি. যায়। নৌকার বেগ কত?— ঘ) ৬ কি.মি.।
৩৬. $a=8, b=6, x=1/2$ এবং $y=4$ হলে $ax+2b-2xy$ এর মান কত?— ক) 12।
৩৭. $x-y=2$ এবং $xy=24$ হলে $x+y$ এর মান কত?— গ) ± 10।
৩৮. $a+b+c=9$ এবং $ab+bc+ca=26$ হলে $a^2+b^2+c^2$ এর মান কত?— গ) ২৯।
৩৯. $x^3=27$ হলে x এর মান কত?— খ) ৩।
৪০. $\log_2 16$ এর মান কত?— গ) ৪।
৪১. দুইটি কোন পরস্পর সম্পূরক হলে এদের সমষ্টি কত?— খ) ১৮০ ডিগ্রি।
৪২. ৯০ ডিগ্রি কোণের পূরক কোণ কত?— ক) ০ ডিগ্রি।
৪৩. Choose the correct spelled word— গ) Tsunami.
৪৪. 'The door opened automatically'. The verb in this sentence is— খ) Intransifive
৪৫. The antonym of 'polite'— খ) rude.
৪৬. What is plural form of 'Ovum'?— গ) Ova.
৪৭. The man was — murder.— ক) hanged for.
৪৮. Hazi Mohsin was — the poor.— ক) kind to.
৪৯. চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। (Translate it)— খ) There are lees to every wine.
৫০. Study of 'religion' is called— গ) Theology.
৫১. The poet of beauty is— ঘ) Keats.

www.boimate.com

৫২. Which form of the word is adjective?— ক) Resolute.
৫৩. The verb form of bitter is—খ) Embitter.
৫৪. Which one is plural?—ঘ) Bureaux.
৫৫. Mr. Anwar is expert — physics.—গ) in.
৫৬. Your conduct admits — no excuse.—গ) of.
৫৭. He died following the incident. Here 'following' is a/an—ঘ) preposition.
৫৮. 'Adjacent to' means—খ) নিকটবর্তী।
৫৯. 'Cry wolf' means—ক) Give a false alarm.
৬০. When he is pragmatic, he is being— গ) Practical.
৬১. Which one is correct spelling?—ঘ) parliament.
৬২. Which one is the correct spelling?— ক) irresistible.
৬৩. The antonym of insipid is—গ) exciting.
৬৪. সে এমনভাবে কথা বলে মনে হয় সব জানে। (Translate in English)— ঘ) He talks as if he knew everything.
৬৫. Choose the correct spelling—গ) proprietor.
৬৬. Constitution : preamble : :—খ) Book : Preface.
৬৭. I spent — with the patient. Choose the right word—গ) some time.
৬৮. He reached the — of his literacy career.—খ) acme.
৬৯. Wordsworth was inspired by—ঘ) French Recolution.
৭০. 'Man and Superman' is written by— ক) Bernard Shaw.
৭১. While — in the morning, I saw them playing—গ) walking.
৭২. 'আষাঢ়ে বৃষ্টি নামে'-'আষাঢ়ে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?—ঘ) অধিকরণে ৭মী।
৭৩. 'পরীক্ষা আসলে চোখের জল ঝরে।'-'চোখের' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক) অপাদানে ৭মী খ) করণে ৫মী
গ) সম্প্রদানে ৭মী ঘ) অধিকরণে ৭মী

[Note : উল্লিখিত শব্দটি অপাদানে ষষ্ঠী হবে]

৭৪. 'প্রদীপ নিভে গেলো।'- বাক্যটি কোন কালের?— খ) সাধারণ অতীত।
৭৫. 'নিরাকরণ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?—গ) নিঃ + আকরণ।
৭৬. 'ষোড়শ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?—খ) ষট্+দশ।
৭৭. 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস?—ক) কর্মধারয়।
৭৮. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?—গ) শশব্যস্ত।
৭৯. 'ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল' উপন্যাসের রচয়িতা কে?—ঘ) হুমায়ুন আজাদ।
৮০. 'জলবতী মেঘের বাতাস'- গল্পের রচয়িতা কে?— গ) সেলিনা হোসেন।
৮১. 'শ্রব্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?—গ) শ্রু+য।
৮২. 'সুহৃদ' কোন ধরনের শব্দ?—গ) যোগরূঢ়।
৮৩. 'রেস্তোরাঁ' কোন ভাষার শব্দ?—খ) ফরাসি।
৮৪. মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি কোনটি?—ঘ) ঠ।
৮৫. 'বিজিত' শব্দের অর্থ কী?—খ) পরাজিত।
৮৬. 'মাতঙ্গ' কার সমার্থক শব্দ?—গ) হাতি।
৮৭. 'Artisan' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি?—ক) কারিগর।
৮৮. 'তস্কর' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?—গ) সাধু।
৮৯. 'ধামাধরা' বাগধারার অর্থ কী?—খ) তোষামোদকারী।
৯০. 'হত্যা করার ইচ্ছা' এককথায় প্রকাশ কী হবে?—ক) জিঘাংসা।
৯১. 'কমলে কামিনী' নাটকের রচয়িতা কে?—খ) দীনবন্ধু মিত্র।
৯২. মুসলিম রেনেসাঁর কবি বলা হয় কাকে?—খ) ফররুখ আহমদ।
৯৩. 'আমলার মামলা' নাটকের রচয়িতা কে?—ঘ) শওকত ওসমান।
৯৪. 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবে' কাব্যের রচয়িতা কে?— গ) আহসান হাবীব।
৯৫. 'তিমির হননের কবি' কে?—ক) জীবনানন্দ দাশ।
৯৬. 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কার লেখা?— খ) শামসুর রাহমান।
৯৭. 'সাঁঝের মায়া' কাব্যের রচয়িতা কে?—ঘ) সুফিয়া কামাল।
৯৮. 'নির্জন স্বাক্ষর' উপন্যাসের রচয়িতা কে?—খ) বুদ্ধদেব বসু।
৯৯. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের রচয়িতা কে?— গ) জসীমউদ্দীন।
১০০. 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যের রচয়িতা কে?— ক) জীবনানন্দ দাশ।

ব্লকচেইন

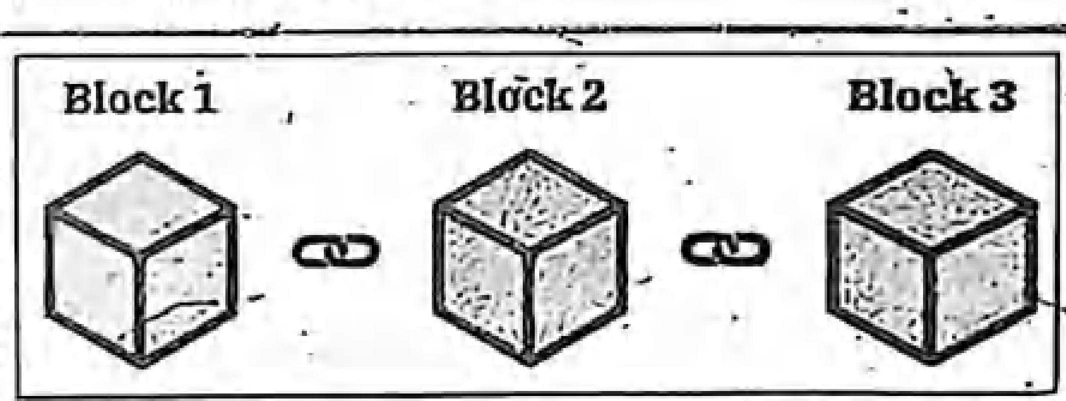

ব্লকচেইন (Blockchain) তথ্য সংরক্ষণের একটি বিশেষ ডিজিটাল পদ্ধতি বা লেজার, যেখানে একবার কোনো তথ্য জমা হলে তা পরিবর্তন করা বা মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব। এই লেজার কোনো একটি একক সার্ভারে থাকে না, বরং পৃথিবীতে থাকা অসংখ্য কম্পিউটারে একই সঙ্গে সংরক্ষিত থাকে। এই ব্যবস্থাকে ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি বলা হয়। এখানে তথ্যগুলো ব্লকের মতো করে সাজানো থাকে এবং প্রতিটি ব্লক আগের ব্লকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এ কারনেই এর নামকরণ করা হয়েছে ব্লকচেইন। এই ব্লকের মধ্যেই লেনদেনের তথ্য, ব্লক তৈরি করার সময় এবং আগের ব্লকের ক্রিপ্টোগ্রাফিক কোড থাকে। এই ক্রিপ্টোগ্রাফিক কোডগুলো ব্লকের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে এবং পুরো ব্লকের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। সাতোশি নাকামতো ছদ্মনামের এক ব্যক্তি বা গ্রুপকে ব্লকচেইন প্রযুক্তির উদ্ভাবক বলে মনে করা হয়। ২০০৯ সালে বিটকয়েন সফটওয়্যার প্রকাশিত হওয়ার পরই বিশ্বব্যাপী ব্লকচেইন প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটে। ১৭ মার্চ ২০২১ ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে প্রথম মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) হিসেবে ...

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পদঃ মৎস্য জরিপ কর্মকর্তা

পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি ২০২৬

১. জাপান কবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?—গ) ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
২. Nobody ever goes to see her. What kind of pronoun is 'nobody' in the sentence?— খ) indefinite.
৩. Which of the following sentences is correct? — খ) The speaker made the audience listen to him.
৪. সর্বাপেক্ষা ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ হচ্ছে— গ) গামা রশ্মি।
৫. কোনটি অস্থির বৈশিষ্ট্য?—গ) দৃঢ়।
৬. ক এর বেতনে ১০% কমানোর পর হ্রাসকৃত বেতন ১০% বাড়ানো হলে ক এর কতটুকু ক্ষতি হলো?—খ) ১%।
৭. নিপোর্ট (NIPORT) কী ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান?— ক) জনসংখ্যা গবেষণা।
৮. সূর্য-এর প্রতিশব্দ কী?—ঘ) আদিত্য।
৯. কোন মৌলটির উপস্থিতি কয়লার মান নষ্ট করে?— গ) সালফার।
১০. কোনটির কার্যপ্রণালিতে তাড়িৎ চৌম্বক আবেশকে ব্যবহার করা হয়?—গ) ট্রান্সফর্মার।
১১. 'বাঙালি মুসলমানের মন' কার লেখা?—খ) আহমদ ছফা।
১২. 'মুহূর্তের কবিতা' লিখেছেন—ঘ) ফররুখ আহমদ।
১৩. একটি জলাধারের তিন পঞ্চমাংশ পানি দ্বারা পূর্ণ এবং এতে আরো ৩০ লিটার পানি ঢাললে জলাধারটি ৮০% পানিপূর্ণ হয়। জলাধারটির পানি ধারণ ক্ষমতা কত?—গ) ১৫০ লিটার।
১৪. Who is known as the 'Lady of the Lamp?' — গ) Florence Nightingale.
১৫. ১০০ জন সদস্যের একটি পর্যটক দলের ৫৫ জন ল্যাটিন এবং ৪০ জন জার্মান ভাষায় কথা বলে। তাদের মধ্যে ২০ জন ল্যাটিন বা জার্মান কোন ভাষাতেই কথা বলে না। তাহলে কতজন কেবলমাত্র একটি ভাষাতেই কথা বলে?—ঘ) ৬৫।
১৬. Passive form of the sentence- 'His performance surprised me.'—ঘ) I was surprised at his performance.
১৭. কোন বানানটি শুদ্ধ?—গ) কৃষিজীবী।
১৮. $3x^2 - x^2 + 4 > 0$ হলে কোনটি সঠিক?

ক) $x < -1, x > 4$ খ) $-4 < x < \infty$
গ) $-1 < x < 4$ ঘ) $-\infty < x < -1$

[Note : যদি $3x^2 - x^2 + 4 > 0$ এর স্থলে $3x - x^2 + 4$ ...

১৯. একটি বৃত্তস্থ বর্গের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 2 সে. মি. হলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?—খ) 2π।
২০. বাক্যের মধ্যে একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে যা ব্যবহৃত হয়—গ) হাইফেন।
২১. কোনটি জনসংখ্যা বণ্টনের প্রাকৃতিক প্রভাবক?— খ) মৃত্তিকা।
২২. নিচের কোনটি কৃদন্ত শব্দের উদাহরণ?—ক) ভাজি।
২৩. যকৃতের রোগ কোনটি?—ক) জন্ডিস।
২৪. 'Sweet are the uses of adversity.'- This sentence is an example of—ঘ) paradox.
২৫. কোন এনজাইমের প্রভাবে গ্লুকোজ ইথানলে পরিণত হয়?—খ) জাইমেজ।
২৬. কোন পরবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য 200V এবং তড়িৎপ্রবাহ মাত্রা 20A হলে এর রোধ কত?—গ) 10Ω।
২৭. দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন কোনটি?— ঘ) ২২ ডিসেম্বর।
২৮. We wear warm — in winter.—ঘ) clothes.
২৯. 'চন্দ্রাবতী' কী?—ক) কাব্য।
৩০. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 7 : 5 এবং তাদের ল.সা.গু 140 হলে সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু কত?—ক) 4।
৩১. Dr. Jamal Nazrul Islam is a noted physicist— ক) as well as an effective teacher.
৩২. চর্যাপদ প্রকাশিত হয় কত সালে?—ঘ) ১৯১৬।
৩৩. Why did you end up — in forestry?— খ) majoring.
৩৪. NATO কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?—খ) ৪ এপ্রিল ১৯৪৯।
৩৫. ৫ টাকায় ৮টি কমলা বিক্রয় করলে ২৫% ক্ষতি হয়। ১২টি কমলার ক্রয়মূল্য কত?—ঘ) ১০ টাকা।
৩৬. বাতাসের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রের নাম কী?—খ) হাইগ্রোমিটার।
৩৭. আকাশে রংধনু সৃষ্টির কারণ—গ) বৃষ্টির কণা।
৩৮. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটা?—গ) হাঙর নদীর গ্রেনেড।
৩৯. Which of the following is not a synonym of 'spurious'?—গ) spurn.
৪০. $\frac{5.3^n - 27.3^{n-2}}{3^n - 3^{n-1}} = ?$—ঘ) 3.
৪১. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কত?—গ) [0, 3].
৪২. Find out the complex sentence.—ক) That she will reciprocate my passion for her is certain.
৪৩. Find out the correct sentence.—গ) Do you know where he lives?
৪৪. 'Pedagogy'-এর পরিভাষা কী?—খ) শিক্ষাতত্ত্ব।

www.boimate.com

৪৫. ৫ + ৯ + ১৩ + ... ৮৫ = ?— গ) ৯৪৫।
৪৬. হিমোগ্লোবিন কোন জাতীয় পদার্থ?— ক) আমিষ।
৪৭. দুইজন প্রার্থী একটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একজন মোট ভোটের ৬৪% ভোট পেয়ে ৩৩৬ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হলে মোট ভোটের সংখ্যা কত হবে?— ক) ১২০০।
৪৮. গঠন প্রক্রিয়া অনুযায়ী শিলা কয় প্রকার?— তিন।
৪৯. Sadman is all but ruined. Here 'all but' means— খ) nearly.
৫০. — are activities which a heart patient must forego.— ঘ) Heavy smoking and overeating.
৫১. কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল সমান?— খ) – 40°।
৫২. 'তাহরির স্কয়ার' কোথায় অবস্থিত?— গ) কায়রো।
৫৩. Find out he correct spelling.— ঘ) liaison.
৫৪. বাংলার প্রাচিনতম স্থান কোনটি?— গ) পুণ্ড্র।
৫৫. 'বাগযন্ত্র' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?— ক) ধ্বনিতত্ত্ব।
৫৬. বাংলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?— খ) ১৯৫৫।
৫৭. পরীবিবি কে ছিলেন?— খ) শায়েস্তা খানের কন্যা।
৫৮. 'WIPO' এর সদর দপ্তর— গ) জেনেভা।
৫৯. Theocracy is the rule by the— গ) church authrities.
৬০. কোনটি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ?— খ) প্রবীন।
৬১. যদি $\log_{\sqrt{8}} x = 5\frac{1}{3}$ হয়, তবে x এর মান কত?— গ) 256.
৬২. The disgruntled man grumbled — his fate.— ক) at
৬৩. বিশ্বখ্যাত মোনালিসা চিত্রটির চিত্রকর কে?— খ) লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।
৬৪. অ্যালুমিনিয়াম সালফেটকে কী বলে?— খ) ফিটকিরি।
৬৫. 'কৈ মাছের প্রাণ' বাগধারার সঠিক অর্থ কোনটি?— ঘ) যা সহজে মরে না।
৬৬. কোন ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ তিনটির সমষ্টি কত?— ঘ) 360°।
৬৭. আলো কী ধরনের তরঙ্গ?— খ) বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়।
৬৮. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত?— ঘ) খুলনা।
৬৯. 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?— গ) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।
৭০. একটি গাছের পাদদেশ হতে 20 মিটার দূরে ভূমির কোন বিন্দুতে গাছের চূড়ার উন্নতি কোণ 60° হলে, গাছটির উচ্চতা কত?— খ) $20\sqrt{3}$ মিটার।
৭১. 5 সে. মি. ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র হতে 3 সে.মি. দূরত্বে অবস্থিত জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত?— ক) 8।
৭২. Which of the following words cannot be used as a verb?— গ) accolade.
৭৩. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি 60 বছর। 5 বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে 5:2। পুত্রের বর্তমান বয়স কত?— গ) 15।
৭৪. একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের লব ও হরের অন্তর ২। লব থেকে ৩ বিয়োগ ও হরের সাথে ৩ যোগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে তা $\frac{১}{৩}$ সমান। ভগ্নাংশটি কত?— খ) $\frac{৭}{৯}$।
৭৫. নিচের কোন শব্দটি সমাসবদ্ধ নয়?— খ) বিদ্যালয়।
৭৬. They gave me a form and told me to— খ) fill it in.
৭৭. জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা কত?— গ) ৪৫.৫ মি।
৭৮. সবচেয়ে ভাল তাপ পরিবাহক কোনটি?— খ) তামা।
৭৯. কোনটি কাব্যনাট্য?— গ) বিসর্জন।
৮০. 'গায়ক'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?— ঘ) গৈ+অক।
৮১. বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'অ্যাডাম স্মিথ' কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?— ক) স্কটল্যান্ড।
৮২. DNA অণুতে অনুপস্থিত?— ক) ইউরাসিল।
৮৩. The dress does not fit me. I will have to have it— ক) altered.
৮৪. 5kx – 4y + 7 = 0 ও 2x + 5y – 3 = 0 সরলরেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে k এর মান কত হবে?— গ) 2।
৮৫. কোনটি জসীম উদ্‌দীনের কাব্য?— খ) রাখালী।
৮৬. স্থায়ী সালিসী আদালত কোথায় অবস্থিত?— ঘ) হেগে।
৮৭. রক্ত শূন্যতার অপর নাম কী?— খ) অ্যানিমিয়া।
৮৮. রংধনুতে হলুদ রঙের দুই পাশের সংলগ্ন রঙ দুইটি কী কী?— ঘ) সবুজ, কমলা।
৮৯. কোনটি জারক পদার্থ নয়?— ক) হাইড্রোজেন।
৯০. আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে কোন প্রণালি?— ঘ) বেরিং।
৯১. 'গৃহী' শব্দের বিপরতি শব্দ কোনটি?— গ) সন্ন্যাসী।
৯২. $\frac{x}{3}-\frac{2}{y}=1$ এবং $\frac{x}{4}+\frac{3}{y}=3$ হলে (x, y) = ?— ঘ) (6, 2).
৯৩. জুলাই সনদ কবে স্বাক্ষরিত হয়?— খ) ১৭ অক্টোবর ২০২৫।
৯৪. নিচের কোনটি 'output device' নয়?— খ) microphone.
৯৫. সোডিয়ামের (Na) নিউট্রন সংখ্যা কত?— খ) ১২।
৯৬. পদাবলীর প্রথম কবি কে?— খ) বিদ্যাপতি।
৯৭. Which word of the following sentence must be changed to make the sentence correct? The value of the dollar declines as the rate of inflation raises.— ঘ) raises.
৯৮. কোনটি প্রাইমারি দূষক?— গ) NO.
৯৯. We look at a thing, but look — a matter.— গ) into.
১০০. ৮% সরল সুদে কোনো মূলধন কত বছরে সুদে-আসলে তিনগুণ হবে?— ঘ) ১৫ বছর।

ভাইভায় বসার আগে এড়িয়ে চলুন ৫টি ভুল

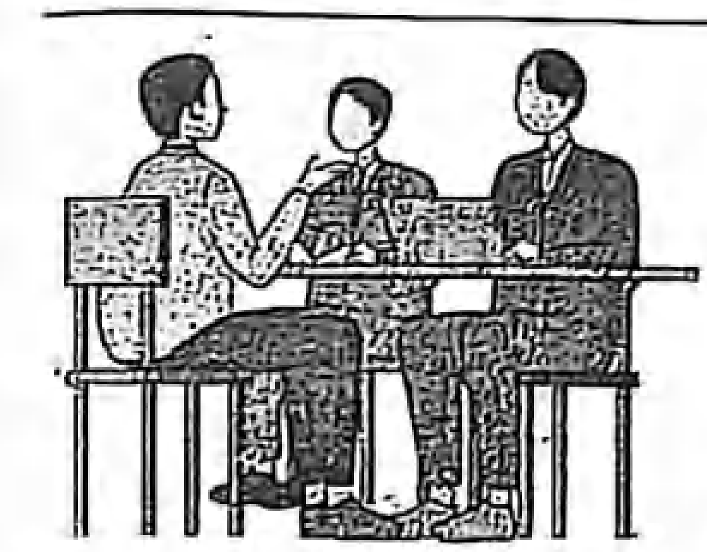

চাকরির ভাইভার পারফরম্যান্সে সদ্য স্নাতক ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, অনেক শিক্ষার্থী এমন কিছু ভুল করেন যেগুলো অল্প সচেতন হলেই এড়ানো সম্ভব। অথচ এসব ভুলের কারণেই বহু সম্ভাবনাময় প্রার্থী চাকরির সুযোগ হারান। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, নিয়োগকর্তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন পেশাদার আচরণ; যোগাযোগ দক্ষতা এবং ক্যারিয়ার-সম্পর্কিত সচেতনতার ওপর। বাস্তবে দেখা যায়, জীবনবৃত্তান্তে শিক্ষার্থীরা যেসব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দাবি করেন, ভাইভায় তা ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন না। বিভিন্ন নিয়োগকর্তা ও এইচআর ম্যানেজারের ওপর করা ক্যারিয়ার বিল্ডারের এক জরিপে বলা হয়, একাডেমিক ফলের চেয়ে আচরণগত দুর্বলতা, অস্পষ্ট উত্তর এবং প্রস্তুতির অভাবই প্রার্থীদের বাদ পড়ার অন্যতম কারণ। এই গবেষণাগুলো মিলিয়ে চাকরির ইন্টারভিউতে শিক্ষার্থীদের পাঁচটি সাধারণ ভুল চিহ্নিত করা হয়েছে—

১ নিজের পদের দায়িত্বের বিষয়ে খোঁজ না নেওয়া ইন্টারভিউয়ের সবচেয়ে বড় ও সাধারণ ভুল। এর সাথে প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকাও মারাত্মক ধরনের ভুল। ২০২৩ সালে প্রকাশিত এইচআর গ্যাজেটের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, এটি প্রার্থীর আগ্রহ ও উদ্যমের অভাব প্রকাশ করে। এছাড়া এনএসি জব আউটলুক ২০২৫ অনুযায়ী, নিয়োগকর্তারা চান প্রার্থীরা নিজেদের দক্ষতাকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করুক।

সমাধানের উপায় : প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং চাকরির বিবরণ ভালোভাবে পড়ুন। আপনার অভিজ্ঞতা কীভাবে টিম বা প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগবে, তা দুই-তিন লাইনে প্রস্তুত রাখুন। প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে কাজের পরিধি ও আউটপুট সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন।

২ দুর্বল, অস্পষ্ট উত্তর এবং দুর্বল যোগাযোগের দক্ষতায় নিয়োগকর্তারা সাধারণত শিক্ষার্থীদের দক্ষতার অভাবের কারণে নয় বরং সেই দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে না পারার কারণে প্রত্যাখ্যান করেন। লন্ডনের গালওয়ের মাইকেল ফ্র্যাঙ্ক একজন জনপ্রিয় নিয়োগকর্তা। তার লেখায় তিনি বলেন, ভাসা ভাসা উত্তর এবং সমস্যা সমাধানের প্রকৃত রূপরেখা উপস্থাপন করতে না পারা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এনএসি জরিপেও যোগাযোগ ও সমালোচনামূলক চিন্তায় শিক্ষার্থীদের ঘাটতির কথা উঠে এসেছে।

সমাধানের উপায় : উত্তর দেওয়ার সময় 'STAR' পদ্ধতি অনুসরণ করুন—Situation, Task, Action, Result. সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাস্তব উদাহরণ দিন।

৩ ভাইভা শুধু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার নয়। আপনার কাজ বা পদ সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন না করা বা আগ্রহ না দেখানো আপনার আগ্রহ ও মনোভাবের ঘাটতির লক্ষণ। তাই ভাইভা শেষে কোনো প্রশ্ন না করা মানে অনেক সময় অনাগ্রহ প্রকাশ করা বোঝায়।

সমাধানের উপায় : প্রথম কয়েক মাসের কাজের অগ্রাধিকার, সাফল্যের মাপকাঠি বা টিমের কাজের ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। এতে আপনার প্রস্তুতি ও দীর্ঘমেয়াদি আগ্রহ ফুটে উঠবে।

৪ পেশাদার আচরণ ও দেহভঙ্গির অভাব ইন্টারভিউতে প্রথম প্রভাব তৈরিতে আচরণ ও দেহভঙ্গির গুরুত্ব অনেক বেশি। ক্যারিয়ার বিল্ডারের জরিপে দেখা যায় ৬৭% নিয়োগকর্তা চোখে চোখ না রেখে কথা বলাকে নেতিবাচক হিসেবে দেখেন, ৩২% অতিরিক্ত নড়াচড়া বা হাত গুটিয়ে বসাকে অপছন্দ করেন। এছাড়া অনুপযুক্ত পোশাক ও অহংকারী আচরণও বড় ভুল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সমাধানের উপায় : চোখে চোখ রেখে কথা বলুন, মুখে স্বাভাবিক হাসি বজায় রাখুন, সোজা হয়ে বসুন, হাত উপযুক্ত স্থানে রাখুন। মোবাইল বন্ধ রাখুন, সময়মতো পৌঁছান এবং পোশাকে পেশাদারিত্ব বজায় রাখুন; এই ছোট বিষয়গুলোই বড় প্রভাব ফেলে।

৫ মিথ্যা বলা, দক্ষতা বাড়িয়ে বলা ও ফোন ব্যবহার, ভাইভায় ব্যর্থ হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। ক্যারিয়ার বিল্ডার জরিপ অনুযায়ী, ৬৬% নিয়োগকর্তা মিথ্যা ধরা পড়াকে মারাত্মক ভুল মনে করেন আর ৬৪% ইন্টারভিউ চলাকালে ফোন ব্যবহার নেতিবাচকভাবে দেখেন।

সমাধানের উপায় : নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে সৎ থাকুন এবং উদাহরণ দিয়ে কথা বলুন। ভাইভা চলাকালে ফোন ধরবেন না বা খুদে বার্তা পড়বেন না। এতে নিয়োগকর্তার আস্থা নষ্ট হয়। গবেষণাগুলো স্পষ্টভাবে বলছে, চাকরির ভাইভায় ভালো ফল করার জন্য শুধু ভালো রেজাল্টই যথেষ্ট নয়। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, স্পষ্টভাবে কথা বলা, পেশাদার আচরণ ও সততাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। যেসব শিক্ষার্থী আগে থেকে প্রস্তুতি নেন, বাস্তব উদাহরণ অনুশীলন করেন, দেহভঙ্গির দিকে নজর দেন, ভালো প্রশ্ন করেন এবং সৎ থাকেন; তাদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

১৮ এপ্রিল ১৯৮০

www.boimate.com

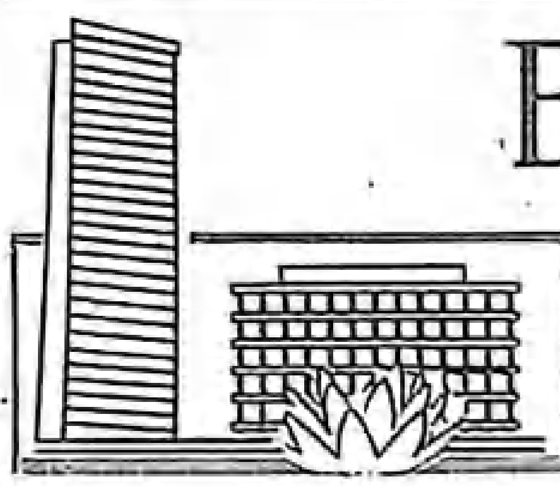

Bank Model Test

৩১ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত Combined 6 Bank-এর Officer Cash/Teller পদে পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধানটি বিভিন্ন ব্যাংকে চলমান নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের জন্য মডেল টেস্ট আকারে দেওয়া হলো—

1. 'তাৎক্ষণিক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
   A) তৎ+ক্ষণিক B) তাৎ + ক্ষনিক
   C) তৎক্ষণ + ইক D) তৎক্ষন + ইক
2. 'মৃগশিশু' শব্দটির ব্যাসবাক্য কোনটি?
   A) মৃগের শিশু B) শিশুরূপ মৃগ
   C) মৃগীর শিশু D) মৃগ যে শিশু
3. অন্যের লেখা থেকে চুরি করাকে বলা হয়—
   A) জলৌকাবৃত্তি B) চন্ডালকবৃত্তি
   C) কুম্ভিলকবৃত্তি D) বেতসবৃত্তি
4. অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ—
   A) সনেট B) লিমেরিক
   C) ব্লাংকভার্স D) এপিক
5. 'চাঁদ সওদাগর' বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?
   A) মনসামঙ্গল B) অন্নদামঙ্গল
   C) চন্ডীমঙ্গল D) ধর্মমঙ্গল
6. সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম কী?
   A) সওগাত B) কল্লোল
   C) সমকাল D) ধূমকেতু
7. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ :
   A) দ্বীপ + আয়ন B) দ্বীপ + অয়ন
   C) দ্বিপ + অনট D) দ্বীপ + অনট
8. বাংলা বর্ণমালার অর্ধমাত্রাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ কতটি?
   A) ১০ B) ৮ C) ৭ D) ৯
9. যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ—
   A) সন্দেশ B) গবাক্ষ
   C) দৌহিত্র D) রাজপুত
10. 'সনদ' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
    A) ফারসি B) আরবি C) উর্দু D) তুর্কি
11. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
    A) প্রতিপক্ষ B) প্রতিদ্বন্দ্বী
    C) প্রতিবিম্ব D) প্রতিবাদ
12. কোনটি শুদ্ধ?
    A) নিরুন B) দিশারী C) নভোচর D) দুর্গা
13. 'শুক্ল'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
    A) স্বর্গ B) সুন্দর C) সোনা D) সাদা
14. 'শশব্যস্ত' কোন সমাস?
    A) তৎপুরুষ B) কর্মধারয়
    C) বহুব্রীহি D) অব্যয়ীভাব
15. 'আসমুদ্রহিমাচল' কোন সমাসের উদাহরণ?
    A) দ্বন্দ্ব B) বহুব্রীহি
    C) অব্যয়ীভাব D) দ্বিগু
16. কোন গ্রন্থটি মহাকাব্য?
    A) অবকাশরঞ্জিনী B) বৃত্রসংহার
    C) বিরহ বিলাপ D) বীরাঙ্গনা কাব্য
17. 'বাংলাদেশ' শব্দটি কোন ধরনের সমাস?
    A) দ্বন্দ্ব B) কর্মধারয়
    C) তৎপুরুষ D) বহুব্রীহি
18. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
    A) ১৯১২ B) ১৯১৯ C) ১৯২০ D) ১৯২২
19. উপমান কর্মধারয় সমাস নয় কোনটি?
    A) আয়কর B) ফুটিফাটা
    C) প্রস্তরকঠিন D) গজমূর্খ
20. কোন বানানটি অশুদ্ধ নয়?
    A) উর্মি B) পুষ্করিণী C) উদীচি D) প্রজ্জ্বলন
21. 'মুগ্ধ' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
    A) মুগ্ + ত B) মুগ্ + ন
    C) মুগ্ধ + শূন্য D) মুহ্ + ক্ত
22. কোন শব্দ-যুগলটি সঠিক নয়?
    A) উহ্য : স্পষ্ট B) অস্তি : নাস্তি
    C) চিন্ময় : চেতন D) ক্ষীণ : পুষ্ট
23. কোনটি অপনিহিতির উদাহরণ?
    A) ইস্কুল B) ধপাধপ C) গেলাস D) আইজ
24. কোন বানানটি শুদ্ধ?
    A) রুপায়ন B) রূপায়ন C) রূপায়ণ D) রুপায়ণ
25. কোনটি শুদ্ধ বানান?
    A) প্রনিপাত B) নির্মান
    C) কৃপান D) ক্ষীণজীবী

Choose the Antonym of the given words for question (26-30):

26. Coarse
    A) Rough B) Harsh C) Fine D) Crude
27. Nascent
    A) Charitable B) Enrage
    C) Obedient D) Mature
28. Frugal
    A) Economical B) Miserly
    C) Extravagant D) Cautious

সমাধান

1. C	2. C	3. C	4. C	5. A	6. C
7. B	8. C	9. D	10. B	11. C	12. D
13. D	14. B	15. C	16. B	17. B	18. D
19. A	20. B	21. D	22. C	23. D	24. C
25. D	26. C	27. D	28. C		

29. Scrupulous?
    A) Precise B) Principled
    C) Dishonest D) Thorough
30. Enervate
    A) Weaken B) Invigorate
    C) Debilitate D) Tire
31. Which Shakespearean play is famously known as 'The Scottish Play' due to a theatrical superstition?
    A) Hamlet B) Othello
    C) Macbeth D) King Lear
32. Robert Burns is widely regarded as the national poet of which country?
    A) England B) Scotland
    C) Ireland D) Wales
33. Which of Dicken's novel focuses on the struggles of a young boy in London?
    A) Great Expectations B) Oliver Twist
    C) David Copperfield D) Bleak House
34. In 'Alice's Adventures in Wonderland', what does Alice follow down a hole to begin her adventure?
    A) A cheshire cat B) A white rabbit
    C) A mad hatter D) A queen of hearts
35. If someone says they are 'Under the weather', how are they feeling?
    A) Happy and excited B) Very hot
    C) Sick and unwell D) Confused

Choose the correct sentence for questions (36-40):

36. A) I am looking forward to meet you.
    B) I have looking forward to meet you.
    C) I looking forward meeting you.
    D) I look forward to meeting you.
37. A) Who did you give the book to?
    B) To whom did you give the book?
    C) To who did you give the book?
    D) Whom did you give the book?
38. A) What is the time in your watch?
    B) What is the time by your watch?
    C) What is the time into your watch?
    D) What is the time at your watch?
39. A) The cloud are covering into the village.
    B) The clouds cover the village.
    C) The village is surrounded by clouds
    D) The cloud have encircled the village.
40. A) The students were confusing by the direction.
    B) The students confused the direction.
    C) The students were confused by the direction.
    D) The students are confused at direction.

Fill in the blank with the most appropriate word for question (41-45)

41. Despite repeated warnings, he remained — to the consequences of his actions.
    A) alert B) cautious
    C) oblivious D) bellicose
42. To the dismay of activists, the government actions — freedom of speech.
    A) promoted B) inhibited
    C) protected D) polarized
43. Hardly had he arrived — the meeting began.
    A) than B) when C) then D) as
44. Never — such a beautiful sight.
    A) I saw B) have I seen
    C) I have seen D) did I saw
45. He is skilled — programming and mathematics.
    A) in B) at C) on D) for

Choose the Synonym of the given words for questions (46-50):

46. Reticent?
    A) Virtuous B) Flowering
    C) Assorted D) Silent
47. Obsequious
    A) Rebellious B) Obedient
    C) Careless D) Servile
48. Diatribe
    A) Invective B) Praise
    C) Diabolical D) Silence
49. Ephemeral
    A) Eternal B) Transitory
    C) Substantial D) Resilient
50. Obfuscate
    A) Clarity B) Illuminate
    C) Confuse D) Reveal
51. The ratio of milk and water in a pot is 5 : 2. If the quantity of milk is 6 liters more than the quantity of water, then what is the quantity of milk in the pot in liters?
    A) 4 B) 16 C) 20 D) 10
52. The sum of two integers is 48 and the product (multiplicative result) is 432. What is the smaller number?
    A) 48 B) 36 C) 16 D) 12
53. What is the smallest number divisible by 3, 5 and 9 with a remainder of 2?
    A) 135 B) 17 C) 45 D) 47
54. In a circle of radius 10 cm, a chord is drawn at a distance of 6 cm from the center. What is the length of the chord in cm?
    A) 12 B) 14 C) 16 D) 18
55. What is the slope of a line perpendicular to the line whose equation is $20x-2y=6$?
    A) -10 B) $-\frac{1}{10}$ C) 10 D) $\frac{1}{10}$

সমাধান

29. C	30. B	31. C	32. B	33. B	34. B
35. C	36. D	37. B	38. B	39. C	40. C
41. C	42. B	43. B	44. B	45. A	46. D
47. D	48. A	49. B	50. C	51. D	52. D
53. D	54. C	55. B			

56. How many points are both 4 units from the origin and also 2 units from the line y = 4?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

57. The length, breadth and height of a rectangular box are in the ratio 3 : 2 : 1. If its total surface area is 352 cm², what is its volume in cm³?
A) 324 B) 384 C) 432 D) 480

58. If $2^{x+1} = 16$, then x =?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

59. If $x^3 = 125$, then $x^2 + x$ =?
A) 20 B) 35 C) 30 D) 40

60. The perimeter of a rectangle is 36 cm. If its length is 10 cm, what is the breadth in cm?
A) 6 B) 7 C) 9 D) 8

61. Mr. A multiplies a number by 3 instead of dividing by 3. Resultant number is what percentage of the correct value?
A) 900 B) 400 C) 300 D) 200

62. The number of multiples of 4 between 10 and 250 is:
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

63. The diagonals of a rhombus are 16 cm and 12 cm in length. The side of the rhombus in length is:
A) 20 B) 8 C) 10 D) 9

64. A circle can have how many parallel tangents at a single time?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

65. If A and B are in the ratio 3 : 4, and B and C are in the ratio 12 : 13. Then A and C will be in the ratio :
A) 3 : 13 B) 9 : 13 C) 36 : 13 D) 13 : 9

66. In a school, there are 286 students, where boys and girls are in the ratio 8 : 5. If 22 new girls are admitted, then the new ratio of boys and girls :
A) 4 : 3 B) 12 : 7 C) 10 : 7 D) 8 : 7

67. A cube has a total surface area of 150 square units. What is the volume of the cube?
A) 35 B) 36 C) 81 D) 125

68. Father is aged 3 times more than his son and after 8 years, he will be 2.5 times. Now, what is the age of the son?
A) 24 B) 48 C) 72 D) 32

69. The sum of the ages of 5 children born at intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the second youngest one?
A) 4 B) 10 C) 7 D) 13

70. What is the percentage increase in the area of a rectangle, if each of its sides is increased by 25%?
A) 44.44 B) 56.25 C) 50.35 D) 55.25

71. Which Mughal Emperor initiated the celebration of the Bengali New Year?
A) Babar B) Jahangir
C) Shahjahan D) Akbar

72. Which institution is known as the 'lender of the last resort'?
A) Commercial Banks B) Central Bank
C) IMF D) World Bank

73. How many major organs does the UN have?
A) 6 B) 4 C) 5 D) 7

74. The OECD 'Pillar Two' agreement aims to implement a global minimum corporate tax rate of :
A) 10% B) 15% C) 20% D) 25%

75. The most ancient civilization of the world was built up in:
A) Mesopotamia B) Greek
C) Roman D) Persian

56. B	57. B	58. B	59. C	60. D	61. A
62. D	63. C	64. A	65. B	66. A	67. D
68. A	69. C	70. B	71. D	72. B	73. A
74. B	75. A				

ব্যাংকে ব্যবহৃত ১০টি ইংরেজি বাক্য

- How can I apply for net banking?— আমি কীভাবে নেট ব্যাংকিংয়ের জন্য আবেদন করতে পারি?
- I want to activate mobile banking.— আমি মোবাইল ব্যাংকিং সক্রিয় করতে চাই।
- I have a problem with my account.— আমার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে একটি সমস্যা আছে।
- My transaction did not go through.— আমার লেনদেন সম্পন্ন হয়নি।
- The ATM did not dispense cash.— এটিএম টাকা দেয়নি।
- I need help with online banking.— অনলাইন ব্যাংকিংয়ে সাহায্য প্রয়োজন।
- My password is not working.— আমার পাসওয়ার্ড কাজ করছে না।
- I forgot my PIN.— আমি আমার পিন ভুলে গেছি।
- Could you help me reset it?— আপনি কি এটি রিসেট করতে সাহায্য করবেন?
- I need to report a suspicious transaction.— আমাকে একটি সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করতে হবে।

76. Which of the following is a fiscal policy tool?
A) Repo rate
B) Open market operation
C) Government taxation
D) Cash reserve ratio

77. Which city hosted the COP-29 UN Climate Change Conference in 2024?
A) Dubai B) Belem
C) Baku D) Sharm El-Sheikh

78. In 2024, which country held the Presidency of the G-20 summit?
A) India B) Brazil
C) South Africa D) Italy

79. The 'Belt and Road Initiative' (BRI) recently saw which major European nation formally withdraw?
A) Greece B) Serbia
C) Hungary D) Italy

80. The 'Great Green Wall' is a flagship initiative to combat desertification in which region?
A) Gobi Desert B) Thar Desert
C) Sahel D) Australian Outback

81. Which country is the newest member of the IMF?
A) Andorra B) Nauru
C) Liechtenstein D) South Sudan

82. What is the inflation target of Bangladesh for FY 2025-26?
A) 5.5% B) 6.0% C) 6.5% D) 7.0%

83. On which river is the dam for Bangladesh's largest artificial lake situated?
A) Padma B) Meghna
C) Jamuna D) Karnafuli

84. When was the SMW-5 cable connected to Bangladesh?
A) 2015 B) 2016 C) 2017 D) 2018

85. Which is the first digital district of Bangladesh?
A) Jashore B) Sylhet
C) Dhaka D) Rajbari

86. Which country first banned deforestation completely?
A) Brazil B) Norway
C) Canada D) Costa Rica

87. Where will the 2026 Winter Olympic Games be hosted?
A) Paris B) Milan
C) Beijing D) Sapporo

88. What is the position of Bangladesh in the 'Nuclear Club'?
A) 10th B) 33rd C) 22nd D) 50th

89. Which one of the following is known as the 'White Gold' of Bangladesh?
A) Garments B) Jute
C) Shrimp D) Leather goods

90. Who wrote the book 'A Long Walk to Freedom'?
A) Bill Clinton B) J. M. Keynes
C) Nelson Mandela D) Paul Samuelson

91. Which storage mechanism uses charge leakage over time and must be periodically refreshed to retain data?
A) SSD NAND Flash B) DRAM Cell
C) Static RAM Cells D) EEPROM

92. Which of the following cache types is fastest but most expensive and usually located inside the CPU?
A) L3 Cache B) Main Memory
C) L1 Cache D) Virtual Memory

93. Which storage device type uses magnetic disks and rotational platters for data storage?
A) SSD B) USB Flash
C) HDD D) Optical Disk

94. Which data type is used to store whole numbers?
A) float B) int C) char D) string

95. Which protocol is used to receive emails from a server?
A) FTP B) HTTP C) POP3 D) SMTP

96. A step-by-step procedure or set of rules used to solve a specific problem is known as :
A) Loop B) Variable
C) Algorithm D) Constant

97. In programming, what is the term for an error in the logic or syntax of a program that prevents it from running correctly?
A) Bug B) Patch
C) Malware D) Script

98. Which of the following is a high-level programming language commonly used for general-purpose programming and data science?
A) Python B) Assembly Language
C) Machine Code D) Binary Code

99. The process of searching through large datasets to identify patterns and relationships is called :
A) Data Entry B) Data Mining
C) Data Scrubbing D) Data Buffering

100. Which type of DNS record maps a domain name to an IPv4 address?
A) AAAA Record B) CNAME Record
C) MX Record D) A Record

76. C	77. C	78. B	79. D	80. C	81. C
82. C	83. D	84. C	85. A	86. B	87. B
88. B	89. C	90. C	91. B	92. C	93. C
94. B	95. C	96. C	97. A	98. A	99. B
100. D					

জিম্বাবুয়ে সরকার পদ্ধতি রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা

জিম্বাবুয়ের প্রথম প্রেসিডেন্ট ক্যানান বানানা

www.boimate.com

৫০তম বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার্থীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক সাজেশন্সের ধারবাহিক পর্বের এবারের আয়োজনে থাকছে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি—

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ভোটের সুফল আলোচনা করুন। পোস্টাল ভোট সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
- বাংলাদেশে গণভোটের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন। বাংলাদেশে এই পর্যন্ত কতবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়? ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণভোটের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন। এর প্রধান কাজ কী কী?
- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন সাংসদের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলো কী ছিল? নির্বাচনি ব্যয়ের একটি ধারাবাহিক পরিবর্তন চিত্র তুলে ধরুন।
- বাংলাদেশে ন্যায়পালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
- মানবসম্পদ বিনিয়োগে শিক্ষার অবদান আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- 'সোনালি আঁশের দেশ, পাট পণ্যের বাংলাদেশ' বাক্যটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করুন।
- বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
- গুগল পে কী? বাংলাদেশে গুগল পের কার্যকরিতা ব্যাখ্যা করুন।
- বাংলাদেশে শিশুশ্রমের কুফল আলোচনা করুন এবং এটির সমাধানে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোকপাত করুন।
- জুলাই জাতীয় সনদ কী? জুলাই জাতীয় সনদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- জুলাই গণহত্যায় জাতিসংঘের প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- সেকেন্ড রিপাবলিক কী? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেকেন্ড রিপাবলিক ব্যাখ্যা করুন।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বিদেশিদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা ও উত্তরণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- চিন্তা, বিবেক, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিধান ও এসকল অধিকার অর্জনে বিগত ৫৪ বছরের নাগরিকদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করুন।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) বলতে কী বোঝায়? এরূপ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার তাৎপর্য কী? বাংলাদেশের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের বর্ণনা দিন।
- বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং টেকসই উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবণতা বিবেচনায় কোন কোন খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন? বিশ্লেষণ করুন।
- ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ কী? বাংলাদেশের সংস্কৃতির ওপর ভৌগোলিক উপাদানসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন করুন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান মূল্যায়ন করুন।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কোনো ভূমিকা আছে কী? বিশ্লেষণ করুন।
- সংবিধানের সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে?
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
- সংসদে নারী আসন সংরক্ষিত রাখা কতটা যৌক্তিক? বিশ্লেষণ করুন।
- মানবসম্পদ বলতে কী বোঝায়?
- 'দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক'- আলোচনা করুন।
- যথাযথ শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকার উদ্যোগ কতটুকু?
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?
- 'উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট সক্ষম'- আলোচনা করুন।
- আপনি কী মনে করেন যে, পরিবেশ দূষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অনেকাংশে দায়ী? এ বিষয়ে আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় দ্বারা আপনি কী বুঝেন?
- সুশীল সমাজ বলতে কী বোঝায়? এই সমাজ নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করুন।
- এনজিও এবং সুশীল সমাজের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে এনজিও-র ভূমিকা আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী ভূমিকা পালন করতে পারে? এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি কী? আলোচনা করুন।
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা পূর্বক এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
- বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কীভাবে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়। দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করুন।
- বাংলাদেশের বনভূমি ও বনজ সম্পদ রক্ষা করার গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্লেষণপূর্বক আপনার পরামর্শ/মতামত ব্যক্ত করুন।
- 'টেকসই উন্নয়ন'-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করে বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকার জন্য এর গুরুত্ব ও উপায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন।
- বরেন্দ্র এলাকা কোন কোন জেলা নিয়ে গঠিত? এই বিষয়ে আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ (Topographical Features) দিন।
- জনশুমারি কী তা ব্যাখ্যা করুন।
- বাংলাদেশের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনা করুন।
- ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের বিবরণ দিন।
- বাংলাদেশের গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিক মোট দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি'র বিবরণ দিন।
- রেমিট্যান্স খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী অবদান রাখছে বর্ণনা করুন।
- বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরুন।
- আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের নদী দূষণের প্রধান কারণগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করুন।
- বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি চিত্র তুলে ধরুন।
- ভবিষ্যতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা আলোচনা করুন?
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতার বিবরণ দিন।
- বাঙ্গালী একটি শংকর জাতি-এর ব্যাখ্যা করুন।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বর্ণনা দিন।
- নরগোষ্ঠী (Race) ও জাতি (Nation)-এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ লিখুন।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহের বিবরণ দিন।
- অ্যাটর্নি-জেনারেলের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও তার দায়িত্বাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে প্রবাল দ্বীপের গুরুত্ব কী? আলোচনা করুন।
- বাংলাদেশের নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপ সমূহ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
- খেতাবপ্রাপ্ত তিনজন নারী মুক্তিযোদ্ধার নাম, উনারা কোন কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেন? অবদানসহ বর্ণনা করুন।
- E-Tendering বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশে কখন থেকে E-Tendering ব্যবস্থা চালু করা হয়?
- সাংবিধানিক পদ বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশে ৫টি সাংবিধানিক পদের নাম ও সংক্ষেপে দায়িত্ব লিখুন।
- EPZ কীভাবে বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে?
- বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ আহরণ ও শিল্পে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা কী?
- শক্তি সম্পদ হিসেবে কয়লার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
- পিপিপি (PPP)-এর আওতায় এ পর্যন্ত সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকল্পগুলো কী কী?
- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের ভূমিকা আলোচনা করুন।
- কৃষি উন্নয়নে এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা। বর্ণনা করুন।
- 'সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন'-ব্যাখ্যা করুন।
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝায়? আলোচনা করুন।
- 'সুনীল অর্থনীতি' কী? ব্যাখ্যা করুন।

টীকা লিখুন

গণভোট ও পোস্টাল ভোট ‖ গণতন্ত্র ‖ আনুপাতিক পদ্ধতি ‖ মানবিক করিডোর ‖ জুলাই স্মৃতি জাদুঘর ‖ বঙ্গভঙ্গ রদ ‖ ঢাকায় ই-রিকশা ‖ বাংলা বর্ষপঞ্জিতে অধিবর্ষ ‖ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ‖ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ‖ অর্থনৈতিক কূটনীতি ‖ সড়ক দুর্ঘটনা ও বাংলাদেশ ‖ গ্যাস সম্পদের সঠিক ব্যবহার ‖ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ‖ সুনীল অর্থনীতি ‖ গভীর সমুদ্র বন্দর ‖ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ‖ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার ও বাংলাদেশ ‖ বিশ্ব ক্রিকেট ও বাংলাদেশ ‖ ই-গভর্নেন্স ও বাংলাদেশ ‖ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ ‖ বাংলাদেশে IMF এর কার্যক্রম ‖ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ‖ আয়কর মেলা ‖ আইন এবং অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য ‖ বাংলাদেশে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ‖ বাংলা একাডেমি ‖ মঙ্গল শোভাযাত্রা ‖ ছায়া মন্ত্রিসভা ‖ ইমেরিটাস অধ্যাপক ‖ মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক।

বাংলার সুয়েজ খাল

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ সুয়েজ খাল। লোহিত সাগরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের সংযোগ স্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নিয়ে খালটি খনন করা হয়। ঠিক তেমনি ঢাকা-মোংলা এবং চট্টগ্রাম-মোংলা নদীপথের দূরত্ব প্রায় ১১৮ কিমি (৭৩.৩২ মাইল) কমানোর লক্ষ্যে পিরোজপুর জেলার সন্ধ্যা নদীর সাথে ঝালকাঠি জেলার সুগন্ধা নদীকে সংযুক্ত করতে ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ আমলে খালটি খনন করা হয়। এই খালের দৈর্ঘ্য ১৮ কিমি। 'গাবখান চ্যানেল' নামে পরিচিত এ খালটি 'বাংলার সুয়েজ খাল' হিসেবে পরিচিত। চ্যানেলটি বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম নৌপথ।

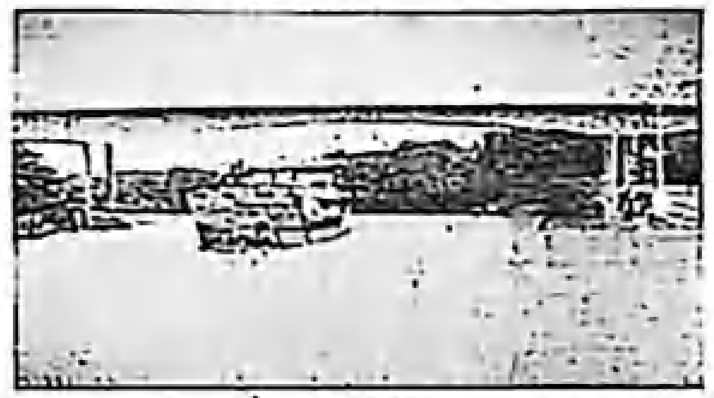

জিম্বাবুয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগওয়া

জিম্বাবুয়ের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মুগাবে

www.boimate.com

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- মানব সৃষ্ট কৃত্রিম খালের ইতিহাস আলোচনা করুন।
- Turnberry Treaty কী? সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।
- গ্রিনল্যান্ড নিয়ে সাম্প্রতিক উত্তেজনা প্রসঙ্গে আপনার মতামত তুলে ধরুন।
- গাজায় যুদ্ধবিরতি ও শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখুন।
- International Stabilization Force এবং Board of Peace সম্পর্কে লিখুন।
- মনরো ডকট্রিন কী? আলোচনা করুন।
- যুক্তরাষ্ট্রের ৫টি বিশেষায়িত বাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
- সিনালোয়া কার্টেল, ত্রেন দে আরাগুয়া ও কার্টেল অব দ্য সানস বলতে কী বোঝায়?
- Economic Partnership Agreement (EPA) বলতে কী বোঝায়?
- বৈশ্বিক দায়মুক্তির ইতিহাস সম্পর্কে আপনার মতামত তুলে ধরুন।
- শাটল ডিপ্লোমেসি কী?
- ড্রাগন ট্রায়াংগেল সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
- রিক্লেইম দ্য নাইট কী?
- কূটনৈতিক ক্ষেত্রে Reset Button সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- Foreign Office Consultations সম্পর্কে লিখুন।
- False Flag ও Golden Hanshake কী?
- বিরোধপূর্ণ অঞ্চল জাপান ও চীনের সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে আলোচনা করুন।
- ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ধারাবাহিক আলোচনা করুন।
- মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা লিখুন।
- ট্রাম্পের Big Beautiful Bill সম্পর্কে যা জানুন লিখুন।
- Grand Ethiopian Renaissance Dam-GERD সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
- দাহিয়া ডকট্রিন সম্পর্কে লিখুন।
- ইসলামে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- বিরল খনিজ কী? কেন এ খনিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ?
- ভারতে বিতর্কিত ওয়াক্ফ আইন সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
- ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করুন।
- বিগ বি ইনিশিয়েটিভ কী?
- ল্যান্ড জিহাদ কী?
- ট্রোজান হর্স বলতে কী বোঝায়?
- ভূমিকম্প কেন হয়? এ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী একাডেমি সম্পর্কে লিখুন।
- চিকেনস নেক (Chicken's Neck)-এর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- সাবন্যাশনালিজম বা উপজাতীয়তাবাদ সম্পর্কে লিখুন।
- সার্বভৌমত্ব (sovereignty) ও সার্বভৌম সমতার মধ্যে তফাৎ কী?
- Responsibility to Protect (R_2P) কী?
- ইউরোজোন ঋণ সংকট (Eurozone debt crisis) সম্পর্কে লিখুন।
- QUAD বলতে কী বোঝায়? QUAD গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী?
- 'ব্যাকডোর কূটনীতি' বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- 'খাদ্য জাতীয়তাবাদ' (Food Nationalism) বলতে কী বোঝায়? কেন এর উদ্ভব হয়?
- 'নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
- OIC-এর ভূমিকা কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- আরব লিগ কী? ব্যাখ্যা করুন।
- ইসলামোফোবিয়া ধারণাটি সম্পর্কে লিখুন।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে Most Favored Nation বলতে কী বোঝায়?
- পৃথিবী কীভাবে সুনীল বা সমুদ্র অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে আলোচনা করুন।
- জলবায়ু শরণার্থী (Climate Refugee) বলতে কী বোঝায়?
- সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) বলতে কী বোঝায়?
- ভঙ্গুর রাষ্ট্র (Fragile State) ও ব্যর্থ রাষ্ট্র (Failed State)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? সংক্ষেপে লিখুন।
- সিডো (CEDAW)-এর গুরুত্ব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করুন।
- ট্রান্সআটলান্টিক (Transatlantic) সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বের (Democratic Peace Theory) মূল বক্তব্য কী?
- বৈশ্বিক সম্পদের (Global Commons) ধারণাটি কী?
- জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা বলতে কী বোঝায়?
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী (Exclusive Economic Zone) বিশেষায়িত অর্থনৈতিক এলাকা বলতে কী বোঝায়?
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal) বিষয়ে ধারণা দিন।
- কপ (Cop) ৩০ মূল সিদ্ধান্তগুলো কী কী?
- ডব্লিউটিও (WTO)-এর কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন।
- শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) বলতে কী বোঝায় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
- মৈত্রী চুক্তি ও নিরাপত্তা চুক্তির মৌলিক পার্থক্যসমূহ কী কী?
- বহুপাক্ষিকতা (multilateralism) মানে কী? বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কী এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে?
- Soft power বলতে কী বোঝায়? রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নে এটির প্রয়োগ কতটুকু বাস্তবসম্মত?
- হাইব্রিড যুদ্ধ কী? হাইব্রিড যুদ্ধের লক্ষ্য কী?
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতাবাদ ধারণাটি বিবৃত করুন।
- ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী কী?
- নৈতিক রাষ্ট্রের ধারণাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।
- বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটুকু প্রাসঙ্গিক?
- নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে কী কী করতে হবে?
- উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কে Anarchical Society ধারণাটি আলোচনা করুন।
- চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতাগুলো কী কী?
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'মানবিক হস্তক্ষেপ' নীতিটি কী?
- দক্ষিণ চীন সাগর বিরোধের কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।
- অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক হুমকির মধ্যে পার্থক্য কী?
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-state Actors) বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।
- রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসেবে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব কী?
- পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের বহিঃউপাদানগুলো কী?
- আঞ্চলিক ও আঞ্চলিকরণের পার্থক্য কী?
- দ্বৈত ট্র্যাক (Dual Track) কূটনীতি কী?

বিস্তৃত প্রশ্ন

- উত্তর আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করুন। সম্প্রতি ভেনিজুয়েলায় ট্রাম্পের আগ্রাসন ও এর ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দিদের অবস্থান কী? কুর্দিদের বাসস্থান ও নির্যাতিত জীবন সম্পর্কে আপনার মতামতসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- বিশ্বে অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিন এবং এটি ঘোষণা করে কোন সংস্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
- গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সম্পর্কে লিখুন। গাজায় এটির যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে হামলার কারণগুলো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করুন এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে এ যুদ্ধের ১০টি নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখ করুন।
- মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
- অর্থনৈতিক কূটনীতি কী? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব আলোচনা করুন। অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ কী কী?
- বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো (Important Issue) চিহ্নিত করুন।
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষের যুক্তিগুলো কী কী?
- জাতিসংঘ সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও মূল দায়িত্ব কী? আলোচনা করুন।
- সমসাময়িক বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তির ভারসাম্যের প্রতিফলনে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারসমূহের দাবী আলোচনা করুন।
- পূর্ব ইউরোপে বাংলাদেশি মানব সম্পদের একটি সম্ভাবনার শ্রমবাজার রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে সরকারকে উদ্দেশ্য করে একটি পরামর্শপত্র লিখুন।
- ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
- দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকিসমূহ ব্যাখ্যা করুন। এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার সুপারিশসমূহ কী কী?
- রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপ সারা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে এবং দেশের জন্য অনেক সুফল বয়ে আনছে। কিন্তু মিয়ানমার সরকারের আচরণের কোন পরিবর্তন ঘটছে না। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি নীতিপত্র (policy brief) তৈরি করুন।

নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত

অদ্ভুত এক দেশ তিব্বত। এটি নিষিদ্ধ দেশ নামেও পরিচিত। রহস্যের বেড়াজালে ঘেরা তিব্বতের রাজধানী লাসাকেই মূলত নিষিদ্ধ বলা হয়ে থাকে। তবে বহির্বিশ্বের সবাই পুরো তিব্বতকেই নিষিদ্ধ বলে জানে। তিব্বত বছরের প্রায় ৮ মাস বরফে ঢাকা থাকে। এ কারণে এক পর্যায়ে এটি দুর্গম স্থান বলে বিবেচিত হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর উচ্চতায় বসবাস করাও বেশ কষ্টের। যখন ১৯৫১ সালে চীনা কমিউনিস্টরা অঞ্চলটিকে নিয়ন্ত্রণে নেয় তখন লাসা তিব্বতের রাজধানী ছিল। ১৯৫৯ সালে তিব্বতিরা চীনের বিরুদ্ধে স্বাধীকার আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৫ সালে লাসাকে তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের রাজধানী ঘোষণা করে। তিব্বতের রাজধানী লাসায় দীর্ঘদিন অন্যদেশের নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকায় মানুষ বছরের পর বছর ধরে তাদের এই কৌতূহল নিবারণ করতে সক্ষম হয়নি। আর এ সবকিছু মিলিয়েই তিব্বতের পরিচিতি গড়ে উঠে নিষিদ্ধ দেশ হিসেবে। ১৯৮০ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়।

প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক ১৯তম শিক্ষক নিবন্ধনসহ অন্যান্য চাকরির টিপস

বাংলা

- 'ইউসুফ জোলেখা' যে জাতীয় রচনা— রোমান্টিক প্রণয়কাব্য।
- বিজ্ঞান শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ— জ্+ঞ।
- কিশলয় শব্দের অর্থ— গাছের নতুন পাতা।
- চর্যাপদের যে পদটি অর্ধাকারে পাওয়া গেছে— ২৩ নং।
- মহুয়া পালার রচয়িতা— দ্বিজ কানাই।
- পূরবী কাব্যের রচয়িতা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- কাসাসুল আম্বিয়া অনুসরণ করে সৈয়দ সুলতান রচনা করেন— নবীবংশ।
- 'রেখাচিত্র' আবুল ফজলের যে ধরনের রচনা— আত্মজীবনীমূলক।
- রূপাই ও সাজু চরিত্র দুটি জসীম উদ্‌দীনের যে কাহিনিকাব্যের অন্তর্গত — নক্সী কাঁথার মাঠ।
- নগর পুড়িলে দেবালয় কী এড়ায়?- উক্তিটি করেছেন— ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
- 'আপনারে বড় বলে, বড় সেই নয়/ লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়।' কবিতাংশটির রচয়িতা— হরিশচন্দ্র মিত্র।
- লুৎফর রহমান রিটন একজন— ছড়াকার।
- 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা— প্রলয়োল্লাস।
- কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের সর্বশেষ উপন্যাস— দেয়াল।
- 'আমি বাংলায় গান গাই' খ্যাত বরেণ্য গীতিকার— প্রতুল মুখোপাধ্যায়।
- 'রত্নপরীক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে— বৈকুণ্ঠের খাতা।
- 'বাঁধনহারা' কাজী নজরুল ইসলামের যে ধরনের রচনা— পত্রোপন্যাস।
- 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক— সিকান্‌দার আবু জাফর।
- কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' যে গ্রন্থ থেকে অনূদিত— পদুমাবৎ।
- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামাণ্য ও মৌলিক গ্রন্থের লেখক— বদরুদ্দীন উমর।
- 'বিষাদ-সিন্ধু' একটি— ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস।
- অনিলা দেবী ছদ্মনামে লিখতেন— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- জীবনানন্দ দাশ রচিত কাব্যগ্রন্থ— বেলা অবেলা কালবেলা।
- স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস — ঘরে বাইরে।
- কল্লোল সাহিত্য পত্রিকাটির সম্পাদক — দীনেশরঞ্জন দাশ।
- কাঁদো নদী কাঁদো-এর রচয়িতা— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
- 'আবরণ' যদি আচ্ছাদন হয় তাহলে আভরণ মানে— অলংকার।
- 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ?-এ বাক্যে 'কী' যে পদ— সর্বনাম।
- 'ঝির ঝির বাতাস বইছে'-এখানে দ্বিরুক্ত শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে — ধ্বনিব্যঞ্জনা।
- 'দেশপলাতক' যে তৎপুরুষ— পঞ্চমী তৎপুরুষ।
- 'গঙ্গৌঘ' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ. — গঙ্গা+ওঘ।
- 'বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি হবে।' এখানে অসমাপিকা ক্রিয়াটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়— পরিণতি বোঝাতে।
- 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' বাগধারার অর্থ— বিপুল আয়োজন।
- তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি- এটি যে ধরনের বাক্য— যৌগিক বাক্য।
- 'Lyric' শব্দের প্রতিশব্দ— গীতিকবিতা।
- বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান-এর সম্পাদক— আহমদ শরীফ।
- বড় > বড্ড যে ধরনের পরিবর্তন — ব্যঞ্জনদ্বিত্ব।
- সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' যে বর্ণের মধ্যে রক্ষিত — স্বরবর্ণ।
- শব্দ ও ধাতুর মূলকে বলে—প্রকৃতি।
- নয়ন শব্দের সঠিক প্রত্যয়— √নী + অনট।
- প্রফুল্ল-এর বিপরীতার্থক শব্দ— বিমর্ষ।
- শিষ্টাচার শব্দের সমার্থক শব্দ— সদাচার।
- 'আড়চোখে' শব্দে 'আড়' উপসর্গটি যে অর্থ প্রকাশ করেছে— বক্র।
- তদ্ধিত প্রত্যয় যে প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়— নাম প্রকৃতি।
- হাতেখড়ি সমস্তপদটির সঠিক ব্যাসবাক্য —হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে।
- নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা- 'রাস্তা' শব্দটির কারক ও বিভক্তি— করণে শূন্য।
- বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি— কুটিল।
- শিয়ালের যুক্তি-বাগধারাটির অর্থ— অকেজো যুক্তি।
- ঘোষীভবনের উদাহরণ— পুকুর > পুখুর।
- 'ওমন কথা মুখে আনতে নেই' বাক্যে 'মুখ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে — অমঙ্গল।
- এককথায় প্রকাশ কর- যা চাওয়া হয়েছে— যাচিত।
- 'হ্ম' যুক্তাক্ষরটির বর্ণ— হ্‌+ম।
- 'Handout' এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে— জ্ঞাপনপত্র।
- 'পুষ্পসৌরভ' যে সমাসের উদাহরণ — ষষ্ঠী তৎপুরুষ।
- কতিপয় শুদ্ধ বানান— তদনুসারে, আশ্বস্ত, সমীরণ, পীড়াপীড়ি, ত্বরান্বিত।

ENGLISH

- Curt is made — milk.— from.
- The meaning of Silver Tongue is— A person who speaks sweetly.
- A stitch in time — nine.— saves.
- SOS stands for— Save our Souls.
- Turmoil means— অশান্তি।
- English — across the world — is spoken.
- The word 'Verdict' means— Judgment.
- The word 'Sibling' means— brother or sister.
- 'Blue blood' means— noble birth.
- The plural is— Oxen.
- The full form of 'TIN' is— Taxpayer's Indentification Number.
- Out of sight, out of— — mind.
- The feminine gender is— Spinster.
- The singular is— Agendum.
- The common gender is— Deer.
- Water the plants.- Here the word 'Water' is used as— Verb.
- The verb form of 'Officer' is— Officiate.
- Conflict is the feature of— a drama.
- The lady prides herself — her beauty.— upon.
- Opposite the word for 'Delete' is— Insert.
- Antonym of the word 'rotate' is— stay.
- Do you know— who I am.
- The word 'spouse' is— Common gender.
- I met a person — I never saw earlier.— Whom.
- The roads of Dhaka are wider than — Rajbari.— those of.
- Man can not live alone. In the sentence the word alone is— Adverb.
- The adjective of people is— Populous.
- I called — his address on the computer.— up.
- Ten thousand dollars — a lot of money.— is.
- He is the best boy in the class (Make it negative)— No other boy in the class is so good as he.
- Runa as well as Jhuma — happy.— is.
- The passive form of 'He pleases us.'— We are pleased with him.
- 'A rolling stone gathers no moss.' The type of this sentence is— simple.
- The girl takes — her mother. — after.
- It is I who — your teacher. — am.
- The man divided his land — his five sons.— among.
- 'Out and out' means— Thorough.
- He speaks — he knew everything.— as if.
- 'ডাক্তার ডাক'-এর সঠিক ইংরেজি — Call in a doctor।
- We eat — we may live.— so that.
- What kind of noun is 'girl'. — Common gender.
- The correct one is— Paper is made from wood.
- If you wanted, I — you.— would help.
- The synonym of 'Energetic' is— Sprightly.
- Singular form of 'data' is— datum.
- Choose the correct sentence — He speaks English like the English.
- 'Look after' means— to take care.
- He is jealous — my success. — of.
- 'Gerund' is related to— verb.
- The idiom 'Dead letter' means— Law not in force.
- The antonym of 'provoke' is — soothe.
- He sleeps a sound sleep. Here sound is a/an— adjective.
- The police is looking — the mother.— into.
- Antonym of 'Ally' is— enemy.
- My uncle arrived while I (cook) the dinner— was cooking.
- There is — tea in the cup— very little.
- The word 'Garrulous' means — talking to much.

২৬ বর্ণে হয় না কাজ

ইংরেজিতে রয়েছে ২৬টি বর্ণ, কিন্তু শুধু ২৬টি বর্ণ দিয়েই কি ইংরেজি শব্দের সব উচ্চারণ বোঝা বা বলা সম্ভব? একদমই না। বর্ণ (letter) হলো লেখার চিহ্ন, আর ধ্বনি (sound) হলো বলার সময় যে আওয়াজ হয়। উদাহরণস্বরূপ, phone-এ ph লেখা থাকলেও উচ্চারণে শোনা যায়/f/; আবার knock-এ k থাকলেও তা উচ্চারণে শোনা যায় না। লেখা ও বলা সবসময় মেলে না। ইংরেজিতে প্রায় ৪৪টি ধ্বনি আছে— এগুলোর মধ্যে প্রায় ২০টি স্বরধ্বনি (vowel sounds) এবং ২৪টি ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant sounds)। এগুলো বোঝার জন্য রয়েছে IPA (International Phonetic Alphabet), যা যেকোনো শব্দের সঠিক উচ্চারণ ধরতে সাহায্য করে। একই বর্ণ ভিন্ন উচ্চারণ দিতে পারে: cat-/k/, কিন্তু city-তে /s/আর ough— যেমন though, through, rough, cough — সব শব্দেই আলাদা উচ্চারণ! এ কারণেই শুধু বানান দেখে উচ্চারণ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ধ্বনিমালা বা IPA শিখলে কঠিন শব্দও ঠিকভাবে বলা সম্ভব।

রবার্ট মুগাবে জিম্বাবুয়ের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৮ এপ্রিল ১৯৮০

৩৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পর রবার্ট মুগাবে ক্ষমতা ছাড়েন ২১ নভেম্বর ২০১৭

www.boimate.com

সাধারণ জ্ঞান

- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ সালের— ২৩ জুন।
- বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন— ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।
- বর্তমানে দেশের যে বিভাগে স্বাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি— ঢাকা।
- ঢাকার 'ধোলাই খাল' যে খনন করেন — ইসলাম খান।
- অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডারে যা থাকে— তরল কার্বন ডাই অক্সাইড।
- যেখানে সাঁতার কাটা সহজ— সাগরে।
- জাতিসংঘ নামকরণ করেন— রুজভেল্ট।
- চিকুনগুনিয়া যা বাহিত রোগ— মশা।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস— ৭ এপ্রিল।
- বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?—সোনারগাঁও।
- ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয় যে সংস্থা— BRTA.
- ২০২৬ সালের ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবলের মাসকট কতটি?— ৩টি।
- সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ, কারণ—সমুদ্রের পানির ঘনত্ব বেশি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ডেপুটি গভর্নর ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন— শাহ আব্দুল হান্নান।
- সাম্প্রতিক যে দেশ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতা করেছে— যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশের ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স অনুযায়ী সর্বপ্রথম যে অবস্থান করেন — রাষ্ট্রপতি।
- মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম— আনোয়ার ইব্রাহীম।
- অর্থনীতিতে এ বছর যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—জোয়েল মোকির, ফিলিপ আগিয়োঁ ও পিটার হাউইট।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর— বেনাপোল।
- বাংলাদেশের পণ্য আমদানীতে শীর্ষ দেশ— যুক্তরাষ্ট্র।
- একটি বৈধ চেকের মেয়াদ হলো —৬ মাস।
- হিন্দুকুশ পর্বতমালা যে দেশে অবস্থিত — পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে জেলায় অবস্থিত—পাবনা।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কবে প্রবর্তন করা হয়?— ১৭৯৩ সালে।
- ভূমধ্যসাগরীয় দেশ—আলজেরিয়া।
- খাসিয়া উপজাতি বাংলাদেশের কোন জেলায় বাস করে?— সিলেট।
- ইলিশা-১ গ্যাসক্ষেত্রটি বাংলাদেশের যে জেলায় অবস্থিত— ভোলা।
- UNESCO-এর সদর দপ্তর যেখানে অবস্থিত— প্যারিস।
- ২০২৫ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী যে দেশের নাগরিক— ভেনিজুয়েলা।
- বাংলার আদি অধিবাসীগণ যে ভাষাভাষী ছিলেন— অস্ট্রিক।
- হাইতির রাজধানীর নাম— পোর্ট অব প্রিন্স।
- খালের নগরী— ভেনিস।
- বর্তমানে দেশে তৃতীয় লিঙ্গের মোট ভোটার— ১২৩৪ জন।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী— পদ্মা।
- বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল — ৬০টি।
- সোমালিল্যান্ডকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ— ইসরায়েল।
- বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০২৬ জারি করা হয়— ৬ জানুয়ারি ২০২৬।
- দেশে-ই পারিবারিক আদালত চালু হয়— ২৪ নভেম্বর ২০২৫।
- Zangezur corridor যে দেশের ভূখণ্ডে অবস্থিত— আর্মেনিয়া।
- Trump corollary যে ঐতিহাসিক মার্কিন বৈদেশিক নীতির আধুনিক সংস্করণ— মনরো ডকট্রিন।
- দ্বাদশ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় যে দেশ— পাকিস্তান।
- গ্রিনল্যান্ডে অবস্থিত একমাত্র মার্কিন সামরিক ঘাঁটির নাম— পিটুফিক স্পেস বেস।
- ২০২৬ সালের বর্ষপণ্য— পেপার অ্যান্ড প্যাকেজিং পণ্য।
- ইয়েমেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম— শায়া মোহসেন জিন্দানি।
- ১ জানুয়ারি ২০২৬ ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে দেশ ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করে— বুলগেরিয়া।
- দেশের ষষ্ঠ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য — টাঙ্গাইল শাড়ি বুনন শিল্প।
- ২৬ নভেম্বর ২০২৫ আফ্রিকার যে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে— গিনি বিসাউ।
- Dacca বানানকে Dhaka বানানে রূপান্তর করা হয়— ১৯৮২।
- বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের 'ব্লাক বেঙ্গল' ছাগলের চামড়া যে নামে পরিচিত— কুষ্টিয়া গ্রেড।
- বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে— ডেনমার্কে।
- সানসাইন পলিসি'র সাথে সংশ্লিষ্ট যে দুটি দেশ— উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া।
- 'হারিকিরি' শব্দের অর্থ— আত্মহত্যা।
- ২০২৫ সালে নিউজিল্যান্ড যে পর্বতকে 'মানুষ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়— মাউন্ট তারানাকি।
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে— ১১৮নং।
- রাশিয়া ও ইউক্রেন যে দুটি অঞ্চলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে — দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক।
- ২০২৫ সালে জুলাই মাসে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া যেখানে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে— মালয়েশিয়া।
- গঙ্গা পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে — ২০২৬ সালে।

বাফার জোন ও বাফার স্টেট

▣ বাফার জোন : দুটি রাজ্যের মধ্যে থাকা একটি নিরপেক্ষ এলাকা যেটি একটি রাজ্যকে অন্যটি থেকে সুরক্ষা ও সংযোগ প্রদান করে। এই এলাকাকে বাফার জোন বলা হয়। এছাড়াও অনেক কারণেই বাফার জোন তৈরি করা হয়।

▣ বাফার স্টেট : বাফার স্টেট হচ্ছে এমন সব দেশ, যেসব দেশ আয়তনে ছোট, কিন্তু দুটি দেশের মাঝে বিদ্যমান এবং দুই দেশের নিরপেক্ষ সীমা নির্দেশ করে। বেলজিয়াম (জার্মানি-ফ্রান্সের মাঝে), নেপাল ও ভুটান (ভারত-চীন) এবং মঙ্গোলিয়া (চীন-রাশিয়ার মাঝে) বাফার স্টেটের উদাহরণ।

জিম্বাবুয়ে Million টাকার নোট ব্যবহার করে

গণিত

১. $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $\frac{2y}{x}$ হবে?
ক) $\frac{a^2-2y^2}{ay}$ খ) $\frac{x^2-y^2}{xy}$ ● $\frac{2y^2-x^2}{xy}$ ঘ) কোনটিই নয়

২. $\frac{x}{x^2-3x+1}=1$ হলে, $x+\frac{1}{x}$ এর মান কত?
ক) 3 ● 4 গ) 1 ঘ) 5

৩. মাতার ৩০ বছর বয়সে কন্যার জন্ম হয়। মাতার কত বছর বয়সে মাতা কন্যার বয়সের দ্বিগুণ হবে?
ক) ৩০ খ) ৬৫ ● ৬০ ঘ) ৭০

৪. দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর 119 হলে, ছোট সংখ্যাটি কত?
ক) 35 ● 59 গ) 60 ঘ) 55

৫. বৃত্তের ব্যাস চারগুণ করলে ক্ষেত্রফল কতগুণ হবে?
ক) ৪ খ) ৯ গ) ৮ ● ১৬

৬. $\log_{\sqrt{3}} 81$ কত?
ক) 5 খ) $9\sqrt{3}$ গ) 2^{-3} ● 8

৭. $a+b=7$ এবং $ab=10$ হলে $a^2+b^2+3ab=?$
ক) 39 খ) 49 ● 59 ঘ) 69

৮. একটি মাইক্রোবাস ১২% ক্ষতিতে বিক্রি করা হলো। যদি বিক্রয়মূল্য ১২০০ টাকা বেশি হতো, তাহলে ৮% লাভ হতো। মাইক্রোবাসের ক্রয় মূল্য—
ক) ৮০০০ টাকা খ) ৭০০০ টাকা
● ৬০০০ টাকা ঘ) ৫০০০ টাকা

৯. $৫\frac{১}{৪}$ ও $২\frac{১}{৮}$ এর ল.সা.গু—
ক) $\frac{৪}{৩৫৭}$ খ) $\frac{১}{৮}$ ● $\frac{৩৫৭}{৪}$ ঘ) $\frac{৩৫৭}{৮}$

১০. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 5% বৃদ্ধি করলে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?
● 5% খ) 15% গ) 20% ঘ) 10%

১১. ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৬ ঘন্টার কত অংশ?
ক) $\frac{১}{৫}$ ● $\frac{৪}{৯}$ গ) $\frac{১}{২}$ ঘ) $\frac{৩}{২}$

১২. একটি পঞ্চভুজের কৌণিক বিন্দুগুলোর সংযোগে উৎপন্ন ত্রিভুজের সংখ্যা—
ক) 5 খ) 1.5
গ) 20 ● কোনোটিই নয়

১৩. $\tan\theta=\frac{5}{12}$ হলে $\sin\theta=?$
ক) $\frac{13}{5}$ খ) $\frac{12}{13}$ ● $\frac{5}{13}$ ঘ) $\frac{12}{5}$

১৪. SCIENCE শব্দটির বর্ণগুলোকে কতভাবে সাজানো যায়?
ক) ২০২৫ খ) ১২২০
● ১২৬০ ঘ) ৭২০

১৫. Seed : Sapling : : Egg : ?
● Chick খ) Yolk
গ) Chicken ঘ) Omlette

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- ট্রানজিস্টরভিত্তিক প্রথম মিনি কম্পিউটার— PDP-8।
- পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের ভিত্তি— Artificial Intelligence।
- কম্পিউটারের মেমোরি ভাগ করা হয়— দুই ভাগে।
- ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে— Touch Screen।
- 'কম্পিউটার বাগ' হলো— সফটওয়্যারের অন্তর্নিহিত ভুল।
- AND গেইটে A ও B এর মান 0 হলে আউটপুট— 0।
- HTTP-এর পূর্ণরূপ— Hypertext Transfer Protocol।
- টুইটার প্রতিষ্ঠা করা হয়— ২১ মার্চ ২০০৬।
- Piconet হলো— Bluetooth Network।
- ডোমেইন নাম হলো— ওয়েব সাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম।
- ক্রনোমিটার হচ্ছে— সময় নির্ণয়ক যন্ত্র।
- বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন— জেমস্ ওয়াট।
- 12 এর বাইনারিতে প্রকাশ— 1100।
- pseudo শব্দটির উৎপত্তি— গ্রিক।
- In MS Word, CRTL+E will result in— Center alignment।

জেমস্ ওয়াট

- ডেটা এনক্রিপশনের প্রয়োজন হয়— ডেটা সিকিউরিটিতে।
- মোবাইল ফোন যে Mode-এ কাজ করে— Full-Duplex।
- Tailored Access Operation— যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি হ্যাকার গোষ্ঠী।
- অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর যে ঘটনাটি ঘটে— অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন।
- ভয়েস ব্যান্ড এর গতি সাধারণত যত bps পর্যন্ত হয়ে থাকে— 9600।
- গ্রুপ sms প্রদান হলো— মাল্টিকাস্ট।
- অনুবাদক প্রোগ্রাম— ৩ প্রকার।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রধানত ব্যবহৃত হয়— PROLOG।
- পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না— মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য।
- বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় যে যন্ত্রের মাধ্যমে— লাউড স্পিকার।
- সূর্যে শক্তি উৎপন্ন হয়— পরমাণু ফিউশন পদ্ধতিতে।
- 1 ক্যালরি— 4.2 জুল।
- আমরা যে চক দিয়ে লিখি তা হলো— ক্যালসিয়াম কার্বনেট।
- হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বাইরে নিয়ে যায় যে রক্তনালী— আর্টারি।
- পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত করেছে— নিরক্ষরেখা।

জিম্বাবুয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলার নোট বাজারে আনে ২০০৮ সালে

www.boimate.com

৮ম

NTRCA নিয়োগ পরীক্ষা

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধান

[টেকনিক্যাল বিষয়]

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ : ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ • মোট পদ : ১৩,৫৫৯ • মোট আবেদন : ৮৬,৪৪৫ ▶ ক. গ্রুপ— ৩৬,৩২৩; খ. গ্রুপ— ৩২,৪৮৮; গ. গ্রুপ— ১৭,৬৩৪ • পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ : এপ্রিল ২০২৬।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হয়— ১৯৯৪ সালে থেকে।
- JSC'র পূর্ণরূপ— Junior School Certificate.
- প্রথম জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়— ২০১০ সালে।
- বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়— ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম— Ministry of Education.
- BNCU'র পূর্ণরূপ— Bangladesh National Commission for UNESCO.
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (DIA) প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৮০ সালে।
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) প্রতিষ্ঠিত হয়— ২০০৫ সালে।
- NTRCA'র পূর্ণরূপ— Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority.
- বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়— ৩০ মে ১৯৭৪।
- জাতীয় কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৭৬ যার নেতৃত্বে গঠিত হয়— প্রফেসর শামসুল হক : ১৯৭৫ সালে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়— মে ২০১০।
- নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়— ৮ এপ্রিল ২০০৯।
- ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক— অষ্টম শ্রেণি।
- DSHE'র পূর্ণরূপ— Director of Secondary and Higher Education.
- DTE-এর পূর্ণরূপ— Director of Technical Education.
- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর উৎস— NEAM.
- শিক্ষা স্তর হিসেবে দেশের সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রধানত— তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।
- BANBEIS'র পূর্ণরূপ— Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics.
- ব্যানবেইজ যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে— শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

- আল্লাহকে অস্বীকারকারীকে বলে— কাফির।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা ভাবা— শিরক।
- আল্লাহর গুণবাচক নাম— নিরানব্বইটি।
- আল্লাহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ সূরা— সূরা ইখলাস।
- আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীকে বিশ্বাস করা— ফরজ।
- মুহাইমিন শব্দের অর্থ— আশ্রয়দাতা।
- আল-হাফীযু শব্দের অর্থ— মহারক্ষক।
- দাখিল স্তরকে এসএসসির সমমান করা হয়— ১৯৮৫ সালে।
- আলিম স্তরকে এইচএসসির সমমান করা হয়— ১৯৮৭ সালে।
- কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রথম ফাজিল (সম্মান) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়— ২০১২ সালে।
- বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়— ১৫ এপ্রিল ২০১২।
- মালাকুন শব্দের অর্থ— বার্তাবাহক।
- যে ফেরেশতাকে কুরআনে রুহুল কুদ্দুস ও রুহুল আমীন বলা হয়— জিবরাঈলকে (আ.)।
- বেহেশতের দারোয়ান যে ফেরেশতা— রিদওয়ান (আ.)।
- হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার নাম— হাইজুম।
- হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ সহীফা— ১০টি।
- রাসূল শব্দের অর্থ— সংবাদ বাহক বা দূত।
- নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য— যাদের প্রতি কিতাব বা সহীফা নাযিল হয়েছে তাদেরকে রাসূল বলা হয় এবং যাদের প্রতি কোনো কিতাব বা সহীফা নাযিল হয়নি তাদেরকে নবী বলা হয়।
- মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহর বাণী— জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদগ্রহণ করবে।
- হাউজে কাওসারের শরবত— দুধের চেয়ে বেশি সাদা ও মধু থেকে বেশি মিষ্টি।
- MTTI'র পূর্ণরূপ— Madrasah Teacher's Training Institute.
- যে আয়াত দ্বারা তায়াম্মুম ফরজ হয়েছে— সূরা নিসা : ৪৩।
- উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক— সত্যবাদিতা।
- 'আদল' শব্দের অর্থ— ন্যায়বিচার, সুবিচার করা, ইনসাফ করা।
- মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ— তাকওয়া।
- মুসলিম দর্শনে তাসাউফ যে নামে পরিচিত— সুফীবাদ নামে।
- আমার ইচ্ছা ঐ ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই যারা জামায়াতে সালাত আদায় করে না'-কথাটি বলেন— মহানবী (স.)।
- ইসলামে যে মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়— রমযান মাসকে।
- 'জামরাতুল আকাবা'— মিনা প্রান্তরে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের স্থানকে জামরাতুল আকাবা বলা হয়।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

- বাংলাদেশ সরকারি সার্ভে ইনস্টিটিউট— ২টি বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট।
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি অবস্থিত— নারায়ণগঞ্জ; প্রতিষ্ঠা ১৯৫৮।
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অবস্থান— বোর্ড বাজার, গাজীপুর (প্রতিষ্ঠা ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫)।
- বাংলাদেশের একমাত্র টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বিএড (অনার্স) কোর্স চালু রয়েছে— ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।
- দেশে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে — ৪টি।
- প্রথম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট— শেরেবাংলা নগর, ঢাকা; প্রতিষ্ঠা ১৯৮৫ সালে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মূল কাজ— ৪টি।
- BNQF'র পূর্ণরূপ— Bangladesh National Qualifications Framework.
- দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে উপ-ব্যবস্থায় বিভাজন করা হয়েছে— ৩টি : সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিগরি শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা।
- বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি— ৫টি : পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন।
- DTE'র পূর্ণরূপ— Directorate of Technical Education.
- TVET-এর পূর্ণরূপ— Technical and Vocational Education and Training.
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে— ৪টি।
- TVET Implementation Plan-এর সময়কাল — ২০২৫-২০৩০।
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়— ৩০ নভেম্বর ২০১৬।
- করিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর— ২টি; করিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি করে— কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DET)।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধানের পদবি— মহাপরিচালক।
- অ্যাকসিলারেটিং অ্যান্ড স্ট্রেনদেনিং স্কিল ফর ইকোনমিক ট্রান্সফরমেশন (ASSET) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়— ৪ মাস (৩৬০ ঘণ্টা)।
- NSDP'র পূর্ণরূপ— National Skills Development Policy.
- 'MyGov' এর মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার্থীদের যে ধরনের সহায়তা দেওয়া হয়— আর্থিক অনুদান।
- কারিগরি শিক্ষার বাজেটের প্রধান ভাগ— ২টি; পরিচালন (রাজস্ব) বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট।
- সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাজেট বরাদ্দের প্রধান উৎস— সরকারি অনুদান (রাজস্ব বরাদ্দ)।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ছোটখাটো খরচের জন্য যে নগদ টাকা রাখা হয় তাকে বলে— পেটি ক্যাশ (Petty Cash)।
- কারিগরি শিক্ষার মূলমন্ত্র— দক্ষতাই শক্তি।
- কারিগরি শিক্ষার মূল স্লোগান— কাজ শিখুন, কর্মসংস্থান পাবেন।
- 'লার্নিং বাই ডুয়িং' তত্ত্বের প্রবক্তা— জন ডিউই।
- NTVQF'র পূর্ণরূপ— National Technical and Vocational Qualification Framework.
- কারিগরি শিক্ষার্থীদের জন্য কারখানার বাস্তব প্রশিক্ষণকে বলে— ইন্টার্নশিপ/অ্যাপ্রেন্টিসশিপ।
- Apprenticeship বলতে বোঝায়— শিক্ষানবিশকালকে।
- শিক্ষানবিশদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা— কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই।
- শিক্ষানবিশকে সপ্তাহে কাজ করানো যাবে সর্বোচ্চ— ৩৬ ঘণ্টা।
- কারিগরি শিক্ষায় প্র্যাকটিক্যাল কাজের নির্দেশনার জন্য ব্যবহৃত হয়— Job Sheet।
- কারিগরি শিক্ষায় Soft Skills বলতে বোঝায়— আচরণ ও যোগাযোগ দক্ষতা।
- কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করেন— এসেসর (Assessor)।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান : ৯,৩১০টি

	ক্যাটাগরি	সরকারি	বেসরকারি	মোট
ডিপ্লোমা ইন	ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০	৪৩২	৪৮২
	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	১৭	১৬২	১৭৯
	এগ্রিকালচার	১৮	১৩৫	১৫৩
	ফিসারিজ	৪	২৮	৩২
	ফরেস্ট্রি	১	-	১
	লাইবস্টক	৫	-	৫
	ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি	৮	৪	১২
	ইঞ্জিনিয়ারিং (নেভি)	১	-	১
	মেডিকেল টেকনোলজি	১৫	৯৭	১১২
	নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি	৬৯	৩৭৫	৪৪৪
	মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট	১১	২০০	২১১
এইচএসসি ভোকেশনাল		১৪৩	৪৪	১৮৭
এইচএসসি (BMT)		১৪২	১,৬১০	১,৭৫২
ডিপ্লোমা ইন কমার্স		-	৯	৯
এসএসসি ভোকেশনাল		৩৬৩	২,৪৭০	২,৮৩৩
দাখিল ভোকেশনাল		-	২০৯	২০৯
এসএসসি ভোকেশনাল টেক্সটাইল		৪১	-	৪১
প্রাক ভোকেশনাল		১২২	৫৫	১৭৭
বেসিক কোর্স (৩৬০ ঘণ্টা)		২০	২,১৭১	২,১৯১
সার্টিফিকেট কোর্স ও অন্যান্য		৭১	২০৮	২৭৯

সূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২৪

জিম্বাবুয়ে পৃথিবীর জাতীয় ...

... ও ভাষাগত দলে ভাগ করা যায়— দেবেলে ও শোনা ভাষা

www.boimate.com

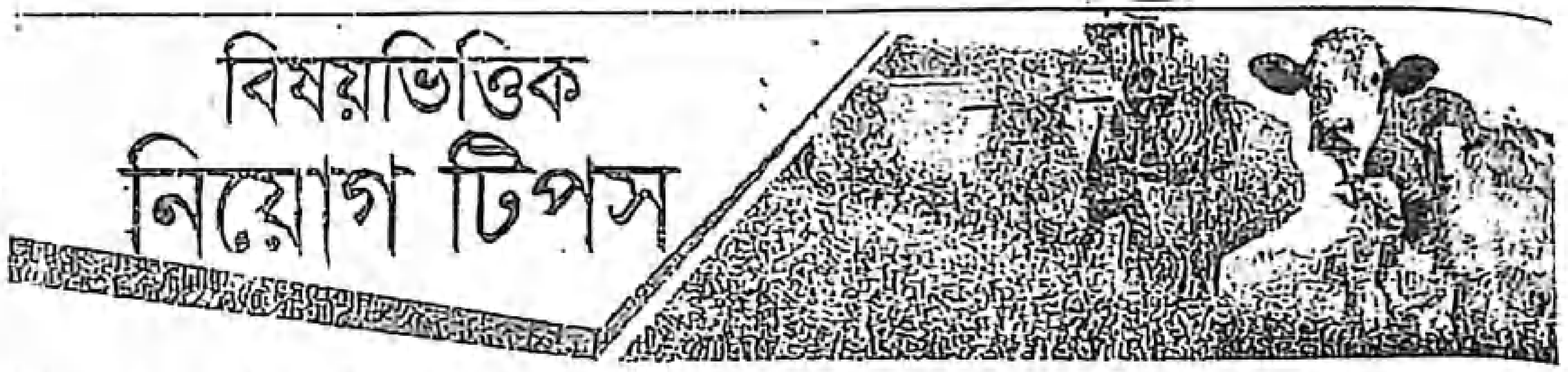

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিষয়ভিত্তিক নানা প্রশ্ন থাকে। এছাড়াও পরবর্তীতে ভাইভাতেও বিষয়ভিত্তিক টেকনিক্যাল প্রশ্ন করা হয়। এ জন্য আমাদের বিষয়ভিত্তিক আয়োজন—

বাংলাদেশ রেলওয়ে

- বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে ভাগ করা হয়— ২টি অঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল।
- এলিফেন্ট পয়েন্ট অবস্থিত— কক্সবাজারে।
- ব্রিটিশ বাংলায় প্রথম রেলপথ চালু হয়— দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত; ১৫ নভেম্বর ১৮৬২।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ (BRA) গঠন করা হয়— ১২ আগস্ট ১৯৯৫।
- রেলপথ মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়— ৪ ডিসেম্বর ২০১১।
- রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংস্থা— বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের সদর দপ্তর— যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী।
- বাংলাদেশে আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু হয়— ১৯৮৬ সালে।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলওয়ে প্লাটফর্ম— কমলাপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের লোকোমোটিভ কারাখানা আছে— ৪টি : ঢাকা ১টি, পার্বতীপুর ২টি ও চট্টগ্রাম ১টি।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা— সৈয়দপুর, নীলফামারী (প্রতিষ্ঠা ১৮৭০ সাল)।
- রেলের মাধ্যমে ঢাকা হতে সর্বোচ্চ দূরত্বের জেলা— পঞ্চগড় (৬৩৯) কিমি। সর্বনিম্ন নারায়ণগঞ্জ (১৬.৫ কিমি)।
- RSB-এর পূর্ণরূপ— Railway Special Branch.
- রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর নাম— Government Railway Police.
- বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশের জেলা— ৬টি : চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, সৈয়দপুর, পাকশী ও খুলনা।

- বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনিং একাডেমি অবস্থিত— চট্টগ্রামের হালিশহরে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে জাদুঘর স্থাপিত হয়— ১৫ নভেম্বর ২০০৩।

দীর্ঘতম রেলসেতু

নাম	অবস্থান	কিমি
যমুনা রেল সেতু	টাঙ্গাইল-সিরাজগঞ্জ	৪.৮
হার্ডিঞ্জ ব্রিজ	পাবনা-কুষ্টিয়া	১.৮
ভৈরব রেলসেতু	কিশোরগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০.৭১৬

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ

- বাংলাদেশের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান— ১.৮১%।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৃত খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়— ৫০৩.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন।
- সবচেয়ে বেশি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর জাত— ফ্রিজিয়ান।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল হলো— ছাগল।
- বাংলাদেশের যে অঞ্চলে গো চারণের জন্য বাথান রয়েছে — পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো যে প্রাণীর জিনগত নকশা উন্মোচন করেন— মহিষ।

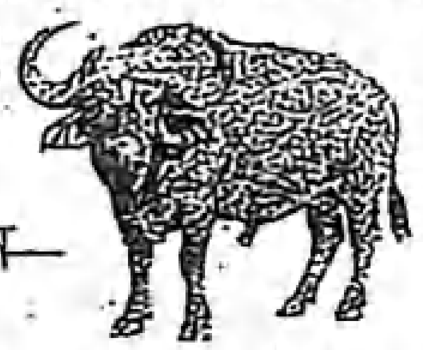

- বাংলাদেশে গবাদি পশুর প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয়— ৫ মে ১৯৯৫।
- বাংলাদেশে মহিষ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত— বাগেরহাটে।
- বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র— ঢাকার সাভারে।
- তুলা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা— ঝিনাইদহ।
- জুটন আবিষ্কার করেন— ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ।
- স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম— ফাইটো হরমোন ইন ডিউসার।
- গম গবেষণা কেন্দ্র— নশিপুর, দিনাজপুর।
- দেশি পাট কাটা হয়— আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।
- ঘৃত কুমারী যে ধরনের উদ্ভিদ— বীরুৎ জাতীয়।
- উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের প্রধান মাধ্যম— বীজ।
- ধানের ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়— পাতা, গিট ও শীষে।
- আখের সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ— লালপচা।
- বীজ শুকানোর পদ্ধতি— ২ প্রকার।
- পুকুরে প্লাংকটন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়— সার।
- ভাওয়াল বনাঞ্চল অবস্থিত— গাজীপুরে।
- বাংলাদেশে নিবন্ধিত চা বাগান আছে— ১৭১টি।
- pH মিটার দ্বারা মাপা হয়— মাটির অম্লমান।
- ইঁদুর শতকরা যতভাগ ফসল নষ্ট করে— ১০ ভাগ।
- রেণু পোনার আকৃতি কতটুকু হলে অবশ্যই পুকুরে স্থানান্তর করতে হয়— ১.৫ ইঞ্চি।
- কালোজামের বৈজ্ঞানিক নাম— সাইজাইজিয়াম জাম্বোস।

কৃষির কিছু সংস্থা

নাম	প্রতিষ্ঠা	অবস্থান
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯৭০	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনঃ	১৯৭৪	ঢাকা
বাংলাদেশ ডাল গবেষণা ইনঃ	১৯৭৬	ঈশ্বরদী, পাবনা
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনঃ	২০১৭	নশিপুর, দিনাজপুর

বাংলা

- রেইনকোট গল্পের প্রেক্ষাপট— ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
- 'সমীর' শব্দের অর্থ— বাতাস।
- বাংলা সাহিত্যে 'গাজী মিয়া'— মীর মশাররফ হোসেন।
- কাপড়কাচা এটি যে সমাস— তৎপুরুষ।
- পানকৌড়ির রক্ত যে ধরনের রচনা— গল্প।
- সিরাজউদ্দৌলা শহিদ হন— ৩ জুলাই ১৭৫৭ (মতান্তরে ২ জুলাই)।
- 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা যে বিষয়ের লেকচারার ছিলেন— কেমিস্ট্রি।
- 'Virtue proclaims itself'-এর অনুবাদ হবে— ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।
- 'মিছিল' যে পদের উদাহরণ— বিশেষ্য।
- নিত্য পুরুষবাচক শব্দ— কৃতদার।
- বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়-এখানে 'বাড়ি' শব্দটি— অধিকরণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তি।
- 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তের কারণ— আত্মমর্যাদা।
- 'চশমা' যে ভাষার শব্দ— ফারসি।
- সরল বাক্যে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকে— ক্রিয়া।
- 'মাসি-পিসি' গল্পে চায়ের দোকান কোথায় অবস্থিত?— পুলের কাছে।
- 'অপরাজেয় বাংলা' যে শ্রেণির বিশেষ্য— সৃষ্টিনাম।
- কোন সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোঝায়?— বহুব্রীহি।
- লালসালু উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদক— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিজেই।
- ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি গুলো— ধ ও ভ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ গল্পটির নাম— মুসলমানীর গল্প।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি— বিক্রমপুর।
- 'বাঙ্ময়'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ— বাক্ + ময়।
- বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে বলা হয়— আসত্তি।
- 'পোশাক' যে ভাষা থেকে আগত শব্দ— ফারসি।
- 'বিশ্বাস'-এর নির্ভুল উচ্চারণ— বিশ্‌শাশ্।
- উপকারীর অপকার করে যে— কৃতঘ্ন।
- 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ— প্রত্যয়।
- বিপদে মাসি-পিসি 'বুকে নতুন জোর পায়' কারণ— পাড়ার অনেক লোক ছুটে এসেছিল।
- 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের যত বিঘা জমি ছিলো— কুড়ি-পঁচিশ।
- 'অপরিচিতা' গল্পে 'ফলের মতো গুটি' যে অর্থে ব্যবহৃত — নিষ্ফল জীবন।
- মহাকাল, জীবন ও শিল্প যে রচনার সাথে সম্পর্কিত— সোনার তরী।
- সোনার তরী কবিতায় যে ঋতুর কথা আছে— বর্ষা।
- 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে যার অভিশাপ বলেছেন —পৃথিবীর।
- বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে যে কবিতায়— ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নয়- 'বিলাসী' গল্পে স্বীকৃত এ সম্পদ— হৃদয় জয়ের আনন্দ।
- 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'কিংবদন্তি' যে প্রতীক— ঐতিহ্যের।
- 'আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়'-এর পরবর্তী পঙক্তি —পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা।
- মৃত্যুঞ্জয় তার শ্বশুরের কাছ থেকে পেয়েছিল— অমোঘ মন্ত্রৌষধি।
- খাসমহল শব্দের 'খাস' উপসর্গটি যে ভাষা থেকে আগত— আরবি।
- ভোজন শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়— ভুজ + অনট।
- সাহচর্য শব্দটি গঠিত হয়েছে—প্রত্যয়যোগে।
- সুত শব্দের অর্থ— পুত্র।
- 'চাবি' যে ভাষা থেকে আগত— পর্তুগিজ।
- নাজায়েজ, নাবালক ও নামঞ্জুর শব্দগুলোর 'না' উপসর্গটি যে ভাষার— ফারসি।
- বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র-যে ধরনের বাক্য— সরল।
- অর্ণব শব্দের অর্থ— সমুদ্র।
- বাংলা ভাষা যে ভাষা থেকে এসেছে— গৌড়ীয় প্রাকৃত।
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজ ভাষা ছিল— ফারসি।
- বাক্যে ক্রিয়ার সহিত অন্যান্য পদের সম্পর্ককে বলে— কারক।
- 'বিদ্রোহী' কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে — অগ্নিবীণা।
- পদ্মা কবিতাটি যার লেখা— ফররুখ আহমদ।
- ণ-ত্ব বিধি সাধারণত যে শব্দে প্রযোজ্য— তৎসম।
- সৈয়দ মুজতবা আলী ভারতের যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন— আসাম।
- অপরিচিতা গল্পে কল্যাণীর বাবার নাম— শম্ভুনাথ সেন।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে যে বিষয়টি প্রধানভাবে রয়েছে— বাংলার প্রকৃতির কথা।
- 'আহ্বান' গল্পে নারী চরিত্রের উল্লেখ আছে— ৪টি।
- হাতেমতায়ী যে ধরনের রচনা— কাহিনীকাব্য।
- লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি— ছড়া।
- ভারতের যে প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা— ত্রিপুরা।

www.boimate.com

English

- David pointed the gun — the target.— at.
- What would have happened if— ?— the bridge had broken.
- Judge : Courthouse (Choose the pair that expresses a similar relation— Physician : Infirmary.
- What does the idiom 'at large mean?— Entirely.
- Which of the following is a feminine gender?— Spinster.
- In The Schoolboy' by William Blake what does the boy love most?— Being free in nature.
- Her smile was like the first rays of the morning sun- This is an example of— Simile.
- Change into indirect speech : He said, 'Had I the wings of a bird!'— He wished that he had the wings of a bird.
- She finally got her teeth into the research project and worked day and night. What does 'got her teeth into' mean here?— became deeply involved in.
- Which of the following is true about D. H. Lawrence?— English novelist, poet and essayist.
- Identify the informal sentnce.— I'm feeling a bit under the weather today.
- The more carefully you plan, — mistakes you will make.— the fewer.
- Unless you do as I tell, you will regret it. (Make it compound)— Do as I tell, or you will regret it.
- I am on — diet. No — sugar for me please. — a, no article.

Idiom-এর ইতিবৃত্ত

- Give a cold shoulder দ্বারা বোঝায় অবজ্ঞা করা বা অমিশুক আচরণ করা। অবাঞ্ছিত অতিথিকে ঠান্ডা মাংস পরিবেশন করে বিদার জানানোর রীতি থেকে idiom-টির উদ্ভব।
- Bite the bullet দ্বারা বোঝায় কঠিন বা অপ্রিয় কিছু মেনে নেওয়া। আগের দিনে যুদ্ধে অ্যানেস্থেসিয়া না থাকলে ডাক্তাররা রোগীকে ব্যথা সহ্য করার জন্য বুলেট কামড়ে ধরতে বলতেন।
- Break the ice বলতে বোঝায় অস্বস্তি দূর করা বা বন্ধুত্বের সূচনা করা। শীতকালে বরফে জাহাজ আটকে গেলে ছোট জাহাজ বরফ ভেঙে পথ তৈরি করত যা ছিল সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার প্রতীক।
- Rub the wrong way বলতে বোঝায় বিরক্ত করা। কাঠের মেঝে ভুলভাবে ঘষলে দাগ পড়ত। আবার বিড়ালের লোম উল্টো দিকে ঘষলেও তা বিরক্ত হয়। এর থেকে idiom-টির উদ্ভব।

- What is the appropriate English translation of the Bangla proverb 'One drop of time is ten drops of untimely.'— A stich in time saves nine.
- I could not concur — you — that point.— with, on.
- A mother in Mannville' the story is written from a—First person point of view.
- The underlined word in the sentence 'The jury has taken the right decision' is a - noun.— collective.
- This film is – than his last one.— better.
- Had I seen him, I — him.— would have helped.
- 'It's a Doozy means— very impressive.
- She is – than her brother.— older.
- 'To win the match' is a— noun phrase.
- Crocodile tears means— false sorrow.
- She spoke loudly. Here 'loudly' tells— manner.
- The boy wants to go home. The underlined part is— noun phrase.
- 'Jealousy' is— a noun.
- Fall into line means— agree.
- 'Bravery' is — noun.— abstract.
- If you heat ice, it— melts.
- I would not dream – asking them for money.— of.
- Climate change primarily refers to— alteration of temperature and weather pattern.
- Which one is the intransitive verb?— rise.
- The bird has – away.— flown.
- 'To turn over a new leaf' means— to start a fresh.
- 'To bite the bullet' means— to suffer patiently.
- Do you know when— ?— HSTU was founded.
- Synonym of reconciliation is— reunion.
- The antonym of 'insipid' is— exciting.
- What is the meaning of the idiom 'out and about'?— active.
- Shilpi married Rashid – the age of eighteen.— at
- 'Shut the door' is an example of — sentence — imperative.
- Identify the sentence with correct idiomatic preposition.— He has no interest in politics
- Which one is a complex sentence?— Although he is rich, he is unhappy.
- Identify the type of sentence : 'Please close the door.'— imperative.
- The work was finished — time and — budget — on, within.
- Identify the correct sentence.— He suggested me going there.
- Smoking is detrimental — health.— to.
- Identify the correct passive form.— Let not the door be closed.

সাধারণ জ্ঞান

- পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর মহাসাগরীয় খাত কোনটি?— ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ।
- 'স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই'–উক্তিটি কার?— উইলিয়াম জে বার্কার।
- তিস্তা নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়?—ভারতের সিকিম।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কী ছিল?— জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগানো।
- কোন ইউরোপীয় জাতি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে?— পর্তুগিজরা।
- রামমোহন রায়কে কে রাজা উপাধি দিয়েছিল?— সম্রাট দ্বিতীয় আকবর।
- 'ইতিহাসের সমাপ্তি' ধারণার সাথে কোন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ যুক্ত ছিলেন?—ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর কেন্দ্র কোনটি?—মহাস্থানগড়।
- চুনাপাথর কোন যৌগ দ্বারা গঠিত?— ক্যালসিয়াম কার্বনেট।
- ১৯৭১ সালের আগে পাকিস্তানের শতকরা কতজনের ভাষা বাংলা ছিলো?— ৫৬%।
- কোন ফসলটি সেচের উপর সবচেয়ে নির্ভরশীল?— বোরো ধান।
- কোন সাল থেকে বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়?— ১৯৭৩।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লা কোন সেক্টরের অধীনে ছিলো? — দুই নম্বর সেক্টর।
- ই-গভর্নেন্স-এর মূল লক্ষ্য কী?— সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- অর্থনীতিতে 'PPP' বলতে কী বোঝায়?— Purchasing Power Parity.
- কোন ঘটনার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়?— পোল্যান্ড আক্রমণ।
- বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বলা হয়েছে যে, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'?— অনুচ্ছেদ-৭।
- মৌলিক অধিকার কোন দলিল দ্বারা সংরক্ষিত?— সংবিধান।
- ভার্সাই চুক্তি কোন সালে স্বাক্ষরিত হয়?— ২৮ জুন ১৯১৯।
- 'Merit good'-এর উদাহরণ কোনটি?— শিক্ষা।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কত তারিখে শপথ নেয়?— ৮ আগস্ট ২০২৪।
- সংসদীয় সরকারের সরকার প্রধান কে?— প্রধানমন্ত্রী।
- ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন কোন ব্রিটিশ ভাইসরয়?— লর্ড কার্জন।
- তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা কে ছিলেন?— ইলা মিত্র।
- ঢাকা কতবার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে?— ৫ বার।
- বার্ধক্য ভাতা কিসের উদাহরণ?— সামাজিক নিরাপত্তা।
- লালবাগ কেল্লার অসমাপ্ত কাজ কে সমাপ্ত করেন?— শায়েস্তা খান।
- সবুজ গ্রহ বলা হয় কোনটিকে?— ইউরেনাস।
- বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?— গ্রিনল্যান্ড।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের সংবিধানের কততম তফসিলে সংযোজন করা হয়েছে?— ৭ম।
- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গণভোটে মূল প্রস্তাব কতটি?— ৪টি।
- তথ্যপ্রযুক্তিতে IoT বলতে বোঝায়?— Internet of Things.
- পঞ্চব্রীহি ধানের আবিষ্কারক কে?— আবেদ চৌধুরী।
- রেমাক্রি জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত?— বান্দরবান।
- Black September কোন দেশের গরিলা সংগঠন?— ফিলিস্তিন।
- বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে প্রথমবারের মতো এলএনজি আমদানি শুরু করে?— কাতার।
- একটি বড় মাপের ভূমিকম্পের পর সাধারণত কী ঘটার আশঙ্কা থাকে?— সুনামি।
- 'How to Prevent the Next Pandemic' গ্রন্থটি কার লেখা?— বিল গেট্স।
- ঢাকার 'ধোলাই খাল' কে খনন করেন?— ইসলাম খান।
- The Art of Triumph কোন ধরনের শিল্পকলার ফটোগ্রাফ-সংকলন?— গ্রাফিতি।
- বীরশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে প্রথম শহিদ হয়েছিলেন কে?— মোস্তফা কামাল।
- ২০২৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কোন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?— যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।
- 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়— ১৯৪২ সালে।
- বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়— সিয়েরা লিওন।
- বিশ্বের সর্বাধিক দ্বীপ রাষ্ট্র— ইন্দোনেশিয়া।
- যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমা ফেলে— ৬ আগস্ট ১৯৪৫।

সিটি গোল্ড

সিটি গোল্ড (City Gold) বলতে সাধারণত এমন এক ধরনের সোনার অলংকারকে বোঝায় যা আসল খাঁটি সোনা নয়, বরং অন্য ধাতুর ওপর সোনার প্রলেপ (gold plating) দেওয়া থাকে। দেখতে অনেকটা আসল সোনার মতো চকচকে ও আকর্ষণীয় হলেও এর ভেতরটা সাধারণত পিতল, তামা বা অন্য মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি। দামে সস্তা হওয়ায় সবার সাধ্যের মধ্যে থাকে। সিটি গোল্ড নামটি কোনো নির্দিষ্ট শহরের নাম থেকে আসেনি, বরং খাঁটি সোনা' থেকে এই কৃত্রিম ধাতুকে আলাদা করে চেনার জন্য একটি স্বতন্ত্র নাম প্রয়োজন ছিল। তাই সাধারণ পিতলের গয়নাকে একটু স্মার্ট এবং দামি শোনানোর জন্যই ব্যবসায়ীরা এই নাম দেয়। সিটি গোল্ডের মূল ভিত্তি অন্য ধাতুর ওপর সোনার প্রলেপ দেওয়া। এই পদ্ধতিটি প্রাচীন মিসর এবং গ্রিসে বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে সিটি গোল্ডের জনপ্রিয়তা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।

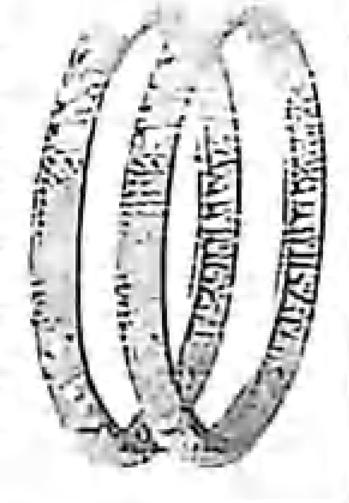

www.boimate.com

বিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞান

- ঘণ্টায় 40km বেগে পূর্বদিকে চলমান একটি গাড়ির চালক ঘণ্টায় $40\sqrt{3}$ km বেগে একটি ট্রাককে উত্তর দিকে চলতে দেখল। ট্রাকটির প্রকৃত বেগ— 80 kmh^{-1}।
- যদি 2 ক্যালরি তাপ সম্পূর্ণভাবে কাজে রূপান্তরিত হয় তবে কাজের পরিমাণ— 8.4J।
- যদি আমরা বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যাই তবে অভিকর্ষীয় ত্বরণ— বৃদ্ধি পাবে।
- কোনো স্থানে দুটি সরল দোলকের দোলনকালের অনুপাত 2 : 3 হলে, এদের কার্যকর দৈর্ঘ্যের অনুপাত— 4 : 9।
- 25°C তাপমাত্রার একটি গ্যাসের ঘনত্ব 1.75g/e হলে, ঐ তাপমাত্রায় গ্যাসটির অণুসমূহের r.m.s. বেগ— 413.93ms^{-1}।
- বিভব পার্থক্য স্থির থাকলে, একটি চার্জিত ধারকের শক্তি তার চার্জের— সমানুপাতিক।
- যে চৌম্বক ক্ষেত্রে 1 C চার্জ ক্ষেত্রের সাথে সমকোণে 1 m/s বেগে গতিশীল হয়ে 1N বল অনুভব করে তাকে বলে— Tesla।
- যে দুটি আলোর জন্য কৌণিক বিচ্ছুরণ সর্বাধিক তা— লাল ও নীল।
- একটি ট্রানজিস্টরের সবচেয়ে কম ডোপায়িত অঞ্চল— বেস।

রসায়ন

- 3d উপ-শক্তিস্তরে অনুমোদিত চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যার মান— 5।
- 25°C তাপমাত্রায় পানিতে $CaSO_4$ এর দ্রাব্যতা 0.68gL^{-1} হলে, এর দ্রাব্যতা গুণফল হবে— 2.5×10^{-5} mol^2L^{-2}।
- টেট্রাহেড্রাল অণুর বন্ধনীর কৌণিক দূরত্ব— 109°28′।
- White Vitriol এর সংকেত— $ZnSO_4.7H_2O$।
- $CO + 2H_2 = CH_3OH$ বিক্রিয়ার K_c এর একক— $mol^{-2}L^2$।
- H_2O-এর অনুবন্ধী অম্ল— H_3O^+।
- সোডিয়াম পটাশিয়াম টারটারেট-এর সংকেত— NaOOC – $(CHOH)_2$— COOK।
- মিথাইল অ্যামিন গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে— হাইড্রোকার্বন।
- সোডিয়াম কার্বনেটের তুল্য ওজন— 53।
- প্রমাণ $KMnO_4$ দ্রবণের সাহায্যে আয়রণ (II) আয়নের পরিমাণ নির্ধারণে নির্দেশক হিসেবে কাজ করে— পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।
- 10 টন জিংক অক্সাইডকে 10 টন চারকোলসহ বিজারিত করলে যে পরিমাণ জিংক উৎপন্ন হয়— 8.034 ton।

জীববিজ্ঞান

- RNA-এর প্রধান কাজ— প্রোটিন সংশ্লেষ করা।
- মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী পর্যায়— প্রো-মেটাফেজ।
- স্বভোজী প্রতিটি উদ্ভিদকোষের কোষ প্রাচীরের উপাদান — সেলুলোজ।
- যে ইউক্যারিওটিক কোষে প্লাসমিড পাওয়া যায়— ব্যাকটেরিয়া।
- মিথোজীবিতার উদাহরণ হলো— লাইকেন।
- বহুপ্রান্তীয় অমরাবিন্যাস যুক্ত উদ্ভিদ— সরিষা, কুমড়া প্রভৃতি।
- 'ল অব মিনিমাম' তত্ত্বটি প্রস্তাব করেন— লিবিগ।
- 'ল অব লিমিটিং ফ্যাক্টর' সূত্র প্রস্তাব করেন— ব্ল্যাকম্যান।
- গ্রিন বায়োটেকনোলজি— কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।
- রেড ও হোয়াইট বায়োটেকনোলজি— চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।
- গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয়— জেজুনামে।
- হৃৎপিণ্ডের সর্বাধিক পেশিবহুল অংশ— বাম ভেন্ট্রিকল।
- ডায়াফ্রাম সংকোচনের জন্য দায়ী— ফ্রেনিক।
- ককলিয়ার কাজ হলো— শ্রবণ অনুভূতি জাগানো।

Golgi Body

প্রকৃতকোষের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত একক পর্দাযুক্ত যেসব কোষীয় অঙ্গানু গোলাকার বা সূত্রাকার, নিউক্লিয়াসের নিকট পরস্পর সমান্তরালভাবে সজ্জিত হয়ে কোষীয় ক্ষরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তাদের Golgi Body বলে। ইতালীয় চিকিৎসক Camillo Golgi প্যাঁচা ও বিড়ালের স্নায়ুকোষ থেকে এগুলো আবিষ্কার করেন। গলগি বডিকে কোষের প্যাকেজিং কেন্দ্র বলা হয়।

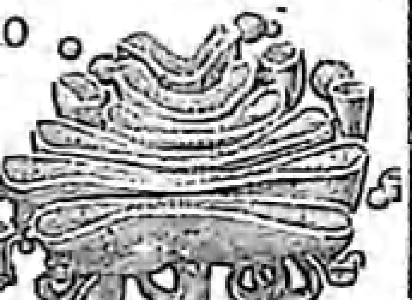

গণিত

- দুইটি সরলরেখা $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ পরস্পর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত— $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$।
- $\tan 75° - \tan 30° - \tan 75° \tan 30°$ এর মান— 1।
- $y = \ln(\ln x)$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ এর মান— $\frac{1}{x\ln x}$।
- $y = x^3 - 2x^2 + 4$ বক্ররেখার (2,4) বিন্দুতে স্পর্শক এর অভিলম্বের সমীকরণ— $x + 4y - 18 = 0$।
- $xy = c^2$ অধিবৃত্ত, x-অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ রেখা দুইটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল— $c^2\ln\left(\frac{b}{a}\right)$।
- k- এর মান যা হলে $x^2 + kx + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় জটিল হবে— $(-2 < k < 2)$।
- যে কণিকের পরিমিতির সমীকরণ $x = 3 + at^2$, $y = 2at$ সেটির শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক— (3, 0)।
- $y = 3x + b$ রেখাটি $y^2 = 8x$ পরাবৃত্তকে স্পর্শ করলে b- এর মান— 2/3।
- $\tan\theta + \tan 2\theta + \sqrt{3} + \tan\theta \tan 2\theta = \sqrt{3}$ হলে θ সমান— $\frac{n\pi}{3} + \frac{\pi}{2}$।
- $\sqrt{5}$ এককের দুইটি সমান বলের অন্তর্ভুক্ত কোণ 120° হলে, এদের লব্ধি— $\sqrt{5}$।

ব্যবসায় শিক্ষা

হিসাব বিজ্ঞান

- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির জনক হলেন— Luca De Pacioli।
- অংশীদারগণ প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসায় থেকে ১০% সুদে ৩০০ টাকা করে উত্তোলন করলে লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে ও অংশীদারদের মূলধন হিসেবে সুদের যে পরিমাণ টাকা দেখাতে হবে— ১৮০০।
- যে সম্পদের তারল্য সবচেয়ে বেশি— ট্রেজারি বিল।
- যদি উৎপাদন খরচের চেয়ে ২৫% বেশি বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে মোট লাভের অনুপাত— ২০%।
- কোম্পানি যখন নিজের শেয়ার নিজেই ক্রয় করে, তখন তাকে বলে— ট্রেজারি স্টক।
- বিপরীত সম্পত্তি যে ধরনের জের প্রকাশ করে— ক্রেডিট।
- সমাপনী দাখিলা দেওয়ার পর যে হিসাবের উদ্বৃত্ত শূন্য হবে— সেবা আয় হিসাব।
- — হলো পরিবহন শিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি। — সেবা প্রদান ব্যয়।
- অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারত্ব চুক্তিনামা না থাকলেও তাদের প্রাপ্যতা— ঋণের উপর সুদ।
- রাফির নিকট হতে ৫,০০০ টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হলো। এই লেনদেনটি হিসাব সমীকরণকে যেভাবে প্রভাবিত করবে— সম্পত্তি ও দায় বৃদ্ধি পাবে।
- ১২,৮০০ টাকার বেতন হিসাবের বইতে লেখা হয়েছে ১৮,২০০ টাকা। সংশোধনী এন্ট্রি টাকায় হবে— ক্যাশ Dr. ৫,৪০০ বেতন Cr. ৫,৪০০।

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

- 'শ্রম বিভাজন' ধারণাটি প্রথম দিয়েছেন— Adam Smith।
- Douglas Megregor যে যুগের ব্যবস্থাপনা পথিকৃৎদের একজন— আধুনিক যুগের।
- 'কেরোসিন' যে ধরনের শিল্পজাত পণ্য— বিশ্লেষণ শিল্প।
- ১৯৩২ সালের অংশীদার আইনের ধারায় বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন-এর কারণ উল্লিখিত আছে— ৪১ ধারায়
- 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' যে ব্যবসায় পরিবেশের উপাদান — সামাজিক পরিবেশ।
- সমবায় সংগঠনের মূলমন্ত্র— একতাই বল।
- ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য নয়— বৈশ্বতার অত্যবশকীয়তা
- 'সবার জন্য শিক্ষা' একটি— লক্ষ্য।
- 'বার্তা সংস্থা' যে শিল্পের আওতাভুক্ত— সেবা শিল্প।
- ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদান— প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি।
- নাবালক অংশীদারকে তার সাবালকত্ব অর্জনের যত মাসের মধ্যে কারবারে থাকা না থাকা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে— ৬ মাস।
- কার্যভিত্তিক সংগঠনের সুবিধা নয়— দ্বৈত স্বাধীনতা।
- জোড়-মই-শিকল নীতি যার সাথে সম্পর্কিত— জবাবদিহিতা।
- সরকারের শিল্পনীতি ও বাণিজ্য নীতি যে ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত— রাজনৈতিক।

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

- পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করা হয়— বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়— ১৯৯৩ সালে।
- বাজার নির্ধারিত সুদের হার ও বন্ডের মূল্যের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান— ঋণাত্মক।
- মূলধন বাজেটিং-এর নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি ও আন্তঃআয়-হার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য মূলত— নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতির অপেক্ষাকৃত সহজ নিরূপণ।
- ফার্মের নগদ আন্তঃপ্রবাহ— প্রাপ্য বিলের হ্রাস।
- একক ঝুঁকির পরিমাণ করা হয়— Standard deviation।
- ব্যাংকের কাজ হিসেবে গণ্য হয় না— ঝুঁকি গ্রহণ।
- বিশ্বের প্রথম ব্যাংকের নাম— শাম্পি ব্যাংক।
- ইসলামী ধারার 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি'-মালিকানাধীন— রাষ্ট্রীয়।
- যে ব্যাংক ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে কাজ করে— কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

- চূড়ান্ত সদিশ্বাস কথাটি প্রযোজ্য— অংশীদার।
- F. W. Taylor এর পুরোনাম— ফ্রেডারিক উইনসলো টেইলর।
- আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক— রবার্ট ওয়েন।
- Jettison বলতে বোঝায়— পণ্য নিক্ষেপণ।
- ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ ধাপ— সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উপাদান নয়— নিয়ন্ত্রণ।
- একজন নির্দিষ্ট বাজারজাতকারী কর্তৃক বিক্রিত পণ্য আইটেমসমূহের তালিকাকে বলা হয়— পণ্য মিশ্রণ।
- র‍্যাক জবার এক ধরনের— পাইকার।
- ম্যাগাজিন যে ধরনের পণ্য— লোভনীয় পণ্য।
- যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বেশি— ভোক্তা বাজার।
- বিপণনের মৌলিক ধারণা— বিনিময়।
- দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান কোন কিছু যা ভোক্তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে তাকে বলে— পণ্য।

তারল্য সংকট

Lender of The last resort একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক) যা আর্থিক সংকটে থাকা বা দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের ১৬ (৪) (ডি) এবং ১৭ (১) (বি) ধারা অনুযায়ী, ৯০ দিন মেয়াদে ১১.৫% সুদে এই অর্থ দেওয়া হয়। ব্যাংকিং পরিভাষায় একে 'ওভারনাইট-ওডি' সুবিধা বলা হয়। এই ধারের বিপরীতে ব্যাংকটি সমমূল্যের 'ডিমান্ড প্রমিসরি নোট' জমা দিতে হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

(মানবিক বিভাগ)

সমাজবিজ্ঞান
- সমাজবিজ্ঞানের জনক— অগাস্ট কোঁৎ।
- যে অঞ্চল মানবসভ্যতা বিকাশে বেশি উপযোগী— নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল।
- 'আল মুকাদ্দিমা' গ্রন্থের রচয়িতা— ইবনে খালদুন।
- 'সামাজিক ঘটনা' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন— এমিল ডুর্খেইম।
- Occident শব্দের অর্থ— পাশ্চাত্য।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম হচ্ছে— আইন।
- মণিপুরী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস প্রধানত— সিলেট জেলায়।
- ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বটির প্রবক্তা— কার্ল মার্ক্স।
- ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে— অষ্টাদশ শতাব্দীতে
- The Threshold of Religion গ্রন্থটির লেখক— ম্যারেট।

পৌরনীতি
- 'সুশাসন' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ— Good governance।
- আইন প্রয়োগ করা সরকারের যে অঙ্গের কাজ— শাসন বিভাগের।
- নির্বাচনের পূর্বে যেটি রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ— প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া।
- আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক— ম্যাক্স ওয়েবার।
- ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন— জ্যাক রুশো।

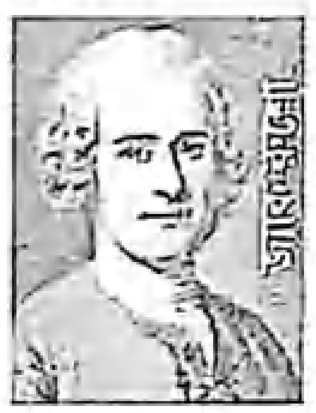

- 'India Wins Freedom' গ্রন্থের লেখক— মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
- ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের উপস্থাপক— শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।
- একজন বিদেশি বাংলাদেশে যে অধিকার ভোগ করতে পারবে— ধর্ম পালনের স্বাধীনতা।
- প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের ব্যাখ্যা দান বা মতামত প্রকাশ করেন— অ্যাটর্নি জেনারেল।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
- 'হিলফুল ফুজুল' গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল— শান্তি প্রতিষ্ঠা।
- মুসলমানরা প্রথম হিযরত করেন— আবিসিনিয়া।
- সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান— মদিনা সনদ।
- মহানবী (সা.) বিদায় হজের ভাষণ দেন— আরাফাতে।
- ইয়ামামার যুদ্ধে যে ভণ্ড নবী নিহত হন— মুসায়লামা।
- খলিফা হযরত ওসমান (রা.) হত্যার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল— মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক নীতি।
- 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা— আল বেরুনি।
- 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা— আবুল ফজল।
- ইসলামে প্রথম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল— খারিজী।

ইতিহাস
- সর্বপ্রথম 'বঙ্গ'র উল্লেখ পাওয়া যায় যে গ্রন্থে— ঐতরেয় আরণ্যক।
- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে— ১৭৬৫ সালে।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়— বাংলা ১১৭৬ সালে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন— দ্বিতীয় শাহ আলম।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন— খাজা নাজিমুদ্দিন।
- ব্রিটিশ কৃষিবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল— অষ্টাদশ শতাব্দীতে।
- হিটলার রচিত Mein Kampf গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য — নাৎসিবাদ।
- পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য— অধিক মুনাফা অর্জন।
- হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো যে সভ্যতার অন্তর্গত— সিন্ধু সভ্যতার।
- রুশ বিপ্লবের অপর নাম— সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

ইসলাম শিক্ষা
- 'দারুল আরকাম'-এর প্রতিষ্ঠাতা— হযরত মুহাম্মদ (সা.)
- ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তি হলো— কুরআন ও সুন্নাহ।
- ইসলামে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে— পরিবার গঠন।
- 'প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালন করা' যে ইবাদতের অংশ— হাক্কুল ইবাদ।
- ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের প্রকৃত মালিক— আল্লাহ।
- ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস— যাকাত।
- ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণ রাষ্ট্রকে প্রদান করে— জিজিয়া।
- আল-কুরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয়— মানুষ।
- 'বাকারা' শব্দের অর্থ— গাভী।

সমাজকর্ম
- 'Social Work : A Profession of Many Faces' গ্রন্থের লেখক— মুরেলস ও শেফর।
- 'সমাজকর্ম হলো মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক পেশা।'-সংজ্ঞাটি দিয়েছেন— ডব্লিউ এ. ফ্রিডল্যান্ডার।
- রানী এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন প্রণীত হয়— ১৬০১ সালে।
- আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত ও সর্ববৃহৎ সংগঠনের নাম— CSWE।
- সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ঘটে— আমেরিকায়।
- যে ভাষা থেকে 'পেশা' শব্দটিকে বাংলা ভাষায় নেওয়া হয়েছে— ফারসি।
- রাষ্ট্রীয় কোষাগার বলা হয়— বায়তুল মালকে।
- সরাইখানা যাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়— বিপদগ্রস্ত পথিকদের জন্য।
- সমাজের কুপ্রথা দূর করে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নকে বলে— সমাজসংস্কার।
- Anthropos শব্দের অর্থ— মানুষ।

অর্থনীতি
- 'অর্থনীতি নির্বাচনের বিজ্ঞান'-বলেন— পি.এ. স্যামুয়েলসন।
- স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা যে অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য— পুঁজিবাদী অর্থনীতি।
- 'উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের সেই বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে।' সংজ্ঞাটি প্রদান করেন— অধ্যাপক মেয়ার্স।
- একটি নির্দিষ্ট মজুরিতে শ্রমের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত হলে তাকে বলে— শ্রমবাজার।
- 'The Wealth of Nations' গ্রন্থের রচয়িতা— অ্যাডাম স্মিথ।
- GNI-এর পূর্ণরূপ— Gross National Income।
- CCA-এর পূর্ণরূপ— Capital Consumption Allowance।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম যে গাছের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন— পাট।
- সরকারি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস— কর রাজস্ব।

মনোবিজ্ঞান
- যে স্নায়ুতন্ত্রটি হজম বা বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে— সমবেদী।
- চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের প্রবর্তক হলেন— পাভলভ।
- গবেষণায় একটি সম্ভাব্য সমাধানকে বলা হয়— প্রকল্প।
- ব্যক্তির জ্ঞানগত মানসিক ক্রিয়াগুলোর তাত্ত্বিক ভিত্তির দৃঢ়তাকে বলে— মেধা।
- সকল মানসিক শক্তির আধার বলা হয়— আদিসত্তাকে।
- যে মূল্যবোধের লোকেরা বেশি বাস্তববাদী— অর্থনৈতিক।
- তাত্ত্বিক মূল্যবোধের বিপরীত মূল্যবোধ— সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ।
- প্রকল্প যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়— পরীক্ষা।
- গুরু মস্তিষ্কের যে এলাকা দর্শনের জন্য দায়ী— টেমপোরাল লোব।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
- যে ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রকে তন্তুর রানি বলা হয়— রাজশাহী সিল্ক।
- ঘরের আবদ্ধ বাতাস, ধুলোবালিপূর্ণ বাতাস দূর করতে সাহায্য করে— এগজস্ট ফ্যান।
- 'বেইন' তাঁতে যে বস্ত্র বোনা হয়— মণিপুরি।
- যে ঋতুতে অল্প কাজেই ক্লান্তি আসে— গ্রীষ্ম।
- জিগার, প্যাডিং, জেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়— রং করার কাজে।
- ফল খাওয়ার পূর্বে লবণ মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে— ৩০ মিনিট।
- পরিমাণগত পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যকে বলে— বর্ধন।

ভূগোল
- ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের যে জেলার ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে— মুন্সীগঞ্জ।
- বাংলাদেশের যে অঞ্চলে বদ্বীপ অবস্থিত— দক্ষিণ-পশ্চিম।
- ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের যে শৃঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়েছে— কৈলাস।
- যে নদী বাংলাদেশে উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে— হালদা।
- আকরিক লোহা থেকে প্রস্তুত করা হয়— ইস্পাত।
- যে অঞ্চলে দিন ও রাতের তাপের পার্থক্য হয়ে থাকে— মরু।
- জোয়ার-ভাটার তেজকটাল হয়— অমাবস্যায়।
- আবহাওয়ার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম— ব্যারোমিটার।
- বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি হয়— ২০২২ সালে।
- যে স্থানে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে তাকে বলে— পোতাশ্রয়।

যুক্তিবিদ্যা
- নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়— মানুষের আচরণের মূল্যায়ন।
- সৌন্দর্যানুভূতি যে বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত— নন্দনতত্ত্ব।
- যেটিকে 'সব বিজ্ঞানের মূল বিজ্ঞান' বলা হয়— যুক্তিবিদ্যা।
- যুক্তিবিদ্যা দর্শনের যে শাখার অংশ— মূল্যবিদ্যা।
- প্রতিবর্তনের আশ্রয়বাক্যকে বলা হয়— প্রতিবর্তনীয়।
- আরোহের আকারগত ভিত্তি— প্রকৃতির নিয়ম।
- যে আরোহের আরোহমূলক লম্ফ থাকে না— পূর্ণাঙ্গ আরোহের।
- সহানুমানে চক্রকদোষের প্রবক্তা— সেক্সটাস এম্পিরিকাস।
- জে. এস. মিল যে গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন— A System of Logic।
- যৌক্তিক সংজ্ঞার কাজ হলো— পদের অর্থ স্পষ্ট করা।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি
- বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ আবিষ্কারে যে প্রযুক্তি কাজ করছে— বায়োইনফরমেটিক্স।
- প্লেজারিজম যে অপরাধের সাথে জড়িত— অন্যের লেখা চুরি।
- DNS-এর পূর্ণরূপ— Domain Name System।
- একই ধরনের বা সমপ্রকৃতির ডেটা সমাবেশকে বলে— অ্যারে।
- ডেটা এনক্রিপশনের প্রয়োজন হয়— ডেটা সিকিউরিটিতে।
- ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয় যে ক্ষেত্রে— LAN।
- কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মধ্যে ডেটা সঞ্চালন মোড— সিমপ্লেক্স।
- ব্লুটুথের মাধ্যমে তৈরি নেটওয়ার্ককে বলে— PAN।

প্রথম মহাকাশ সফর

বিশ্বের প্রথম মানব হিসেবে মহাকাশে যান সোভিয়েত নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন। ১২ এপ্রিল ১৯৬১ তিনি মহাকাশ জয় করেন। পৃথিবীর কক্ষপথে একবার ভ্রমণের মাধ্যমে মানবজাতির মহাকাশযাত্রার যুগের সূচনা করেন তিনি। কাজাখস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত মহাকাশ বন্দর বাইকোনুর কসমোড্রম থেকে ভস্টক-১ নভোযানে চড়ে প্রায় ৩২৭ কিলোমিটার উচ্চতায় তিনি পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসেন। ৯ মার্চ ১৯৩৪ জন্মগ্রহণ করা সোভিয়েত বৈমানিক এবং নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন ১০৮ মিনিট মহাকশে অবস্থান করেন।

জাম্বিয়ার মুদ্রার নাম কোয়াচা

www.boimate.com

জাম্বিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক Bank of Zambia (BoZ)

পুলিশ সার্জেন্ট ও সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ

সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য পুলিশ সার্জেন্ট একটি আকর্ষণীয় পদ। প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ পুলিশে সার্জেন্ট পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এ পদে নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীই আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রার্থীদের কয়েকটি ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেগুলোর মধ্যে লিখিত ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কিছু টিপস দেওয়া হলো—

ইংরেজি এবং বাংলা রচনা ও কম্পোজিশন

বাংলা

অধিক নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক। বাছাইকৃত কিছু বিষয়ের ওপর ভালো জ্ঞান থাকলে এ পরীক্ষায় ভালো করা যায়। যেমন— বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তরুণদের ভূমিকা • আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তারুণ্য • ভূ-রাজনৈতিক সংকট ও পানি কূটনীতি • শ্রম অভিবাসন সমস্যা ও সম্ভাবনা • তরুণ ছাত্র সমাজের চিন্তায় নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা • ব্রিটিশ আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ • মাদক মুক্ত সমাজ গঠনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা • এছাড়াও বাংলাদেশের ইতিহাস বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করা উচিত। যেমন— ভাষা আন্দোলন • ৭০-এর নির্বাচন • মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের ভূমিকা।

এছাড়াও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন রচনা, বিশ্ব রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করতে হবে। অন্যদিকে বই পড়ে বিভিন্ন ভাব-সম্প্রসারণের টপিক বুঝে নিতে হবে। কোনোকিছু মুখস্ত করতে যাবেন না। এতে সময় ও এনার্জি দুটোই নষ্ট হবে। নিম্নে সম্ভাব্য কিছু ভাব-সম্প্রসারণের তালিকা দেওয়া হলো—

- যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।
- শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।
- জাল কহে, 'পঙ্ক আমি উঠাব না আর'
  জেলে কহে, 'মাছ তবে পাওয়া হবে ভার'।
- প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত- বাঁচিবার অধিকার তাহারই।
- পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।
- কাঁটাবনের গোলাপই সত্যিকারের গোলাপ।
- আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বাংলা বেসিক থেকে কিছু প্রশ্ন আসে। যেমন— বাংলায় এককথায় প্রকাশ, অর্থসহ বাক্য গঠন, সন্ধি বিচ্ছেদ, বিপরীত শব্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইত্যাদি।

ইংরেজি

ইংরেজিতে আসতে পারে এমন সম্ভাব্য কিছু বিষয়—

- Bangladesh's Garment Industry Perils and Possibilities
- Digital Divide, Causes and Consequences
- Three Zero's World and Satiable Development
- Social Business : A great thought of Dr. Yunus.
- Middle East Conflagration : Solution and Peace
- Industrial Revolution 4.0
- Grameen Bank : A Pionier of microcredit system
- Digital Banking Era in Bangladesh
- Evaluating the Impact of Infrastructure Development Projects in Bangladesh
- Sustainable Development Initiatives in Bangladesh: Challenges and Prospects
- Technology and Innovation in Government Development Programs
- Environmental Sustainability in Bangladesh's Development Agenda
- Challenges and Opportunities in Rural Development Projects in Bangladesh
- Digital Bangladesh: ICT Initiatives for National Development

অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলা-ইংরেজি অনুবাদগুলো আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন। ইংরেজিতে রয়েছে Comprehension Text, Sentence Making, Sentence Correction, Synonyms, Antonyms, Letter/ Application ইত্যাদি। নিয়মিতভাবে এগুলো দেখে যেতে হবে যাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর করা যায়।

সাধারণ জ্ঞান ও গণিত

সাধারণ জ্ঞান

সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন আসে। মোটামুটি ভাবে উত্তর করতে পারলে সামগ্রিক নম্বরে অনেক এগিয়ে থাকা যায়। এখানে সাধারণত দুই নম্বরের এককথায় উত্তর এবং পাঁচ নম্বরের সংক্ষিপ্ত টীকা আকারে প্রশ্ন এসে থাকে। সাধারণ জ্ঞান অংশের জন্য প্রার্থীকে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক উভয় বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। নিম্নে সম্ভাব্য কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হলো—

- ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সামগ্রিক একটা ধারণা রাখতে হবে।
- বাংলার অতীত ইতিহাস বিষয়ে দখল রাখতে হবে।
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তারিখ এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম মুখস্থ রাখতে হবে।
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক উভয় বিষয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম মুখস্থ রাখতে হবে।
- এছাড়াও অন্যান্য সংস্থার সদর দপ্তর এবং সংক্ষিপ্ত নামের পূর্ণরূপ জানতে হবে।
- INTERPOL • EUROPOL • MOSSAD • FBI • CIA • NATO • RAW সহ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।
- মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত : অতীত ও বর্তমান।
- ইরান-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।
- গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় Board of Peace (BoP) এর ভূমিকা আলোচনা করুন।
- বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থা যেমন— G7, G20, SCO, কমনওয়েলথ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিকস, আসিয়ান, আরব লীগ ইত্যাদি বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।
- জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন।
- চীনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সংস্থা।
- বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি।
- বিশ্বে মাদকের উল্লেখযোগ্য রুট।
- ট্রাম্পের Big Beautiful Bill।
- ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ।

গণিত

- **পাটিগণিত :** অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : গ.সা.গু, ল.সা.গু, সরলীকরণ, ভগ্নাংশ, ঐকিক নিয়ম, গড়, অনুপাত, সমানুপাত, লাভ-ক্ষতি, শতকরা, সুদকষা, পরিমাপ ও ক্ষেত্রফলের একক।
- **বীজগণিত :** অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : সেট, মান নির্ণয়, সূচক, উৎপাদকে বিশ্লেষণ, সমীকরণ, অসমতা, ধারা ইত্যাদি।
- **জ্যামিতি :** অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ, সরল ক্ষেত্র, ঘন জ্যামিতি।

মনস্তত্ত্ব

- ৪০ এবং ৫০ এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার ব্যবধান কত?—৬।
- Find the odd man out : Nine, Seven, Ten, Five, Three—Ten।
- নিচের অস্ত্রের মধ্যে কোনটি ভিন্ন ধরনের?
  রাইফেল/কামান/পিস্তল/ মেশিন গান— কামান।
- 'ম' ল এর মা। 'ল' শ এর ভাই। 'ম', শ, এর কী হয়?— মা।
- 'চিন্তা' ও 'বিশ্বাস' হলো— সংক্রান্ত বিষয়।—আচরণগত।
- যদি FACE = ৬১৩৫ হয়, তাহলে BHAI = ?—২৮১৯।
- একটি পুকুরে কচুরিপানা প্রতিদিন দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়। যদি পুকুরটি কচুরিপানা দিয়ে ভরে যেতে ২৮ দিন লাগে তবে অর্ধেক পুকুরটি ভরে যেতে কত দিন লাগবে?— ২৭ দিন।
- ৫০০ এর $১২\frac{১}{২}$ % = ?—৬২.৫০।
- A grandparent is usually more— than his grandchild. — experienced।
- যদি MENTAL = ২৫৬৮১৯ হয় তবে HEALTH = ?—৭৫১৯৮৭।
- একটি সংখ্যার ৭৫%-এর সাথে ৭৫ যোগ করলে ফলাফল হিসেবে পূর্বের সংখ্যাটি পাওয়া যায়। সংখ্যাটি কত?—৩০০।
- Mother : Child : : —: Patient — Nurse।
- N এবং R-এর মাঝখানে মধ্যবর্তী অক্ষরটির ডান দিকের পঞ্চম অক্ষরের পরের অক্ষরটি কী?— V।
- A-এর পুত্র B-এর স্ত্রী C, যার বোন D। B-এর ভাই E-এর স্ত্রী। তাহলে D এবং A-এর মধ্যকার সম্পর্ক কোনটি— শ্বশুর-পুত্রবধূ।
- $\sqrt{৪৯}$ - ০.০০৪ = ?—৬.৯৯৬।
- একটি বৃত্তের ব্যাস তিনগুণ করলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত গুণ হবে?— ৯।
- ডাক্তার রোগীকে প্রতি ২ ঘণ্টা পর পর খাওয়ার জন্য ৬টি বড়ি দিলেন। শেষ বড়িটি রোগী কত ঘণ্টা পরে খাবেন?— ১০ ঘণ্টা।
- ২, ৪, ৯ এবং x-এর যোগফল ৫২ হলে, তাদের গড়— ১৩।
- আজ যদি সোমবার হয় তবে আজ থেকে ৬১ দিন পর কোন দিনটি আসবে?— শনিবার।

তথ্য কর্নার

শিক্ষাগত যোগ্যতা

- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।
- মোটর সাইকেল চালনায় দক্ষ হতে হবে।
- কম্পিউটারে দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।

নিয়োগের ধাপসমূহ

- শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণসহ শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন।
- প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং
- শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণসহ শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষা।
- লিখিত ও মনস্তত্ত্বসহ কম্পিউটার দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।

লিখিত ও মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা

লিখিত ও মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা নিম্নোক্ত ৩ বিষয়ে সর্বমোট ২৫০ নম্বরে অনুষ্ঠিত হবে ও ভাইভায় ৫০ নম্বর

বিষয়	পূর্ণমান	সময়
ইংরেজি এবং বাংলা রচনা ও কম্পোজিশন	১০০	৩ ঘণ্টা
সাধারণ জ্ঞান ও গণিত	১০০	৩ ঘণ্টা
মনস্তত্ত্ব	৫০	১ ঘণ্টা

চাকরির সুবিধাদি ▸ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ১০ম গ্রেড : ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা তৎসহ অন্যান্য সুবিধাদি • ট্রাফিক ভাতা, বিনামূল্যে পোশাক সামগ্রী, ঝুঁকি ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা এবং নিজ ও পরিবারের নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যের জন্য প্রাপ্যতা অনুযায়ী স্বল্প মূল্যে পারিবারিক রেশন সামগ্রী • প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উচ্চতর পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তিসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের সুযোগ।

www.boimate.com

বর্মণ । বাগদী । ভূমিজ

বর্মণ

গোড়াপত্তন

বর্মণদের বসতিস্থাপনকাল সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা না গেলেও অনুমান করা হয়। বর্মণ জাতি এক সময় মধুপুর, ভাওয়াল, ভালুকা প্রভৃতি এলাকার গভীর বনাঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তাদের উত্তর পুরুষরা বর্তমান বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত।

ভাষা

বাংলা ভাষাই বর্মণদের প্রধান ভাষা। এটাকেই তারা বর্তমানে মাতৃভাষা হিসেবে গণ্য করে। তবে তাদের মধ্যে প্রবীণদের মতে, তাদের নিজস্ব কথ্য ভাষা রয়েছে যা অপ্রচলিত অবস্থায় বর্তমানে বিলুপ্তির পথে তারা নিজেরা তাদের এ কথ্য ভাষাকে ঠার বলে থাকে, যা বাংলা শব্দেরই বিকৃত রূপ।

সামাজিক কাঠামো

বর্মণ পরিবার প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক। পুত্রসন্তানরাই পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কন্যাসন্তানগণ সেখানে কিছুই পায় না। তবুও পরিবারে এবং সমাজে নারীদের আসন বেশ মর্যাদাপূর্ণ। যে কোনো পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং মতামত রাখতে পারে। কেবল স্বল্পবয়সি বধূরা গুরু স্থানীয় ব্যক্তিদের সামনে পর্দা পালন করে। বয়স্ক মহিলারা সামাজিক যে কোনো বিচার ও বৈঠকে সরব মতামত প্রকাশ করে থাকেন যা তাদের সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দেখা যায় যে, পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত সামাজিক অন্যায্যতার বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ভূমিকা পালনে সক্ষম।

গোত্র প্রথা

বর্মণ নৃগোষ্ঠী কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। গোত্রগুলো সোনামতি, বামুনহোড়া, গদাধর, কেন্দে, ভাস্কর, হাঁড়ি, আলতি ও হাতিগোত্র। এ গোত্রগুলো প্রধানত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে ভূমিকা রাখে। স্বগোত্রে বিবাহ বর্মণ সমাজে নিষিদ্ধ। এছাড়াও এ গোত্রগুলোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে যা এক গোত্র হতে অন্য গোত্রের ভিন্ন রকম। তবে বিবাহ নিয়ন্ত্রণই গোত্রগুলোর মুখ্য কাজ। তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী গোত্রনাম গ্রহণ ও সেগুলোর মাধ্যমে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন অব্যাহত রাখে যা তাদের স্বজাত্যবোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ধর্মবিশ্বাস

বর্মণরা সনাতন ধর্মাবলম্বী। তাদের পূজাপার্বণ দেবদেবী সবকিছুই হিন্দুদের অনুরূপ। তবে নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী দেবদেবীতে বিশ্বাস এবং লোকাচার বর্মণসমাজে বিদ্যমান। সেসব আচার-অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর আরাধনা তারা নিজেদের ঐতিহ্যগত রীতি অনুযায়ী পালন করে।

জনসংখ্যা

২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী বর্মণদের মোট জনসংখ্যা ৪৪৬৭১ জন।

বর্মণ বসবাসে শীর্ষ ৫ জেলা ও উপজেলা

ক্রম	জেলা	জনসংখ্যা	উপজেলা	জনসংখ্যা
১ম	নওগাঁ	১১,৯১৮	ঠাকুরগাঁও সদর	৬,৫২২
২য়	ঠাকুরগাঁও	৬,৫৩৪	মহাদেবপুর	৫,৬৩১
৩য়	টাঙ্গাইল	৫,২১৯	নিয়ামতপুর	৩,৫২৮
৪র্থ	জয়পুরহাট	৪,৪৬৩	নাচোল	২,৫৯০
৫ম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪,১৯৬	ঘাটাইল	২,২৭৪

Fact File

ইংরেজি নাম : Barman ➤ বসবাসে শীর্ষ উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর ● বসবাসে শীর্ষ জেলা : নওগাঁ ● ভাষা : বাংলা/ঠার ● ধর্ম : সনাতন ● পরিবার : পিতৃতান্ত্রিক ● জনসংখ্যা : ৪৪৬৭১ ● বর্ষবরণ অনুষ্ঠান : বিষু।

বর্মণ পদবি নাকি নৃ-গোষ্ঠী?

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত রাজবংশী ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী ঐ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। বর্তমানে তাদের অধিকাংশই নামের শেষে 'বর্মণ' পদবি ব্যবহার করলেও এটি তাদের জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়বাচক 'পদবি' নয়; বরং এটি তাদের ওপর আরোপিত অথবা ধারণকৃত পদবি। রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের একই পরিবারে এখনো একজন হয়তো লেখেন বর্মণ, অন্যজন লেখেন সরকার, সিংহ বা রায়। 'বর্মণ' লেখার জন্য একজন বর্মণ পদবিধারি ব্যক্তি 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' বর্মণে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং তার সম্পত্তির অধিকার ও সামাজিক অবস্থান হয়ে যেতে পারে প্রশ্নবিদ্ধ। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের এথনোগ্রাফিয় গবেষণার প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আদিবাসী' বইয়ে 'বর্মণ' আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় বর্মণ (বংশী) আদিবাসী জনগোষ্ঠী আদিকাল থেকে বসবাস করছে।

ভূমিজ

ভূমিজদের আদিনিবাস বিহার ছেড়ে তারা ভূমির সন্ধানে পূর্বদিকে পাড়ি জমায় এবং কৃষি কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। ফলে তাদের নতুন নাম হয় ভূমিজ অর্থাৎ ভূমির সন্তান। বিশ শতকের প্রথম দিকে ভূমিজরা সিলেট অঞ্চলে আসে। দেশ ভাগ পরবর্তী সময়ে সিলেট অঞ্চলের অনেক ভূমিজ লোকজন পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যান।

সামাজিক কাঠামো

ভূমিজ সমাজ কয়েকটি অসম গোত্রে বিভক্ত এবং গোত্রগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন— বান, বাউন্দ্রা, ভুগল, গরুড়, কাছিম, কাইট্টা, নাগ, ষাড়, সোনা, ট্রেশা প্রভৃতি। সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ভূমিজরা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর বলে মনে করেন এবং ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করেন। ভূমিজ সমাজে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় পুত্র সন্তানরা। কন্যা সন্তানরা পারিবারিক সম্পত্তির কোনো অংশই পান না। অবশ্য সমাজে নারীর অবস্থান সংহত। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় মহিলারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং মতামত রাখেন। সাধারণত সামাজিক সমস্যাদির নিরসন সমাজের প্রবীণ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

ভাষা

বাংলাভাষায় তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে এবং অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। অবশ্য নিজেদের মধ্যে তারা মুণ্ডারী ভাষা ব্যবহার করেন। কারণ বর্তমান প্রজন্মের ভূমিজরা তাদের আদি মাতৃভাষাকে ক্রমান্বয়ে ভুলে যাচ্ছেন।

ধর্ম

ধর্মবিশ্বাসে ভূমিজরা সনাতন হিন্দু। তবে তারা তাদের আদি ধর্মের কিছু কিছু ঐতিহ্যকে এখনও সযত্নে লালন করে চলেছে। আদি দেবদেবীর মধ্যে রয়েছে বরম দেওতা, ধরম দেওতা, সিংবোঙ্গা, জাহুবোড়া এবং উৎসবগুলো হচ্ছে বন্দনা, টুসু, কারাম। ভূমিজরা তাদের গ্রামদেবতাকে বরম দেওতা নামে অভিহিত করেন। এ দেবতার দায়িত্ব হচ্ছে গ্রামকে নিরাপদে রক্ষা করা। সিংবোঙ্গা এবং বরম দেওতা হচ্ছেন ভূমিজদের অন্যতম প্রধান দেবতা, যাদের কাজ সৃষ্টি রক্ষা এবং মানুষের মঙ্গলসাধন।

জনসংখ্যা

২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী ভূমিজদের মোট জনসংখ্যা ৯,৬৬৪ জন।

ভূমিজ বসবাসে শীর্ষ ৫ জেলা ও উপজেলা

ক্রম	জেলা	জনসংখ্যা	উপজেলা	জনসংখ্যা
১ম	মৌলভীবাজার	৩,৩১৮	চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ)	২,১৭৪
২য়	হবিগঞ্জ	৩,১৮৪	তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ)	১,৩৪৪
৩য়	সিরাজগঞ্জ	১,৬১১	শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার)	১,১৪৬
৪র্থ	সিলেট	৪৫৬	মাধবপুর (হবিগঞ্জ)	৯৮০
৫ম	ফরিদপুর	৪৩৩	কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার)	৭৫৮

Fact File

ইংরেজি নাম : Bhumij ➤ বসবাসে শীর্ষ জেলা : মৌলভীবাজার ● বসবাসে শীর্ষ উপজেলা : চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) ● ভাষা : মুণ্ডারী ● ধর্ম : সনাতন ● পরিবার : পিতৃতান্ত্রিক ● জনসংখ্যা : ৯,৬৬৪।

বাগদী

'বগদ' শব্দ থেকে 'বাগদী' শব্দটির উৎপত্তি হয় বলে প্রতীয়মান হয়। এদেরকে বুনো বা বাগদি সম্প্রদায় বলা হয়। আর বুনোরা মূল বাগদীরই উপগোত্র। নৃ-তত্ত্ববিদ গ্রাহাম ব্রাউনের মতে, বাগদীরা ওঁরাও জনগোষ্ঠীর অংশ। বাগদী লোকগীতিতে দেখা যায়, ইংরেজরা নীলচাষের জন্য এদেরকে বিহার থেকে বাংলায় নিয়ে আসে। বাগদী পূর্বপুরুষদের তখন প্রলুব্ধ করা হয় যে, তাদেরকে এমন এক সোনার বাংলায় নেওয়া হচ্ছে যেখানে সবুজ গাছ থেকে নীলচে সোনা হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতেই সাধারণত এ সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখা যায়। বাগদীদের নিজস্ব জমি বা বসত ভিটা নেই।

ধর্ম

এককালে বাগদীরাও নিজস্ব সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম পালন করতেন কিন্তু বাঙালি হিন্দু সমাজের সাথে বসবাসের ফলে তারাও নিজস্ব ধর্ম থেকে বাধ্য হন সনাতন হিন্দুধর্মে আত্তীকরণের। বাঙালি হিন্দু সমাজের কঠোর বর্ণপ্রথা বাগদীদের নিচুজাত বানিয়ে রেখেছে এখনও।

জনসংখ্যা

২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী বাগদীদের মোট জনসংখ্যা ১২,০৯৬ জন। বাগদী বসবাসে শীর্ষ ৫ জেলা ও উপজেলা নিম্নরূপ—

ক্রম	জেলা	জনসংখ্যা	উপজেলা	জনসংখ্যা
১ম	মাগুরা	২,৫৪২	মাগুরা সদর	১,৬৭৩
২য়	রাজবাড়ী	২,১৫৭	যশোর সদর	১,০৬০
৩য়	ঝিনাইদহ	১,৮৩০	পাংশা (রাজবাড়ী)	৮৭৪
৪র্থ	যশোর	১,২১১	ঝিনাইদহ সদর	৮৫৫
৫ম	হবিগঞ্জ	৬১৪	কালুখালী (রাজবাড়ী)	৬৭৯

www.boimate.com

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রবেশদ্বার

ঝিনাইদহ

জানেন কি : ঝিনাইদহ জেলা

- আয়তনে : দেশের ৩৪তম
  খুলনা বিভাগে : ৫ম
- জনসংখ্যায় : দেশের ৩৬তম
  খুলনা বিভাগে : ৫ম

পটভূমি

ঝিনাইদহকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রবেশদ্বার বলা হয়। ইংরেজ শাসনের শুরুতে ঝিনাইদহে একটি অফিস বা কোর্ট স্থাপন করা হয়। ১৭৯৩ সালে ইংরেজরা ঝিনাইদহে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করে এবং পরবর্তীতে থানায় রূপান্তর করা হয়। ১৮৬২ সালে ঝিনাইদহ মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ঝিনাইদহ জেলায় উন্নীত হয়।

নামকরণ

প্রাচীনকালে বর্তমান ঝিনাইদহের উত্তর পশ্চিম দিকে নবগঙ্গা নদীর কিনারে ঝিনুক কুড়ানো শ্রমিকের বসতি গড়ে ওঠে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সে সময় কলকাতা থেকে ব্যবসায়ীরা ঝিনুকের মুক্তা সংগ্রহের জন্যে এখানে ঝিনুক কিনতে আসতো। সে সময় ঝিনুক প্রাপ্তির এই স্থানটিকে ঝিনুকদহ বলা হতো। ঝিনুককে আঞ্চলিক ভাষায় ঝিনেই, ঝিনাই এবং দহ অর্থ বড় জলাশয় ও ফার্সি ভাষায় দহ বলতে গ্রামকে বোঝানো হতো। আর এই ঝিনুক এবং দহ থেকেই ঝিনুকদহ বা ঝিনেইদহ, যা- রূপান্তরিত হয়ে আজকের ঝিনাইদহ নামকরণ হয়েছে। অন্য কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, এক ইংরেজ এই এলাকা দিয়ে নৌকাযোগে নবগঙ্গা নদী পার হচ্ছিলেন। অনেক লোকজন তখন নদী থেকে ঝিনুক সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিল। উপস্থিত লোকদের কাছে সাহেব তখন এলাকাটির নাম জানতে চান। লোকেরা তার কথা বুঝতে না পেরে ভেবে নেন যে নদী থেকে তারা কি জিনিস তুলছে তার নাম জানতে চাচ্ছেন। এই মনে করে লোকেরা সাহেবকে বলেন ঝিনুক বা ঝিনেই। এতে ইংরেজ সাহেব ধরে নেন জায়গাটির নাম ঝেনি। এই ঝেনি শব্দটি পরে ঝেনিদা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঝিনাইদহকে আঞ্চলিক ভাষায় এখনও ঝিনেদা বলা হয়।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
- ঝিনাইদহের উত্তরে কুষ্টিয়া ও পূর্বে মাগুরা জেলা, দক্ষিণে যশোর ও পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা
- আয়তন : ১,৯৬৪.৭৭ বর্গ কিমি
- জনসংখ্যা : ২০,০৫,৮৪৯ জন [জনশুমারি ২০২২]
- সাক্ষরতা (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব) : ৭৭.৭% [SVRS 2023]
- ঘনত্ব : ১,০২১ [জনশুমারি ২০২২]

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৬টি— ঝিনাইদহ সদর, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, শৈলকুপা ও হরিণাকুণ্ডু
- থানা : ৬টি
- পৌরসভা : ৬টি— ঝিনাইদহ সদর, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, শৈলকুপা ও হরিণাকুণ্ডু
- ইউনিয়ন : ৬৭টি
- সংসদীয় আসন : ৪টি।

- প্রধান নদনদী ➢ ইছামতি, কোদলা, নবগঙ্গা, বুড়িভৈরব, ভৈরব, বেগবতী, চিত্রা, কপোতাক্ষ, কুমার ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধে ঝিনাইদহ

- সেক্টর ➢ ৮নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  ৪ ডিসেম্বর : মহেশপুর
  ৫ ডিসেম্বর : কোটচাঁদপুর
  ৬ ডিসেম্বর : ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু
  ৮ ডিসেম্বর : শৈলকুপা
  ৯ ডিসেম্বর : কালীগঞ্জ

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান

- সদর : ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ● মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ ফলক ● মরমী কবি পাগলাকানাইয়ের মাজার।
- কালীগঞ্জ : গাজী-কালু-চম্পাবতীর মাজার ● দেশের ক্ষুদ্রতম বাঁওড় সারজাত ● মোবারকগঞ্জ চিনিকল লিমিটেড।
- মহেশপুর : বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী হামিদুর রহমান গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর ● দেশের বৃহত্তম বাঁওড় পোরাপারা।
- হরিণাকুণ্ডু : সিরাজ সাঁইয়ের মাজার ● লালন শাহের ভিটা ● মরমী সাধক পাঞ্জু শাহের মাজার।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

হামিদুর রহমান (বীরশ্রেষ্ঠ), সিরাজুল ইসলাম (বীর প্রতীক), লালন শাহ (মরমী কবি), গোলাম মোস্তফা (কবি), মরমী সাধক পাঞ্জু শাহ (লোক কবি), পাগলা কানাই, সর্দার সাখাওয়াতুল্লা (নীল চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী), অধ্যাপক কালীপদ বসু (বাংলার বিখ্যাত গণিতবিদ), বাঘা যতীন (ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ)।

দত্তনগর কৃষি খামার

এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ বীজ উৎপাদন খামার হিসেবে পরিচিত দত্তনগর কৃষি খামার। ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার দত্তনগর নামক স্থানে অবস্থিত। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ঠিকাদার হেমেন্দ্রনাথ দত্ত এ খামার গড়ে তোলেন। নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম দেন দত্তনগর কৃষি ফার্ম। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর হেমেন্দ্রনাথ দত্ত তার প্রিয় দত্তনগর ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতা চলে যান। তখন তার ম্যানেজার ও কর্মচারীদের ওপর ফার্ম দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ফার্মটি অধিগ্রহণ করে পরিচালনার দায়িত্ব দেয় কৃষি বিভাগের ওপর। ১৯৬২ সালে ফার্মের যাবতীয় সম্পত্তি কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে চলে যায়।

সাতক্ষীরার আকর্ষণ সড়ক পথে সুন্দরবন

সাতক্ষীরা

জানেন কি : সাতক্ষীরা জেলা

- আয়তনে : দেশের ৭ম
  খুলনা বিভাগে : ৩য়
- জনসংখ্যায় : দেশের ৩১তম
  খুলনা বিভাগে : ৩য়

পটভূমি

১৮৫২ সালে যশোর জেলার চতুর্থ মহকুমা হিসেবে সাতক্ষীরা মহকুমার সৃষ্টি করা হয় এবং কলারোয়াতে-এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। ১৮৬১ সালে মহকুমা কার্যালয় সাতঘরিয়া তথা সাতক্ষীরাতে স্থানান্তর করা হয়। মহকুমার মর্যাদা পাওয়ার পর প্রথমে সাতক্ষীরাকে যুক্ত করা হয় নদীয়া জেলার সাথে। ১৮৬১ সালে নদীয়া থেকে সাতক্ষীরাকে বিভক্ত করে যুক্ত করা হয় ২৪ পরগণার সাথে। ২৫ এপ্রিল ১৮৮২ তৎকালীন যশোর জেলার খুলনা ও বাগেরহাট মহকুমা এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা নিয়ে খুলনা জেলা গঠিত হয়। ১৮৮২ সালে সাতক্ষীরা মহকুমা খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সাতক্ষীরা জেলা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৮৬৯ সালে সাতক্ষীরা পৌরসভা গঠন করা হয়।

নামকরণ

সাতক্ষীরা জেলার নামকরণের পেছনে অনেক মত প্রচলিত। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মচারী বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী নিলামে বুড়ন পরগণা কিনে সাতঘরিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তার পুত্র প্রাণনাথ চক্রবর্তী সাতঘরিয়া অঞ্চলে উন্নয়ন কাজ করে এলাকাটিকে সুপরিচিত করেন। ১৮৬১ সালে সাতঘরিয়ায় মহকুমা কার্যালয় স্থানান্তরিত হলে ইংরেজ কর্মকর্তারা গ্রামটির নাম উচ্চারণে 'সাতঘরিয়া' থেকে 'সাতক্ষীরা' উচ্চারণ করতে শুরু করেন। এই নামই পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাতক্ষীরা নামে পরিচিতি লাভ করে। সাতক্ষীরা নামকরণের বিষয়ে আরও কিছু লোককথা প্রচলিত রয়েছে। অন্য একটি মতে সাতজন ঋষি একবার সমুদ্রযাত্রায় এসে ক্ষীর রান্না করে খাওয়ার পর সেই স্থানকে 'সাতক্ষীরা' নামে অভিহিত করা হয়। আরেকটি মতে, সাতটি বিখ্যাত পণ্যের (উল, ঘোল, কুল, সন্দেশ, মাছ, আম ও গাছের চারা) নামানুসারে এ জেলার নামকরণ হয়।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
- পূর্বে খুলনা ও উত্তরে যশোর জেলা, পশ্চিমে চব্বিশ পরগনা (ভারত) জেলার বশির হাট মহকুমা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর
- আয়তন : ৩,৮১৭.২৯ বর্গ কিমি
- জনসংখ্যা : ২১,৯৬,৫৮২ জন [জনশুমারি ২০২২]
- সাক্ষরতা (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব) : ৭৮.৩% [SVRS 2023]
- ঘনত্ব : ৫৭৪ [জনশুমারি ২০২২]

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৭টি— আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, তালা ও কালিগঞ্জ
- থানা : ৮টি
- পৌরসভা : ৩টি—সাতক্ষীরা, কলারোয়া, শ্যামনগর
- ইউনিয়ন : ৭৮টি
- সংসদীয় আসন : ৪টি।

- প্রধান নদনদী ➢ লাবন্যবতী, কাঁকশিয়ালী, আদি যমুনা, কালিন্দী, ইছামতি, সোনাই, বেতনা (বেত্রাবতী), কপোতাক্ষ, খোলপেটুয়া ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধে সাতক্ষীরা

- সেক্টর ➢ ৮ ও ৯নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  ২০ নভেম্বর : কালিগঞ্জ
  ২২ নভেম্বর : শ্যামনগর
  ৬ ডিসেম্বর : কলারোয়া, দেবহাটা, তালা
  ৭ ডিসেম্বর : আশাশুনি, সাতক্ষীরা সদর

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান

- সদর : সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ● ভোমরা স্থলবন্দর।
- শ্যামনগর : গোপালপুর স্মৃতিসৌধ ● দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ বা নিউ মুর আইল্যান্ড ● সুন্দরবন (পশ্চিম) বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ● মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত।
- কালীগঞ্জ : খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ (র.)-এর মাজার ● প্রবাজপুর শাহী জামে মসজিদ।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

প্রাণনাথ রায়চৌধুরী (আধুনিক সাতক্ষীরার স্থপতি), খান বাহাদুর আহছানউল্লা (সমাজ সেবক ও সাহিত্যিক); ডা. এম আর খান (জাতীয় অধ্যাপক), সাবিনা ইয়াসমিন (কণ্ঠশিল্পী), নীলুফার ইয়াসমীন (কণ্ঠশিল্পী), সিকান্দার আবু জাফর (সাহিত্যিক), মুস্তাফিজুর রহমান (ক্রিকেটার), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (কবি ও সাহিত্যিক), সাবিনা খাতুন (নারী ফুটবলার), আলহাজ্ব শেখ আমানুল্লাহ (শিক্ষক ও ভাষা সৈনিক), সৈয়দ জাহাঙ্গীর (চিত্রশিল্পী), প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (ইসলামী চিন্তাবীদ)।

খান বাহাদুর আহছানউল্লা

সাবিনা ইয়াসমিন

শ্যামনগর

আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজেলা শ্যামনগর। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উপজেলা শ্যামনগর। এর আয়তন ১,৯৬৮.২৪ বর্গ কিমি, যার মূল ভূখণ্ড ৪৮৩.১১ বর্গ কিলোমিটার এবং সুন্দরবন ১,৪৮৫.১৩ বর্গ কিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ৩,৬৫,৯৭০ জন (জনশুমারি ২০২২)। ১৮৯৭ সালে শ্যামনগর থানা গঠিত হয়। শ্যামনগর থানা উপজেলায় রূপান্তিত হয় ১৯৮৪ সালে। ২৭ নভেম্বর ২০২২ NICAR-এর ১১৮তম বৈঠকে দেশের সর্বশেষ পৌরসভা হিসেবে অনুমোদন পায় শ্যামনগর।

www.boimate.com

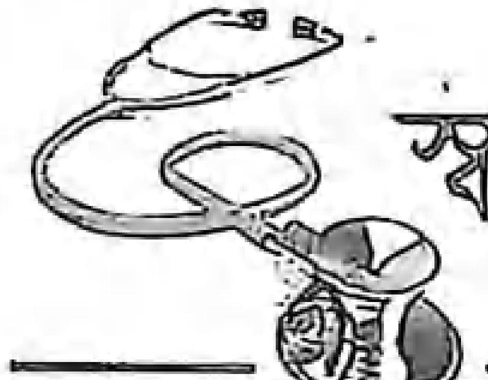

স্বাস্থ্যবার্তা

১৭ এপ্রিল বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস। বিশ্ব হিমোফিলিয়া ফেডারেশন ১৯৮৯ সাল থেকে প্রতিবছর এ দিবসটি পালন করে আসছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই হিমোফিলিয়া ও সেই সঙ্গে রক্তক্ষরণজনিত অন্যান্য যে বিরল রক্তরোগ আছে সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

হিমোফিলিয়া

হিমোফিলিয়া শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ হাইমা (Haîma) ও ফিলিয়া (Philía) থেকে। হাইমা অর্থ রক্ত ও ফিলিয়া অর্থ আকর্ষণ। দেহের কোনো অংশে রক্তপাত শুরু হলে সাধারণত সেখানে রক্ত জমাট বাঁধতে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে ক্লটিং বলে। ক্লটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হিমোফিলিয়া রোগীর রক্তক্ষরণ দীর্ঘসময় চলতে থাকে। কারণ রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যে বিশেষ প্রোটিন FVIII ও FIX প্রয়োজন হয় রোগীর শরীরে তার ঘাটতি থাকে। এ দুইটি ফ্যাক্টরের জিন মানুষের এক্স ক্রোমোজমে থাকে। রক্তের একটি বিশেষ জন্মগত বা জিনগত রোগ যেখানে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়। উনিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ রাজপরিবারের রানি ভিক্টোরিয়া ছিলেন হিমোফিলিয়া জিনের বাহক। তার পুত্র সন্তান লিওপোল্ডের ছিল হিমোফিলিয়া রোগ। আর রাজকন্যা অ্যালিস ও বেয়াত্রিস এরা ছিলেন বাহক। এরপর রানীর উত্তরসূরিদের বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে ইউরোপ ও রাশিয়ার রাজপরিবারেও এই জিন ছড়িয়ে পড়ে। যা পরবর্তীতে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। ১৯৫২ সালে ওই একই ব্রিটিশ রাজপরিবারের স্টিফেন ক্রিসমাস একই ধরনের হিমোফিলিয়া-বি রোগে আক্রান্ত হন। তার নাম অনুযায়ী হিমোফিলিয়া বি কে ক্রিসমাস ডিজিজ বলা হয়। ওই সময়ে হিমোফিলিয়াকে রয়েল ডিজিজ বলা হতো।

প্রকারভেদ

শরীরে ক্লটিং ফ্যাক্টরের অভাবের ওপর ভিত্তি করে হিমোফিলিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

- হিমোফিলিয়া A : Factor VIII (FVIII)-এর ঘাটতি
- হিমোফিলিয়া B : Factor IX (FIX)-এর ঘাটতি

রোগের তীব্রতা ও ফ্যাক্টরের মাত্রা অনুযায়ী হিমোফিলিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

- মৃদু: ফ্যাক্টর মাত্রা > ৫ - ৪০%। এদের তেমন কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে কোথাও কেটে গেলে বা আঘাত পেলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়।
- মাঝারি: ফ্যাক্টর মাত্রা ১-৫%। মাঝে মাঝে মাংসপেশি, হাড়ের জয়েন্ট ও অন্যান্য টিস্যু তে রক্তক্ষরণ হয়।
- মারাত্মক: ফ্যাক্টর মাত্রা < ১%। এখানে কোনো রকম আঘাত ছাড়াই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে।

বিস্তার

হিমোফিলিয়া বাবা-মায়ের জিন থেকে সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে। পুরুষদের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নারীরা বংশানুক্রমে এ রোগের জিন বহন করে। কারণ বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় X-linked disease যা শুধু এক্স ক্রোমোজমের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে।

লক্ষণ

- জন্মের পর নাড়ি কাটা, খৎনা করার পর প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়া
- সামান্য কাটা-ছেঁড়ায় দীর্ঘ সময় ধরে রক্তক্ষরণ হওয়া
- সামান্য আঘাতে চামড়ার নিচে রক্ত জমে কালচে দাগ পড়া
- নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই নাক থেকে রক্তপাত হওয়া
- অস্থিসন্ধি যেমন– হাঁটু, কনুই ও পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা এবং ফুলে যাওয়া।

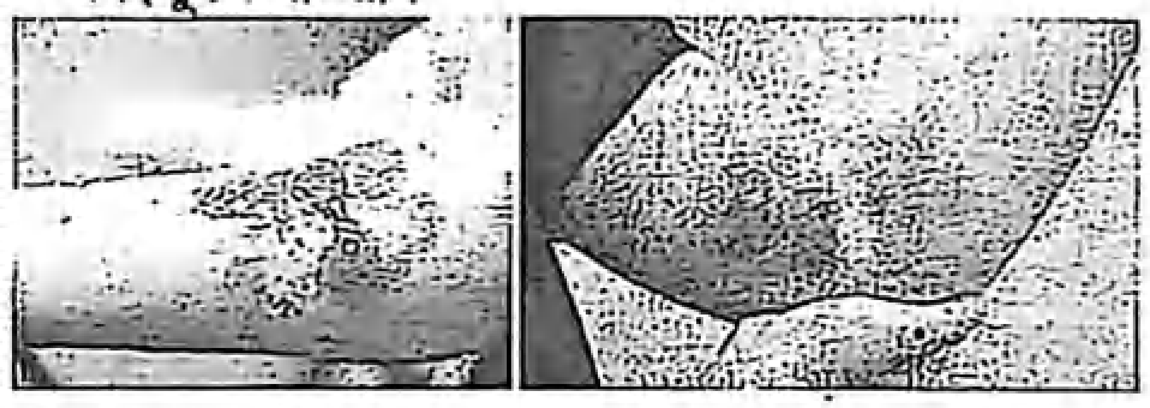

শনাক্তকরণ

যথাযথ ইতিহাস ও লক্ষণ জানার পর রক্তের স্ক্রিনিং পরীক্ষার মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে, APTT নামক পরীক্ষার ফল বেশি। এর পরে নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর পরীক্ষা (Factor VIII or IX Assay) করে হিমোফিলিয়া রোগ নির্ধারণ করা হয়।

চিকিৎসা

এটি একটি জন্মগত রোগ, তাই বিশ্বে এখন পর্যন্ত হিমোফিলিয়া সম্পূর্ণভাবে নিরাময়ের কোনো চিকিৎসা আবিষ্কার হয়নি। তবে এ রোগের মূল লক্ষণই হলো রক্তক্ষরণ। তাই রক্তক্ষরণ যাতে না হয় কিংবা রক্তক্ষরণ হলেই দ্রুত যাতে বন্ধ করা যায়, সেদিকেই বেশি নজর দিতে হবে।

সতর্কতা

- যেসব কাজকর্মে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তা থেকে দূরে থাকা।
- রক্তক্ষরণ শুরু হলে বিশ্রামে থাকা, রক্তক্ষরণের স্থলে বরফ দিয়ে চেপে রাখা।
- অস্থিসন্ধি স্থলে রক্তক্ষরণ হলে সে জায়গাটির নড়াচড়া বন্ধ করা অথবা ক্রেপ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা।
- যেসব ওষুধ রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি করতে পারে, সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকা।
- অ্যাসপিরিন ও মাংসপেশিতে ইনজেকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।
- ছেলে শিশুদের সার্জারির আগে পারিবারিক ইতিহাস জানা।

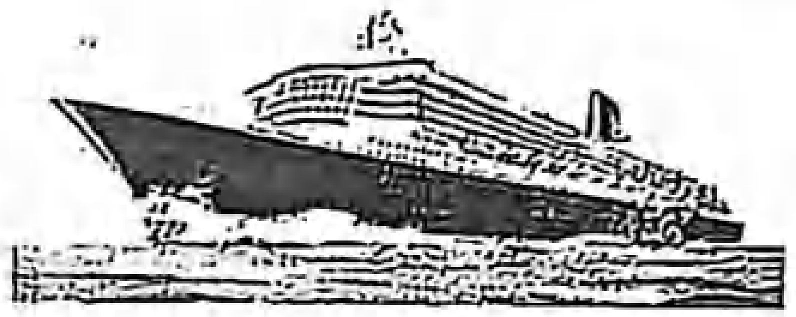

জাহাজ
জলপথের জয়গান

আ বি ষ্কা র
পর্ব.১৫

জাহাজ মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন। প্রাচীন মানুষ থেকে আধুনিক পৃথিবী পর্যন্ত, জাহাজ আমাদের বাণিজ্য, যুদ্ধ, অনুসন্ধান ও সভ্যতার বিস্তারে অপরিসীম অবদান রেখে চলছে।

জলপথের সারথি

জাহাজ (Ship) এক ধরনের বৃহদাকার নৌযান যা সমুদ্র বা অন্যান্য জলপথে চলাচল করে। এটি নৌকার চেয়ে অনেক বড় এবং সাধারণত গভীর সমুদ্র, সাগর বা বড় বড় নদীতে নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। জাহাজের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন— যাত্রীবাহী জাহাজ, পণ্যবাহী জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ, মাছ ধরার জাহাজ, গবেষণা জাহাজ ইত্যাদি।

ইতিহাসের বাঁকে

নৌকা থেকে শুরু : মানুষের প্রথম নৌযান ছিল গাছের গুঁড়ি খোদাই করে বানানো 'ডুগআউট ক্যানো' (Dugout Canoe) বা কাঠের গুঁড়ি বেঁধে তৈরি করা ভেলা। বর্তমানে আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন নৌকাটি হলো পেসে ক্যানো (Pesse Canoe), যা প্রায় ১০,০০০ বছর আগের পুরনো বলে ধারণা করা হয়। এদিকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ শতকে মিসরীয় রাজবংশের নির্দেশে তৈরি হয় সুবিশাল জাহাজ। প্যাপিরাসের তৈরি সেই জাহাজে ব্যবহৃত হয় কাঠের ফ্রেম। গ্রিকরা ট্রাইরেম নামক এক ধরনের জাহাজ তৈরি করে, যা ছিল যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

পরবর্তী আবিষ্কার : মধ্যযুগে জাহাজের আকার আরও বড় হয়। ভাইকিংরা খুব মজবুত এবং দ্রুতগামী জাহাজ তৈরি করত। ১৫শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ ও স্প্যানিশরা উন্নত জাহাজ তৈরি করে। কলম্বাস বা ভাস্কো দা গামা এই পালবাহিত জাহাজগুলো ব্যবহার করেই নতুন নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেন। ১৬০০ সালের দিকে স্পেনিয়রা 'গ্যালিওন' নামের এক বিশাল জাহাজ তৈরী করে। এর কিছুদিন পর ব্রিটিশরা যুদ্ধের কাজে জাহাজ ব্যবহার শুরু করে।

ইঞ্জিনের ব্যবহার ও আধুনিকতার ছোয়া : জাহাজে বাতাসের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হয় শিল্প বিপ্লবের পর। ১৮০৭ সালে রবার্ট ফুল্টন বাণিজ্যিকভাবে সফল বাষ্পচালিত জাহাজ উদ্ভাবন করেন। বিশ্বের প্রথম বাষ্পচালিত যুদ্ধজাহাজ, ১৮১২ সালের যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জন্য নির্মিত হয়। এ সময় কাঠের বদলে জাহাজের বডি তৈরিতে লোহা এবং পরবর্তীতে ইস্পাত (Steel) ব্যবহার শুরু হয়, যা জাহাজকে অনেক বেশি টেকসই ও বিশাল করে তোলে। ১৯১২ সালে তৈরী হয় সে সময়ের সবচেয়ে উন্নত সমুদ্রগামী সম্পূর্ন ডিজেল চালিত জাহাজ 'এমএস সেল্যান্ডিয়া'। ২১ জুলাই ১৯৫৯ বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক শক্তিচালিত বাণিজ্যিক জাহাজ এনএস সাভানা যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে জাহাজকে আরও নিরাপদ ও টেকসই করার চেষ্টা চলছে।

ভিন্ন তথ্য

- 'কোয়ারেন্টাইন' (Quarantine) শব্দটি জাহাজ থেকেই এসেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, তখন ইতালির ভেনিস বন্দরে কোনো জাহাজ আসলে সেটিকে বন্দরে ভিড়তে দেওয়া হতো না। জাহাজটিকে মাঝ সমুদ্রে ৩০ দিন পরবর্তীতে ৪০ দিন (ইতালীয় ভাষায় 'quaranta giorni') অপেক্ষা করতে হতো যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে জাহাজে কোনো সংক্রমিত রোগী নেই। এই ৪০ দিন বা 'কোয়ারানতা' থেকেই কোয়ারেন্টাইন শব্দটি এসেছে।
- বিশ্বে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রমোদতরি Icon of the Seas। ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ জাহাজটি যাত্রা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রয়েল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনালের মালিকানাধীন এই প্রমোদতরির দৈর্ঘ্য ৩৬৫ মিটার।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যাত্রীবাহী জাহাজ MV. Bay One।
- ২০২৩ সালে বিশ্বের পরিত্যক্ত ৪৪৬টি জাহাজের মধ্যে ১৭০টিই ভাঙা হয় চট্টগ্রামে।

কেন, কীভাবে?

প্রশ্ন : লোহার তৈরি জাহাজ পানিতে ভাসে কীভাবে?
উত্তর : লোহার টুকরো পানিতে ডুবে গেলেও বিশাল জাহাজ ডোবে না। জাহাজ মূলত পানিতে ভাসে আর্কিমিডিসের নীতি এবং প্লবতার কারণে। জাহাজের বিশাল আয়তন তার ওজনের চেয়ে বেশি পরিমাণ পানি অপসারিত করে। অপসারিত এই পানির উর্ধ্বমুখী চাপ (প্লবতা) জাহাজকে ওপরের দিকে ঠেলে ধরে রাখে।

প্রশ্ন : সমুদ্রে দূরত্ব কেন নটিক্যাল মাইলে বলা হয়?
উত্তর : প্রাচীনকালে জাহাজের গতি বের করার জন্য সমদূরত্বে গিট্টু (Knot) বাঁধা দড়ি ব্যবহার করা হতো। দড়ির এক মাথায় একটি কাঠের খণ্ড বেঁধে চলন্ত জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া হতো সমুদ্রে। দড়ির আরেক মাথা থাকত জাহাজের নাবিকের হাতে। জাহাজ চলত আর তিনি দড়ি ছাড়তেন। কত সময়ে কয়টি গিট্টু (Knot) পার হচ্ছে তা গণনা করে জাহাজের গতি বের করা হতো। সেই ঐতিহ্য থেকেই সমুদ্রপথে দূরত্বের একক হিসেবে নটিক্যাল মাইল ব্যবহৃত হয়। এক নটিক্যাল মাইল সমান ১.১৫ মাইল বা ১.৮৫ কিমি।

www.boimate.com

২,৬৫৬ ধরনের খেলনা সংগ্রহে

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের বাসিন্দা আলেক্সা সেরস্টুক ২০১৪ সালে সাত বছর বয়সে স্কুলে এক সহপাঠীর হাতে প্রথম শপকিনসের খেলনা দেখেন। তখন থেকেই শপকিনসের খেলনা কেনা শুরু করেন তিনি। ছোট বয়সের সেই ভালোবাসাই এখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তাঁর নাম লেখাতে সহায়তা করে। সেরস্টুকের সংগ্রহে শপকিনসের ২,৬৫৬ ধরনের খেলনা রয়েছে। তবে যেগুলো দুটি করে আছে, সেগুলো গণনা করলে খেলনার মোট সংখ্যা চার হাজারের বেশি হবে। শপকিনসের খেলনাগুলো নানা ধরনের খাবার, পোশাক এবং অন্যান্য জিনিসের আকৃতির। ২০১৪ সালে মুস টয়স এটি বাজারে আনে।

চার কানের বিড়ালছানা

যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা রাজ্যের বাসিন্দা ৩৯ বছর বয়সি স্টেফানি ব্রাউন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক স্ক্রল করার সময় 'ডবি' নামের এক চার কানের কালো বিড়ালছানার খোঁজ পান। ডবির অসাধারণ চেহারা দেখে তিনি অভিভূত হন। একটি জিনগত পরিবর্তনের কারণে ৭ মাস বয়সি এই বিড়ালছানা চার কান নিয়ে জন্মে। তিনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন।

মানুষের আবেগ বুঝতে পারে পোষা মুরগি

পোষা প্রাণী একাকিত্ব দূর করার পাশাপাশি মানসিক চাপ কমাতেও দারুণ সহায়ক। কানাডার মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক সোনিয়া কং ঠিক এটি নিয়েই কাজ করেন। মনোবিজ্ঞানের এই অধ্যাপক একটি মুরগি পোষেন। দৈনন্দিন জীবনে আবেগ সামলাতে মুরগিটি তাকে ভীষণ সাহায্য করে। সেটির নাম রেখেছেন 'স্যাটার ডে'। তিনি বলেন, তার মন খারাপ থাকলে মুরগিটি তার পাশে বসে এবং তাকে বোঝার চেষ্টা করে। সোনিয়া হংকংয়ের চাইনিজ ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ট্রেসি ওয়ংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে এই আন্তর্জাতিক গবেষণা পরিচালনা করছেন।

চুলকাতে গরুর লাঠি ব্যবহার

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার ভেটেরিনারি মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক জানান গরু নিজের প্রয়োজনে হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে। গবেষকরা দেখান, কীভাবে একটি গাভি লম্বা লাঠি, বাঁশের টুকরা বা লম্বা হাতলের ব্রাশ ব্যবহার করে নিজের পিঠ বা শরীরের অন্যান্য অংশ চুলকায়। অস্ট্রিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য ক্যারিনথিয়ার বাসিন্দা উইটগার উইগেলের পালিত গাভি ভেরোনিকা বছরের পর বছর মুখে লাঠি বা কাঠি কামড়ে ধরে নিজের শরীর চুলকায়।

বাড়িতে পরমাণু চুল্লি তৈরি

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের বাসিন্দা এইডেন ম্যাকমিলানের বয়স মাত্র ১২ বছর। ডালাস ইনডিপেনডেন্ট স্কুল ডিস্ট্রিক্টের সপ্তম শ্রেণির এই শিক্ষার্থী বাড়িতে নিজের খেলার ঘরে বানিয়ে ফেলেছে আস্ত এক নিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাক্টর। মাত্র ৮ বছর বয়সে ম্যাকমিলান নিজের এ প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এ কাজে ম্যাকমিলানকে সহায়তা করে 'লঞ্চপ্যাড'। এটি ওয়েস্ট ডালাসের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

৪,২০০ কিমি দৌড়ানোর রেকর্ড

যুক্তরাজ্যের গ্রেটার ম্যানচেস্টারের বাসিন্দা হানা কক্স নামক এক নারী প্রয়াত বাবার স্মরণে ১০০ দিনে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে ১০০টি ম্যারাথনে দৌড়ান। এই নারীর বয়স ৪১ বছর। এ জন্য তিনি ৪,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ইনল্যান্ড কাস্টমস লাইন' বেছে নেন। এ জন্য ১০০ দিন ধরে তাকে টানা ১০০টি ম্যারাথন দৌড়াতে হয়। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ হানা দৌড় শেষ করেন।

ভিক্ষুদের সঙ্গে রোবটের কুংফু

চীনের মধ্যাঞ্চলের হেনান প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী শাওলিন মঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে কুংফু চর্চায় নামে একদল মানবসদৃশ রোবট। প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির এই বিরল সংমিশ্রণ দ্রুত বিশ্বজুড়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। শাওলিন কুংফু কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, এটি বৌদ্ধ দার্শনিকতা, ধ্যান ও মানসিক নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে এবং এই ঐতিহ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অনুশীলন করে আসছে।

চকলেটের তৈরি আস্ত ট্রেন

মাল্টার প্রখ্যাত চকলেট শিল্পী অ্যান্ড্রু ফারুজিয়া কোনো লোহা বা ইস্পাত নয়; বরং ২,৫০০ কেজির বেশি খাঁটি বেলজিয়ান চকলেট দিয়ে তৈরি করেন ৫৫.২৭ মিটার লম্বা এক আস্ত ট্রেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও চকলেটের তৈরি বিশ্বের দীর্ঘতম এ ভাস্কর্য সম্প্রতি নাম লিখিয়েছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পাতায়। এর আগে ব্রাসেলসে ২০১২ সালে তিনি ৩৪.০৫ মিটার দীর্ঘ একটি চকলেটের ট্রেন বানিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে। নান্দনিকতা ও খাদ্য সংস্কৃতির রাজধানী হিসেবে পরিচিত ইতালির মিলান শহরে এক জমকালো প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্পকর্মটি বিশ্ববাসীর সামনে আনা হয়।

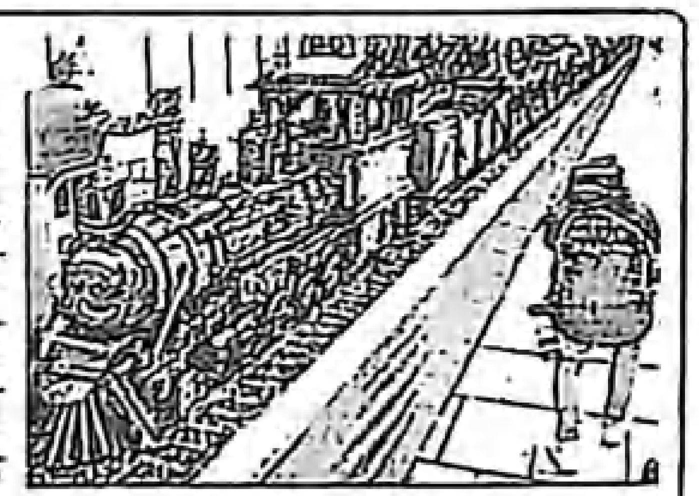

জাম্বিয়া বিশ্বের শীর্ষ এইডস আক্রান্ত দেশসমূহের একটি

চাকরিপ্রাপ্তির আপসহীন বই

বিসিএস, নন-ক্যাডার, সহকারী জজ, শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন, প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষকসহ সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের নিয়োগ পরীক্ষার বিশেষ সহায়িকা

সারা বছরের সব ধরনের চাকরির জন্য

প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ নির্ভুল সমাধান

প্রফেসর'স প্রকাশন

বিষয় ও সালভিত্তিক বিন্যাস

সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ ২০২৬

professorsprokashon.com

প্রফেসর'স প্রকাশন

HOTLINE
01324254610

www.boimate.com